আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে
শায়খ মতিউর রহমান মাদানীর বিষোধগারের জবাব

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এম, এম,

লেখক পরিচিতিঃ

মোঃ রফিকুল ইসলাম ভারতের আসাম প্রদেশের সাবেক গোয়াল পাড়া বর্তমান ধুবরী জেলার তামার হাট থানার অন্তর্গত ঘৃতিঙ্গার কুটি গ্রামে ১৯৭১ খ্রীঃ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। দাদা মৃত আবেদ আলী হাজী বাংলাদেশের বৃহত্তম ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর হতে ভাগ্যন্বেষণে ভারতের আসামে থিতু হন। পরবর্তীতে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে গমন করে পবিত্র নগরী মদীনায় মৃত্যুবরণ করলে পুত্র আব্দুল লতিফ তাঁর সহোদর পাঁচ ভাই ও তিন বোনকে ভারতে রেখে ১৯৬৩ খ্রিঃ পাকিস্থানী শাসন আমলে হিন্দুদের সাথে বিনিময়কৃত বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি ঠিক রাখার জন্য ১৯৮০ খ্রীঃ বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার কাতলাসেন গ্রামে প্রত্যাবর্তণ করেন। আমৃত্যু তিনি এখানেই স্থায়ী হন। পাঁচ ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে লেখকের অবস্থান পঞ্চম।

ইতিহাস খ্যাত ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান কাতলাসেন কাদেরীয়া কামিল মাদ্‌রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে হাদিস বিভাগে ১৯৯৯ খ্রীঃ কামিল সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা উপেক্ষা করে নিরত থাকেন ধর্মতত্ত্বে গবেষণায়। এর আগে প্রকাশিত মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ **"তাসাউফের মর্মকথা ও মারিফাতের ভেদ তত্ত্ব" "প্রচলিত জাল হাদিসও মুসলিম জামায়াত" ও ডাঃ জাকির নায়েকের বিরোধিতা কেন ?** গ্রন্থ তিন'টি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাওহীদবাদী বোদ্ধা পাঠক ও সমালোচক হতে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হন। এছাড়া আরো বেশ কিছু গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়।

ভ্রমণ পিপাসু বিজ্ঞান মনস্ক ও অগ্রসর চিন্তক হিসেবে পরিচিত মহলে রয়েছে তাঁর ব্যাপক খ্যাতি। অধিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা,দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে গভীর দখল ও সাহসীক উচ্চারণে তিনি অনন্য ব্যক্তিত্ব। ভন্ডামী ও শঠতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামী পুরুষ। সুবক্তা হিসেবেও রয়েছে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি। ব্যক্তি জীবনে চার সন্তানের জনক। পরলোকগত বাবা আব্দুল লতিফ, মা মমিনা খাতুন ও নানা আব্দুস সবুর মুন্সি ছিলেন প্রথম জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

সূচীপত্র

আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে শায়খ মতিউর রহমান মাদানীর বিষোধগারের জবাবঃ

শায়খ মাদানী উক্তি আলামা সাঈদী ও জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি হল ক্ষমতা বা গদি দখল, তার জবাবঃ

শায়খ মাদানীর মন্তব্য, ইসলামী ব্যাংক হয়েছে, কিছু দিন পর ইসলামী মদ, ইসলামী পতিতালয় হবে, তার জবাবঃ

শায়খ মাদানী বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন, সাঈদী সাহেব আরবী জানেন না, তার জবাবঃ

মতিউর রহমান মাদানী বলেছেন, সরকার প্রকাশ্য কুফরি না করলে অপসারণ করা যাবে না বরং তাদের এছলাহ করতে হবে, কাজেই আওয়ামীলীগ, বি, এন, পির বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সাঈদী সাহেবের ভুল, তার জবাবঃ

শাহবাগ আন্দোলনঃ

মাওলানা সাঈদী রাজতন্ত্রকে শয়তানের আবিষ্কার বলার কারণে শায়খ মাদানী বলেন, নবী দাউদ ও সুলাইমান আঃ রাজতন্ত্র করেছেন, তার জবাবঃ

শায়খ মাদানীর উক্তি সাঈদী সাহেব জাল হাদিস বলেন, তার জবাবঃ

মাদানীর উক্তি আলামা সাঈদীকে আরব জাতির কেউ চিনে না, তার জবাবঃ

যে ভুলের সংসোধন চাইঃ

শায়খ মতিউর রহমান মাদানী ও আহলে হাদিস আলেমগণের যে ভুল নজরে পরেঃ

মাওলানা সাঈদীর যে ভুল নজরে পরেঃ

শায়খ মাদানী বলেছেন, মওদূদী বি. এ পাশ লোক, মাদ্রাসা পড়ার লোক না, তার জবাবঃ
জামায়াতে ইসলামী কি প্রচলিত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী? তার জবাবঃ
শায়খ মাদানী জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনায়, তার জবাবঃ

আলামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে শায়খ মতিউর রহমান মাদানীর বিষোধগারের জবাবঃ

ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, দাম্মাম সৌদি আরব থেকে শায়খ মতিউর রহমান মাদানীর কিছু ভি.ডি.ও ক্যাসেট বের হয়েছে। তাতে তিনি দেওবন্দী, চরমোনাই, শার্ষিণা, তাবলীগী, ব্রেলভী ইত্যাদি ভ্রান্ত আক্বীদাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সাথে সাথে বিশ্বের সেরা বাগ্মি আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর বক্তব্যের ভিতর জাল, জঈফ কথাগুলোর পর্যালোচনা করেছেন। যে পর্যালোচনা আমাকে চমৎকৃত করেছে তার চেয়ে ব্যথিত করেছে অনেক। সমালোচনা করলেন কেন? কারণ তিনি হানাফী মাযহাবে বিশ্বাসী। আবার সূফীদের দিকে কিছুটা ঝুঁকা, সাথে সাথে তিনি জামায়াতে ইসলামী করেন। তাই তাঁর বক্তব্যে ত্রিবিধ তথ্যের সমাহার। ফলে কিছু কিছু কথা কুরআন সুন্নাহর দিক দিয়ে অমিল। কুরআন সুন্নাহর দিক দিয়ে যে কথাগুলো অমিল সে কথাগুলি নিয়ে শায়খ মাদানী মাওলানা সাঈদীর সাথে সংশোধনের লক্ষ্যে একান্তে বসতে পারতেন।

কিন্তু তিনি তা না করে, মাওলানা সাঈদীর বিষোদগার করলেন। মাওলানা সাঈদী সৌদীর কোন মসজিদে বক্তব্য দিতে চাইলে শায়খ মাদানী হিংসুটে মনোভাব নিয়ে সাঈদীকে বক্তব্য দেয়ার অনুমতি পর্যন্ত দেয় নাই। এ হল শায়খ মাদানীর বিদ্ধেষের নমুনা। অথচ আল্লাহ পাক বলেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।[১] আমরা মাওলানা সাঈদীকে ভুলের উর্ধে মনে করি না। কেন না তিনিও মানুষ, মানুষ বলতেই ভুল আছে। তাই মাওলানা সাঈদীর কিছু কথা কুরআন সুন্নার দিক দিয়ে অমিল, এদিকটা বাদে তার আরেকটা দিক রয়েছে, তা প্রসংশনীয়, তাই তাঁর সমালোচনা করতে সংকিত হতে হয়। কেননা তিনি যে বিশাল হানাফী জামাআত থেকে তাওহীদ ও সুন্নার কথা বলেন। শিরক ও বিদআত এর বিরুদ্ধে কথা বলেন। কুরআনি আইন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। বিজাতীয় মতবাদ ও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তার হৃদয় এক প্রশস্থ ময়দান, তাঁর কাছে একজন তাওহীদবাদী তাওহীদের কথা বলে তৃপ্তি পায়, একজন সুন্নাহ্বাদী সুন্নাতের পরিপূর্ণ রূপ চর্চা করতে পারে। একজন সংস্কারবাদী সংস্কারের কাজে তাঁর পূর্ণ সহযোগিতা পায়। তাঁর হৃদয় আহলুল হাদিসআলেমদের মত সংকীর্ণ নয়। সূফী আলেমদের মত একরোখা নয়। তিনি সংকীর্ণতার ও একঘেঁয়েমীর বেশ উর্ধ্বে। ভুল ধরিয়ে দিলে উদার মনে তা মেনে নেন, আলেমদের দুঃখে দুঃখী হন, তিনি দেশের কল্যাণের কথা বলেন, মুসলিম জাতির ভালাই কামনা করেন। এমন বহু গুণের সমাহার ঘটেছে এই ব্যক্তিটির মাঝে। আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু শায়খ মাদানীর নিকট তাঁর কোন গুণ ধরা না পড়লেও আমাদের কাছে তাঁর যথেষ্ট গুণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁকে কোন এক মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন আপনি যে দরুদ পড়েন এটা কি সুন্নাতি ? তিনি অকপটে স্বীকার করলেন,

---

[1] সুরাহ আল হুজরাত ৪৯/১০।

না। সুন্নাতি দরুদ পড়াই আমাদের উচিৎ। এ দরুদ গুলো আমাদের বর্জন করতে হবে। অন্য মহিলা প্রশ্ন করেন সৌদী আরবের আব্দুল্লাহ বিন বা'য এর নামায শিক্ষায় এই এই বিষয় আছে। (যা আমাদের সাথে মিলে না) এ ব্যপারে আপনার মত কি? তিনি উত্তর দিলেন, আব্দুল্লাহ বিন বা'য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেম তাঁর নামায শিক্ষাতে পেয়েছেন তা নির্দিধায় আমল করুন। তিনি অন্য এক জায়গায় এক ধাপ আগ বেড়ে বলেন- রাসুল সাঃ এর নামায পড়তে চাইলে নাসির উদ্দিন আলবানীর নামায শিক্ষা পড়ুন। বুখারী থেকে নামায শিখুন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি ইরানি বিপ্লবের কথা বলেন কেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন আমি ইরানি বিপ্লবের দিকটাই বলি, কেননা তাদের আক্বীদাহ আমাদের সাথে বিরাট ব্যবধান। আক্বীদার বিষয়ে তাঁকে অনেক প্রশ্নই করা হয়েছে, তিনি উত্তর দিয়েছেন কুরআন সুন্নার অনুকুলে। উল্লেখ্য যে তিনি যেহেতু হানাফি জগত থেকে কথা বলেন তাঁর উপর মাযহাবী প্রভাব পড়বে এটাই স্বাভাবিক। তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? তাঁর জবানে অজানা কিছু শিরক ও বেদআত এর কথা বের হয়ে আসলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন। কারণ তিনি সংশোধনের ও গবেষণার পথে আছেন। কাজেই বাংলার জমিনে এমন নেতা আছে কয়জন? কিন্তু শায়খ মাদানী মাওলানা সাঈদীর কোন ভাল দিকই পান না। তাঁর সারাটা ভিডিও ক্যাসেটে তাই প্রমাণ হয়েছে।

অভিযোগ-১ শায়খ মতিউর রহমান মাদানী আলামা সাঈদীর ভুল ধরে বলেন, (আলামা সাঈদী ও জামায়াতে ইসলামী) এদের রাজনীতি হল ক্ষমতা বা গদি দখল। নবীরা গদি দখল করেন নাই, তার যুক্তি পেশ করে মাদানী বলেন, ফিরআউনের পতন হওয়ার পর গদি খালি ছিল। কিন্তু মুসা আঃ সে গদি দখল করে নাই। অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন আহলুল হাদীসদের স্বনামধন্য আলেম ডঃ গালিব, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, আমানুল্লাহ্ বিন ইসমাঈল ও অন্যান্য আহলে হাদিস আলেমগণ।

জবাবঃ মতিউর রহমান মাদানী ও উপরোক্ত স্বনামধন্য আলেমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, রাসুল সাঃ বলেছেন,

"كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন। যখনই একজন নবী মারা যেতেন তখন অন্য আরেকজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন।[2] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

তিনি বললেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর।[3] কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে প্রমানিত হল যে, বনী ইসরাঈল ফিরআউন এর হাত থেকে মুক্তি লাভের পর মুসা আঃ ও হারুন আঃ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন। বন্ধু মতিউর রহমান মাদানীকে বলছি ফিরআউন এর গদি নিয়ে আপনি যে খোঁড়া যুক্তি এখানে পেশ করছেন তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, ফিরআউন এর ধ্বংসের পর মুসা আঃ থাকা অবস্থায় ফিরআউনের

---

[2] সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, কিতাবুল ইমারাত, হা/৪৬৬৭, ইসঃ ফাউঃ হা/৪৬২১।

[3] সুরাহ আল আরাফ ৭/১২৯

গদিতে অন্য কেউ বসে রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেছিল তা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না। কাজেই মুসা আঃ গোত্রের নবী হিসেবে গদিতে বসেই বনী ইসরাঈলের উপর শাসন পরিচালনা করেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে আমাদের নবী রাসুল সাঃ ও গদি দখল করে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। বিশ্বের সেরা পন্ডিত ডঃ জাকির নায়েকের উস্তাদ শেখ আহমদ দীদাত রঃ কোন পাদ্রির সাথে বাহাস বা তর্ক করতে গিয়ে আমাদের নবী মুহম্মদ সাঃ এর সাথে নবী মুসা আঃ এর সাদৃশ্য বর্ণনা করে বলেন যে, নবী মুসা আঃ ও নবী মুহম্মদ সাঃ উভয়েই ছিলেন নবী। আবার তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনাও করেছেন।[4] রাসুল সাঃ নাস্তিকদের জন্য গদি ছেড়ে দেন নাই। লড়াই করেছেন ইসলামী গদির জন্যই।

ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের লোভ যদি নবীরা করতে পারে, তাহলে আমরা করতে পারব না কেন? আলামা সাঈদী ও জামায়াতে ইসলামী এ লোভ করলে দোষের কি? বরং প্রত্যেক মুসলিমের মধ্যেই এ লোভ থাকা দরকার। কিন্তু মাদানী তার ব্যতিক্রম। প্রকৃত পক্ষে আলামা সাঈদীর ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের লোভ ছাড়া, শুধু গদীর লোভ থাকত, তবে জেল হাজতের পরিবর্তে সে আজ দেশের সর্বোচ্চ প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন, তা হয়ত মাদানী বন্ধু নিজেও জানেন না। তবে গদীর লোভ সাঈদীর না থাকলেও আহলুল হাদিস আলেমদের মধ্যে সামান্য পদের লোভ অনেক বেশী। যার ফলে আহলুল হাদিস আলেমদের মধ্যে দলের শেষ নেই। আক্বীদা বিশ্বাস এক থাকার পরও শুধু লোভের কারণে তারা আজ দলে দলে বিভক্ত। যার সংখ্যা অর্ধ ডর্জন ছাড়িয়ে গেছে। শায়খ মতিউর রহমান মাদানী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ইহুদী ও খ্রীষ্টান স্থাপনায় (আফগানিস্থান, ফিলিস্তিনে) যারা আত্মঘাতী হামলা করছে, তারা আত্মহত্যা কারী জাহান্নামী। বন্ধু মাদানী আত্মহত্যার সংজ্ঞা ভুল করেছেন। আত্মহত্যার সংজ্ঞা হলঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তার নিজ আত্মা বা নফসকে সন্তুষ্টি করার জন্য নিজেই নিজ আত্মাকে বিসর্জণ দেয়। যা দ্বারা আত্মহত্যাকারী তার ইচ্ছা পূর্ণ করে এবং আত্মহত্যার মাধ্যমে তৃপ্তি পায়, সেই আত্মহত্যাকারী।

তাহলে প্রশ্ন জাগে আফগানিস্থান ও ফিলিস্তিনীরা ইসলাম ও নিজের দেশকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইহুদী ও খ্রীষ্টান স্থাপনায় আত্মঘাতী হামলা করে নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দেয়, তারা কি করে আত্মহত্যাকারী হতে পারে? আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নফসের সন্তুষ্টি কি এক? তাহলে শায়খ মাদানী ঢালাও ভাবে কি করে বলতে পারলেন যে তারা আত্মহত্যাকারী, জাহান্নামী?

পাঠক, মুতার যুদ্ধে রাসুল সাঃ তিন জন সাহাবী যায়েদ বিন হারেছা, জাফর বিন আবু তালিব, আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রাঃ কে সেনাপতি করে পাঠান। যেখানে তাঁরা নিরুপায় হয়ে আত্মঘাতী বা ফিদায়ী হামলা চালায়। মুতার প্রান্তে পৌঁছার পূর্বে মুসলমানরা ধারণাই করতে পারেননি যে, তারা কোন দুর্ধর্ষ সেনাদলের সম্মুখীন হবেন। দূরবর্তী এলাকায় তারা সত্যিই শঙ্কাজনক অবস্থার সম্মুখীন হবেন। তাদের সামনে এ প্রশ্ন মূর্ত হয়ে দেখা দিল যে, তারা তিন হাজার সৈন্যসহ দুই লক্ষ দুধর্ষ সৈন্যের সাথে মোকাবেলা করবেন? বিস্মিত চিন্তিত মুসলমানরা দুই রাত পর্যন্ত পরামর্শ করলেন। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, রসূল সাঃ কে চিঠি লিখে উদ্ভুত পরিস্থিতি সর্ম্পকে অবহিত করা হোক। এরপর তিনি হয়তো

[4] আহমদ দীদাত রচনাবলী, পৃঃ ১৯২, ইসঃ ফাউঃ, অনুঃ ফজলে রব্বি।

বাড়তি সৈন্য পাঠাবেন অথবা অন্য কোন নির্দেশ তখন পালন করা যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাঃ দৃঢ়তার সাথে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, "হে লোক সকল, আপনারা যা এড়াতে চাইছেন এটাতো সেই শাহাদাত, যার জন্যে আপনারা বেরিয়েছেন।[৫] উপরোক্ত হাদিসথেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে,

(১) রাসুল সাঃ এর মূতার যুদ্ধে পরপর তিনজন সেনা-কমান্ডার নিযুক্ত করার দরুণ সেনা-কমান্ডারগণ অনুধাবণ করেছিলেন যে, আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ রসূল সাঃ এর কথা চিরসত্য। এই হাদীসটি একথাকে প্রমাণ করছে যে, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে হলেও আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। আর এটিই হচ্ছে ফিদায়ী হামলা বা আত্মঘাতী হামলা।

(২) তিন হাজার সৈন্য দ্বারা দুই লক্ষ সৈন্যের মোকাবেলা করা যায় না, এ মতামতের প্রতি জোরালো সমর্থন। অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাঃ এর ভাষণ, "হে লোক সকল, আপনারা যা এড়াতে চাইছেন এটাতো সেই শাহাদত, যার জন্যে আপনারা বেরিয়েছেন"। সবশেষে তাঁর মতামতের প্রেক্ষিতে হামলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া এ কথাকে প্রমাণ করছে যে, মুতার যুদ্ধে সকল সাহাবী আত্মঘাতী বা ফিদায়ী হামলা চালিয়েছিলেন। আর বন্ধু মাদানী বলেছেন, যারা আত্মঘাতী হামলা করছে, তারা আত্মহত্যাকারী, জাহান্নামী। বন্ধু মাদানীকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনাদের প্রচারিত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামিক পত্রিকা মাসিক আত্তাহরীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সম্প্রতি বিমান ছিনতাই করে আমেরিকার 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংস করা হয়েছে। এখানে ছিনতাইকারীগণ যদি মুসলমান হন এবং তাদের উদ্দেশ্য যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল হয় তবে কি তারা শহীদ বলে গণ্য হবেন? দলীল ভিত্তিক জওয়াব চাই। উত্তরে বলা হয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে অথবা স্বীয় জান-মাল, দ্বীন ও পরিবার-পরিজনকে অন্যায় আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যবরণ করে তারাই শহীদ। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

'আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অতঃপর মারে ও মরে।[৬] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

আর যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অতঃপর প্রাণ হারায়, আমি অবশ্যই তাকে মহা প্রতিদান দেব।[৭] রাসুল সাঃ বলেন,

"مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় সে ব্যক্তি শহীদ।[৮] সুতরাং ছিনতাইকারীগণ যদি মুসলমান হন এবং মুসলিম বিদ্বেষী যালিম রাষ্ট্র আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে এরূপ করে থাকেন,

---

[5] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪২২, ইসঃ ফাউঃ।

[6] সুরাহ আত্ তওবাঃ ৯/১১১।

[7] সুরাহ আন নিসা ৪/৭৪।

[8] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, জিহাদ ও অভিযান, হা/১৯১৪, মিশকাত, হা/৩৮১১।

তবে অবশ্যই তারা শহীদ বলে গণ্য হবেন।[৯] অপর আরেকটি প্রশ্নঃ করা হয়েছিল, আমরা জানি আত্নহত্যা কারীর পরিনাম জাহান্নাম। বর্তমানে ফিলিস্তিনী মুজাহিদ ভাইয়েরা অভিশপ্ত ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে নিজেকে মানব বোমায় পরিণত করে মারা যাচ্ছে। আখেরাতে তাদের পরিণাম কি হবে। উত্তর দেয়া হয়েছিল,

আল্লাহ তা'আলার দ্বীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে মুজাহিদগণ যে কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। যদিও নিশ্চিত হন যে, আমরা জিহাদের ময়দানে মৃত্যবরণ করব। তারা শহীদের মর্যাদা পাবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ, তাদের লক্ষ্য হ'ল আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা। পক্ষান্তরে আত্নহত্যা কারীর ঐ ধরণের কোন প্রত্যাশা থাকে না। কাজেই দু'টির লক্ষ্য দু'ধরনের। আব্দুলাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত, মুতার যুদ্ধে রসূল সাঃ স্বীয় গোলাম যায়েদ বিন হারেসাকে তিন হাজার সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। অতঃপর বললেন, যায়েদ বিন হারেসা শহীদ হলে জাফর বিন আবু ত্বালেব সেনাদলের নেতৃত্ব দিবে। সেও যদি শহীদ হয় তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। পরপর তিন জনই শহীদ হ'লে খালিদ বিন ওয়ালিদ এর হাতে নেতৃত্ব সোপর্দ করা হয় এবং তার হাতেই বিজয় সাধিত হয়।[১০] রাসুল সাঃ এর উক্ত ভাষণে সেনাপতিগণ অনুধাবন করেছিলেন যে, আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে হলেও আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়।[১১] দেখলেন তো? আহলে হাদিস পত্রিকা মাসিক আত্তাহরী এর ফতোয়া? যা বন্ধু মাদানীর একেবারে বিপরীত। বন্ধু মাদানী বলেছেন, সারা বিশ্বের অমুসলিম দেশগুলির সাথে কুটনৈতিক সর্ম্পক থাকার কারণে সন্ধি হয়েছে, তাই তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না।

বাহ! কি চমৎকার দালালী, যখন তারা মুসলিম স্বাধীন দেশ আফগানিস্থান, ইরাকে হামলা চালায়, ফিলিস্থিনে মুসলিমদের কে পাখির মত গুলি করে, কুটনৈতিক সর্ম্পক থাকার পরও বাংলাদেশের নিরীহ মুসলিমদের কে ভারতের বি, এস, এফরা নির্বিচারে হত্যা করে, অবলা নারী ফেলানীর লাশ ভারতের কাঁটা তারের সাথে ঝুলে থাকে, তখন কুটনৈতিক সম্পর্ক বা সন্ধি বলে কিছু থাকে কি? তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না কেন? আহলে হাদীসদের প্রাণ পুরুষ ডঃ গালিব লিখেছেনঃ ইসলামের এই অগ্রযাত্রা তার রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে হবে না, বরং এটা হবে তার তাওহীদী দাওয়াতের কারণে।[১২] ড. গালিবের মতে দ্বীন হল তাওহীদ।[১৩] অনুরূপ বক্তব্য শায়খ মতিউর রহমান মাদানীর, কিন্তু রাসুল সাঃ বলেছেন–

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا"

গোটা মানব সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে (১) আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ সাঃ আল্লাহর রাসুল। (২)

---

[9] মাসিক আততাহরীক, ৫৪ পৃঃ অক্টোবর ২০০১, প্রশ্নঃ নং ২৫/২৫।
[10] সহীহ্ বুখারী, হা/৩৭২৮ অধ্যায়, মাগাযী ।
[11] আত- তাহরীক, পৃঃ ৫২,আগষ্ট ২০০২।
[12] ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, পৃঃ ৪৩, ড. আসাদুল্লাহিল গালিব।
[13] ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, পৃঃ ৩২, ড. আসাদুল্লাহিল গালিব।

সালাত প্রতিষ্ঠা করবে। (৩) যাকাত দেবে।[১৪] বর্ণিত হাদীসের মূল বিষয় হলঃ যুদ্ধ করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কেননা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করা সম্ভব নয়।

কিন্তু ডঃ গালিবের মন্তব্যঃ ইসলামের এই অগ্রযাত্রা তার রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে হবে না, বরং এটা হবে তার তাওহীদী দাওয়াতের কারণে। অথচ উক্ত হাদিসদ্বারা প্রমাণিত, তাওহীদী দাওয়াত হল যুদ্ধের (ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার) বিভিন্ন অংশের প্রধান উপকরণ মাত্র। নিম্নের হাদিসদ্বারা তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। যা রাসুল সাঃ খায়বার যুদ্ধের চুড়ান্ত বিজয়ের জন্য আলী রাঃ এর হাতে ইসলামের পতাকা অর্পণ করেন। আলী রাঃ এর বক্তব্য,

يَا رَسُوْلَ اللهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُوْنُوا مِثْلَنَا

"হে আল্লাহর রাসুল সাঃ যতক্ষণ তারা আমাদের মতো মুসলমান না হয় ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।[১৫] রাসুল সাঃ আলী রাঃ এর বক্তব্য সমর্থন করে বলেনঃ 'তুমি তোমার নীতি অনুসরণ করে চলবে। যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে ইসলামের দাওয়াত দিবে। উপরোক্ত হাদিস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, খায়বার যুদ্ধ চলাকালে আলী রাঃ এর উক্তি "যতক্ষণ তারা আমাদের মতো মুসলমান না হয়, ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব" এবং রাসুল সাঃ এর নির্দেশ 'তুমি তোমার নীতি অনুসরণ করে চলবে" এ বিষয়টি প্রমাণ করছে যে, যুদ্ধই একমাত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ। যুদ্ধের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যুদ্ধের পূর্বে কাফেরদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া যুদ্ধের একটি অংশ মাত্র।

কেননা কাফেরদেরকে পূর্বে দাওয়াত না দিয়েও হামলা করা যায়। যেমনঃ রাসুল সাঃ এর নির্দেশে আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাঃ আবু রাফে'কে রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় হত্যা করে ছিলেন।[১৬] যদি দাওয়াতে তাওহীদের গুরুত্ব জিহাদ ও যুদ্ধের (ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার) চেয়ে বেশী হতো তবে আলী রাঃ এই হাদীসের উপর আমল করলেন কেন?

(ডঃ গালিব, শায়খ মতিউর রহমান মাদানী, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল ও অন্যান্য আহলে হাদিস আলেমদের মত) খায়বারের যুদ্ধ না করে ফিরে এসে দাওয়াতী কাজে লিপ্ত হলেন না কেন? রাসুল সাঃ দাওয়াতে তাওহীদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেও কেন খায়বারের যুদ্ধ না করে দাওয়াতে তাওহীদের কাজে মনোনিবেশ করলেন না? রাসুল সাঃ ও সকল সাহাবা রাঃ গণ তাওহীদের দাওয়াত দিতে গিয়ে যুদ্ধ করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন। আর আহলে হাদিস আলেমদের যুদ্ধ তো দুরের কথা প্রতিবাদ করতেও দেখা যায় না। বরং দাওয়াত সর্ম্পকীয় হাদীসগুলো বিকৃত অর্থ করতেও তাদের বিবেকে বাঁধে নাই। আহলে হাদিস আলেমদের কাছে জানতে চাই রাসুল সাঃ বাতিলদের জন্য রাজপথ ছেড়ে দিয়েছিলেন কি? তাহলে আপনারা রাজপথ ছেড়ে ঘরে বসে আছেন কেন? জবাব দিবেন কি? ইবনে আওন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নাফে' রাঃ এর নিকট এ মর্মে পত্র লিখলাম যে, যুদ্ধের পূর্বে (কাফিরকে) ইসলমের দাওয়াত দিতে হবে কি-না? তিনি বলেন,

فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِيْ أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ عَلَى بَنِيْ الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ

---

[14] সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, কিতাবুল ইমান, হা/৩৬, ইসঃ ফাউঃ হা/৩৬।
[15] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হা/৪২১০, ইসঃ ফাউঃ হা/৩৮৯২।
[16] সহীহ বুখারি, অধ্যায়, জিহাদ, হা/৩০২২, ইসঃ ফাউঃ হা/২৮১০।

অতঃপর তিনি আমার নিকট লিখে পাঠালেন যে, ঐ পদ্ধতির ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। কিন্তু রাসুল সাঃ বনু মুসতালিকের উপর অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করেন, যখন তারা গাফিল অবস্থার ছিল এবং তাদের গবাদি পশুগুলোকে পানি পান করানো হচ্ছিল। ফলে নবী সাঃ তাদের মধ্যে যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদেরকে হত্যা করলেন এবং যাদেরকে বন্দী করার তাদেরকে বন্দী করলেন।[১৭]

বন্দীদের মধ্যে ঐ দিন জুয়াইরিয়া রাঃ ও ছিলেন। উক্ত হাদীসটি স্পষ্টত প্রমাণ করছে যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াতের প্রথা ছিলো। কিন্তু রাসূল সাঃ পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের পূর্বে দাওয়াত দেয়াকে গুরুত্বহীন মনে করতেন। হযরত নাফে রাঃ এর বর্ণনা অনুযায়ী নবী সাঃ পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেয়াকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না এবং এই নীতিই অনুসরণ করে চলতেন। আহলে হাদীসের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ লিখেছেনঃ "একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোন অবস্থাতেই হত্যা করা জায়েয নয়।[১৮]

অথচ রাসুল সাঃ এর নির্দেশে আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাঃ আবু রাফে'কে রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় হত্যা করে ছিলেন।[১৯] অন্য বর্ণনায়- রাসুল সাঃ এর নির্দেশে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাঃ কা'ব ইবনে আশরাফকে তার নিজ বাড়িতে হত্যা করে ছিলেন।[২০] সেনাপতি আলার নির্দেশে আব্দুল্লাহ ইবনে হাযাফ মুরতাদদের খবর নিতে গিয়ে দেখেন তারা মদ পান করে মাতাল হয়ে আছে, আর তখনি তাদের উপর আক্রমন করে হত্যা করে। বনু কায়স ইবনে ছালাবার জনৈক ব্যক্তি হাতম ইবনে যবীআ এই সময় নিদ্রিত ছিল মুসলীমগণ তাদের উপর অতর্কিত আক্রমন চালায়।[২১] উল্লেখিত দলীলের দ্বারা প্রমানিত যুদ্ধ ও যুদ্ধ ছাড়া উভয় অবস্থাতে কাফের ও মুরতাদ দেরকে হত্যা করা জায়েয। আর আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ বলেন "একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোন অবস্থাতেই হত্যা করা জায়েয নয়। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ আরও লিখেছেনঃ মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম।[২২] তার স্বপক্ষে তিনি হাদিস এনেছেন,

عَنْ اَبِيْ لَيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَصْحَبُ مُحَمَّدٍ ﷺ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَسِيْرُوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَامَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ اِلَى حَبْلٍ مَّعَهُ فَاَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

ইবনে আবু লাইলা রাঃ বলেন, মুহাম্মদ সাঃ এর সাহাবীগণ বলেছেন, যে তারা রাসুল সাঃ এর সাথে সফর করতেন। এক রাতে তাদের একজন ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময়ে তাদের এক সঙ্গি একটি রশির দিকে অগ্রসর হল, যা ঐ ঘুমন্ত লোকটির নিকট ছিল এবং এই লোক সে রশি খানা হাতে নিয়ে নিল। হঠাৎ ঘুমন্ত লোকটি ঘুম হতে উঠে রশিসহ ঐ লোকটিকে নিজের কাছে দেখে

---

17 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, জিহাদ ও অভিযান, হা/৪৪১১, ইসঃ ফাউঃ হা/৪৩৭০।

18 কে বড় লাভবান, পৃঃ ১৮৮, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ।

19 সহীহ বুখারি, অধ্যায়, জিহাদ, হা/৩০২২, ইসঃ ফাউঃ হা/২৮১০।

20 সহীহ বুখারি, অধ্যায়, জিহাদ, হা/৩০৩২, ইসঃ ফাউঃ হা/২৮১৭।

21 হাফেজ ইবনে কাসিরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, অধ্যায়, বাহরায়ন বাসীদের মুরতাদ হওয়া ও পুনরায় ইসলামে প্রত্যাবর্তন প্রসংঙ্গ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৯৪, ইসঃ ফাউঃ।

22 কে বড় লাভবান, পৃঃ ১৮৩, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ।

ভিষণভাবে ভয় পেল। তখন রাসুল সাঃ বললেন, কোন মুসলিম এর জন্য এটা জায়েয নয়। যে সে অন্য কোন মুসলিমকে ভীতি প্রদর্শন করবে।[২৩] উপরোক্ত হাদিসে রাসুল সাঃ মুসলিমদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। আল্লাহ পাক বলেন- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই।[২৪] কিন্ত আব্দুর রাজ্জাক সাহেব হাদিসের ব্যাখ্যাকে বিকৃত করে বলেন যে, মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম। এটা সকলের বোধগম্য যে, মানুষ বলতে শুধু মুসলীম নয়, পৃথিবীর সকল কাফেরও মানুষ। তাহলে কি কোন কাফেরকে ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না? অথচ রাসূল সাঃ এর সময়ে কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হত। যেমন- আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে আব্বাস রাঃ বললেন, আর শিরচ্ছেদ হওয়ার মতো অবস্থা হওয়ার আগেই ইসলাম কবুল করো। একথা সাক্ষী দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ সাঃ আলাহর রাসূল। হযরত আব্বাস রাঃ এর এ কথা বলার পর আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করেন এবং সত্যের সাক্ষী হলেন।[২৫] আর আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ বলেন- মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম।

উক্ত লেখক তার লেখা বইয়ের শেষ কাবারে দাবী করে লিখেছেন যে, "এই বইয়ে মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত কোন অভিমত নেই" কিন্ত আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ নিজেই হাদীসের বিকৃতি ব্যাখ্যা করে তিনি তার মস্তিস্ক প্রসূত অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম। অথচ রাসুল সাঃ মানুষের মধ্যে শুধু মুসলিমদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন, কাফের মানুষকে নয়। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ সাহেব, বিজাতীয় সরকারের সাফাই গেয়েছেন। তিনি একটি হাদিস এনেছেন, আওফ ইবনে মালিক রাঃ হতে বর্ণিত, রাসুল সাঃ বলেছেন,

وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ "قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ "لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ

তোমাদের নিকৃষ্ট ইমাম (শাসক বা সরকার) হচ্ছে, যাদের তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদের অভিশাপ দাও, আর তারাও তোমাদের তারা অভিশাপ দেয়। বলা হল, হে আল্লাহর রাসুল সাঃ! আমরা কি তরবারির সাহায্যে তাদরে ক্ষমতাচ্যুত করব না? তিনি বললেন, 'না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে (সরকারী উদ্যোগে) স্বলাত কায়েম করে।[২৬] উক্ত লেখক হাদিসে উল্লেখিত বিশেষ অংশ, مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ অর্থ করেছেনঃ 'না যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে ছালাত আদায় করবে' এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন অত্যাচারী শাসক যতদিন ছালাত আদায় করবে ততদিন তাকে অপসারণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

এখানেও স্পষ্টত আহলে হাদিস আন্দোলনের সুযোগ্য আলেম আব্দুর রায্যক বিন ইউসুফ হাদীসের অর্থ বিকৃতি বা গোপন

---

23 আবু দাউদ, অধ্যায়, কিতাবুল আদব, হা/৫০০৬।

24 সুরাহ আল হুজরাত ৪৯/১০।

25 সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৭৪, মুল, ইবনে হিশাম, অনুঃ আকরাম ফারুক। আর রাহীকুল মাখতুম, পৃঃ, ৪৬০, মূল, শায়খুল হাদিস শফিউর রহমান মুবারক পুরী, অনুঃ আব্দুল খালেক রহমানী।

26 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, ইমারাহ, হা/৪৬৯৮, ইসঃ ফাউঃ হা/৪৬৫১।

করেছেন। مَا قَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ এর অর্থ হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম করে। উক্ত হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম করে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করে ততদিন পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। কিন্তু শাসক যদি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মাঝে ছালাত প্রতিষ্ঠা না করে, তবে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। এখানে আব্দুর রায্যক বিন ইউসুফ হাদীসে শব্দ مَا قَامُوْا অর্থ বিকৃতি করে অথবা গোপন করে, অর্থ করেছেন, ছালাত আদায় করবে' যার সঠিক অর্থ সালাত কায়েম করবে, অথচ উম্মতের জন্য কুরআনের কোন শব্দ বা বাক্য বাড়ানো ও কমানোর কোনই অধিকার নেই। হাদীসের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। বরং তা প্রকাশ্য বিদআত। হাদীসে আছে,

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

যারা আমার হুকুমের মধ্যে কোনো রকম পরিবর্তন করল, তা সম্পূর্ণ রূপে বাতিল যোগ্য।[২৭] কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে,

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ

"অনন্তর পরিবর্তন করল এই জালিমরা তাদের প্রতি আদিষ্ট শব্দটি উহার বিপরীত অপর একটি শব্দ দ্বারা অতএব আমি নাযিল করলাম সেই যালিমদের প্রতি এক আসমানী বিপদ এই জন্যে যে, তারা বিধান অমান্য করেছিল।[২৮] এখানে একটি শব্দ পরিবর্তন কারীকে আল্লাহ জালিম বলেছেন। উপরোক্ত বিকৃত অর্থ করে কতিপয় আহলুল হাদিস আলেমরা বিজাতীয় সরকারের প্রিয় ভাজন হতে চায়,

অথচ আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত সুদ ও সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি তথা জুয়া-লটারি বিজাতীয় সরকারের লোকেরা আইনের মাধ্যমে চালু রেখেছে। পতিতাবৃত্তির মত হারাম ও জঘন্য প্রথাকে রাষ্ট্রীয় সহায়তা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। সিনেমা, টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিপি'র সাহায্যে ব্লু ফিল্ম, রাস্তাঘাটে পত্র-পত্রিকায় সর্বত্র নগ্ন ছবি ও পর্ণো সাহিত্যের ছড়াছড়ির মাধ্যমে যৌন সুঁড়সুড়ি দিয়ে মানুষের প্রবৃত্তিকে উস্কে দিয়ে যেনা ব্যাভিচারকে ব্যাপক রূপ দিয়েছে। নারী নির্যাতন আজ আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। অন্যদিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইবাদাতের নামে চালু হয়েছে অগণিত শিরক ওবিদ'আতী প্রথা। জাহেলী যুগের মূর্তিপূজার বদলে চালু হয়েছে কবর পূঁজার শিরকী প্রথা। সে যুগের মুশরিকরা প্রাণহীন মূর্তির উসিলায় পরকালীন মুক্তি কামনা করত।

এ যুগের মুসলিমরা কবরে শায়িত মৃত পীরের অসীলায় পরকালীন মুক্তি কামনা করে। "সম্মান প্রদর্শনের নামে মূর্তির বদলে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হচ্ছে। শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, শিখা অনির্বাণ, মঙ্গলঘট, মঙ্গল প্রদীপ ইত্যাদির মাধ্যমে অগ্নিউপাসক ও হিন্দুয়ানী শিরকসমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করা হয়েছে, কুরআন বিরোধী আইন চালু করা হয়েছে হালাল মনে করেই। অথচ সর্বসম্মত মত হারামকে হালাল মনে করা কুফরি, এ ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া রঃ বলেনঃ "যখন কোন ব্যক্তি সর্বসম্মত কোন হারাম বিষয়কে হালাল করল, অথবা সর্বসম্মত কোন হালাল বিষয়কে হারাম করে নিল অথবা সর্বসম্মত শরীয়াতের কোন

---

[27] সহীহ বুখারী, অধ্যায়, কিতাবুছছলিহ, হা/২৬৯৭।

[28] সূরা আল বাকারা ২/৫৯।

বিধানকে পরিবর্তন করে দিল ফুকাহাগণের ঐক্যমতে সে কাফির হয়ে গেল।[২৯] এর পরেও আহলুল হাদিস আলেমরা সুস্পষ্ট দলীল খুঁজে পায় না।

আবার যখন ধর্মনিরপেক্ষ বাদীরা, মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি বেশ্যাদের খদ্দের আহ্বানের সমতুল্য (শামসুর রাহমান), দীর্ঘক্ষণ যাবৎ আযান অসহ্য (কবীর চৌধুরী), মোহাম্মদ তুখোড় বদমাশ চোখে মুখে রাজনীতি (দাউদ হায়দার), আমাদের উচিত রবীন্দ্রনাথের এবাদত করা (সুফিয়া কামাল), "ইসরাফিলের জ্বর হয়েছে শিঙ্গা ফুঁকবে কে?" (তসলিমা নাসরিন) "মূর্খতা ও মুসলমানিত্ব সমার্থক, প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ইসলাম টিকে আছে শুধুমাত্র ইতর ও অজ্ঞানদের মধ্যে" (আহমদ শরীফ, যিনি ১৯৭৭ সালে যুগযন্ত্রণা শীর্ষক গ্রন্থে ঘোষণা দেন "আমি আস্তিক্যে বিশ্বাস করিনা এবং ১৯৯২ সালে বলেন আল্লাহর আসলে কোনই অস্তিত্ব নেই এবং ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ সমূহ প্রকৃত প্রস্তাবে সংশ্লিষ্ট ধর্মপ্রবর্তকদের নিছক শয়তানী মাত্র), "খোদা নেই, কুরআন বাজে, রাবিশ"

(বদরুদ্দিন উমর) ধর্ম হল মদ ও গাঁজার মত (লতিফ সিদ্দিকী) ইত্যাদি উক্তি করে, তখন আহলুল হাদিসআলেমরা তাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট হাদিস বা দলীল খুঁজে পায় না। তাই আহলুল হাদিস আলেমদের নিকট তাদের উক্তি খুবই যথার্থ। ধর্মনিরপেক্ষ বাদীদের নিকট ইহুদীবাদ বা হিন্দুত্ববাদ ও বিজাতীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা ভয়ংকর অপরাধ। কারণ তাদের সব গ্রন্থ, সব বক্তব্য, সব বিশ্বাস ও সব র্কমকান্ডই যথার্থ। ধর্মনিরপেক্ষ বাদী মার্কস, লেলিন, মাও, রুশো, ভল্টেয়ার, ম্যাকিয়াভেলী, চার্চিল, হিটলার, মুসোলিনী, বুশ, টনিব্লেয়ার, ইন্দিরাগান্দী, বাজপেয়ী, আদভাণী প্রমুখদের পথ অনুসরণে আহলুল হাদীসদের কোন বাধা নেই। শুধু মাত্র কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার দল (জামায়াতে ইসলামী) অনুসরণে যত বাধা। তাইতো কোন কোন আহলুল হাদিস আলেমদেরকে বলতে শুনা যায় মূর্তিপুঁজারি ধর্মনিরপেক্ষ বাদীদেরকে সমর্থণ করা যাবে তবুও জামায়াতে ইসলামী সমর্থন করা যাবে না।

এ জন্যই আহলুল হাদীসদের প্রায় সকলেই ধর্মনিরপেক্ষ বাদীদের প্রিয়ভাজন। আর ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রগতি, মিডিয়া মানেই হল, নগ্নতা, লিভ-টুগেদার, ফ্রি-সেক্স, অশ্লীলতা। যার বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। তাদের এসব বন্ধের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লামা দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদী যখন মদের বিরুদ্ধে কথা বলেন তখন শায়খ মতিউর রহমান মাদানী সাঈদীর নিন্দা করেন মদের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে। আজ যদি ইবনে তইমিয়া রঃ জীবিত থাকতেন তাহলে হয়তোবা এই মাদানীরাই সর্বপ্রথম তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগার করতেন। কেননা মদের লাইসেন্স দেয়ার কারণে ইবনে তাইমিয়া রঃ দামেস্কের শাসক সাইফুদ্দিন কুবজুক এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে দোকানের মদের বোতল ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন।[৩০] আজ মাদানীদের এ সব নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। কেননা তাদের দৃষ্টিতে তাওহীদের দাওয়াতই সব। মানুষ যখন তাওহীদ বুঝবে ইসলাম এমনিতেই কায়েম হয়ে যাবে। মূলত আহলে হাদীসগণ এসব কথা পেয়েছে ইলিয়াসী তাবলীগ থেকে। এজন্যেই আহলে হাদীসদেরকে

---

[29] ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৬৮।

[30] ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার সংগ্রমী জিবন, পৃঃ ২১, আব্দুল মান্নান তালিব।

রাজপথে দেখা যায় না। যেমন দেখা যায় না ইলিয়াসী তাবলীগদেরকে।

অভিযোগ-২ শায়খ মাদানীর মন্তব্য, ইসলামী ব্যাংক হয়েছে, কিছু দিন পর ইসলামী মদ, ইসলামী পতিতালয় হবে ইত্যাদি।

জবাবঃ এমন কুরুচিপূর্ণ, বিকৃত-ধিকৃত বক্তব্য কোন ভদ্র আলেম করতে পারেন না। ইসলামী ব্যাংক নিয়ে আলেমদের মতভেদ থাকতে পারে। সে জন্য ইসলামী ব্যাংক শরীয়া বোর্ডে যোগাযোগ করে বক্তব্য বা লিখনীর মাধ্যমে তা সংশোধন করা যেতে পারে। আর তা না করে শায়খ মাদানী ইসলামী ব্যাংককে পতিতালয়ের সাথে তুলনা করলেন। এই যদি হয় শায়খ মাদানীর ইসলাম প্রচারের নমুনা তাহলে সত্যি তা বেদনার বিষয়। আল্লাহ বলেন,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়।[৩১] আল্লাহ বলেন, فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।[৩২]

অভিযোগ-৩ শায়খ মাদানী বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন, সাঈদী সাহেব আরবী জানেন না।

জবাবঃ বন্ধু শায়খ মাদানী ব্যক্তি সত্ত্বার উপর আঘাত এনেছেন। মাওলানা সাঈদীর একটি আরবী শব্দ ছালাছা (তিন) কে আরবের আঞ্চলিক বা গ্রাম্য ভাষায় তালাতা (তিন) বলায় মাদানী তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সাঈদী সাহেব আরবী জানেন না। শুধু তাই নয়, তিনি এক পর্যায়ে বলেই ফেললেন, সাঈদী সাহেব তো শার্ষীনা থেকে কামিল পাশ। কামেল পাশ করা লোকের কতটা বিদ্যা হয় আমাদের দেশে (বাংলাদেশে) সাধারন আলেমরাও বুঝে। আলেম, ফাজেল, কামেল পাশ করার জন্য নাকি ১০,২০, ৫০ পাতা হাদিস পড়ানো হয়, ইত্যাদি।

অথচ এটি কোন শরিয়তি ভুল ছিল না। বক্তব্যের মধ্যে আঞ্চলিক শব্দ আসতেই পারে। মাদানীর উপরোক্ত বক্তব্যে প্রমাণ করে যে, মাদানী সাহেব ইছলার নিয়তে তা করেন নাই বরং বিদ্বেষ পোষণ করে বক্তব্য দিয়েছেন। মাদানীর সুত্রানুপাতে আমরাও বলতে পারি যে, মাদানী সাহেব বাংলা ভাষা জানেন না। কেননা মাদানী সাহেব শাসককে ছাছক বলেন, যা আঞ্চলিক শব্দ। বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদ আছে,

"যদি মনে কিছু না কর,
নিজের দোষটি আগে ধর"।

তাই মাদানী সাহেবকে বলব, আপনার ভাষা আগে সুধরে নিন, পরে অপরের সমালোচনা করুন। বিজ্ঞ বন্ধু শায়খ মাদানীকে আমাদের প্রশ্ন ইছলা করার জন্য যে পদ্ধতি আপনি গ্রহণ করেছেন তা কি আদৌ ঠিক? আপনার উপরোক্ত মন্তব্যে কি ব্যক্তি সত্ত্বার উপর আঘাত করা হয় নাই? আক্বীদা সংশোধনকারী বিজ্ঞ আলেম শায়খ মাদানীকে বলছি, আপনার সমালোচনা গুলো যদি মন্দের সাথে ভাল দিক গুলো তুলে ধরতেন এবং পাশাপাশি তাওহীদবাদী আহলুল হাদিসজামাআত বিজাতীয় মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছে, তা তুলে ধরতেন। তবেই আমরা বেশী উপকৃত হতাম। কিন্তু আপনি নিরপেক্ষ মন নিয়ে তা করতে পারেন নাই। মাদানী সাহেব মাওলানাঃ সাঈদী সাহেবকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, সাঈদী

---

[31] সুরাহ আন নহল ১৬/১২৫।

[32] সুরাহ তোহা ২০/৪৪।

সাহেব যেন সৌদী আরবের লেখকদের তাফসীর পড়ে নেন। কেননা তার দৃষ্টিতে সাঈদী সাহেবের তাফসীর হয় না। আমরা তার জবাবে বলবো, সৌদী আরবের লেখক ছালেহ বিন উছাইমিন রঃ এর তাফসীর সাঈদী সাহেব নিজে সম্পাদন করেছেন। সাথে সাথে মাদানী সাহেবকে আমরা উপদেশ দিয়ে বলব আপনি সাঈদী সাহেব এর তাফসীর থেকে তাফসীর শিখুন। পরে তাফসীর করুন। কেননা সাঈদী সাহেব একটি আয়াতের তাফসীর করতে কুরআনের শত শত আয়াত টেনে আনেন, যা মাদানীদের পক্ষে সম্ভব নয়। পাঠক আপনাদের অবগতির জন্য বলছি, আমাদের দেশের আলিয়া মাদ্রসার ক্বারীগণ যেভাবে কুরআন তরজমা করেন, ঠিক সেই ভাবেই মাদানী সাহেব কুরআন তরজমা করে তাফসীর করেন। কুরআনের একাধিক আয়াত না এনে শুধু তরজমা করলেই কি তাফসীর হয়? কুরআন সুন্দর স্বরে বা মিষ্টি আওয়াজে পড়ার কথা বলা হয়েছে। রাসুল সাঃ বলেছেন,

"مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ"

আল্লাহ এত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না, যত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন সুকণ্ঠ কোন নবীর প্রতি যিনি সুর দিয়ে কুরআন পাঠ করেন এবং সশব্দে তা পাঠ করতে থাকেন।[৩৩] আল্লাহ পাক বলেন,

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

এবং কুরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে।[৩৪]

হাদিসে আছে,كَانَ يَمُدُّ مَدًّا রাসুল সাঃ মদ (লম্বা স্বর) করে (কুরআন) পাঠ করতেন।[৩৫] বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে,

وَهُوَ تَسِيرُ بِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّعُ.

তিনি (রাসুল সাঃ) "সুরা ফতহ" এবং "সুরা ফাতহ'র অংশ বিশেষ অত্যান্ত নরম এবং মধুর ছন্দোময় সুরে পাঠ করেছিলেন।[৩৬] রাসুল সাঃ বলেন,"مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ নবীর উত্তম ও মিষ্ট স্বরে কুরআন তেলাওয়াত আল্লাহ তা'আলা যেভাবে শুনে থাকেন অন্য কোন জিনিষ শুনেন না।[৩৭] উপরোক্ত দলীলের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, কুরআন তেলাওয়াত তারতিল তথা মাখরাজ, মদ, গুন্না এবং সুন্দর স্বর সহকারে ধীরে ধীরে পড়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্ত মাদানীদের বেলায় তা উল্টো। যার কুরআন পড়ার তারতিল নেই, সেই নাকি সাঈদীর তাফসীরে ভুল ধরে।

অভিযোগ-৪ মতিউর রহমান মাদানী বুখারী হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা সাঈদীর রাজনীতি নিয়ে ভুল ধরে বলেছেন, মুসলিম দেশের সরকার কোন কবীরাহ গুনাহ করলে অপসারণ করা যাবে না। যদি সরকার প্রকাশ্য কুফরি না করে বরং তাদের এছলাহ করতে হবে, কাজেই আওয়ামীলীগ, বি.এন.পি. কে অপসারণ করা তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সাঈদী সাহেবের ভুল।

জবাবঃ তিনি রাজনীতি নিয়ে মাওলানা সাঈদীর যে ভুল ধরেছেন তা মোটেও ঠিক নয়। প্রশ্ন জাগে ধর্মনিরপেক্ষবাদ কি কুফরী নয়? যুগ যুগ ধরে চলে আসা আল কুরআনের উত্তরাধিকার আইন বোন ভাইয়ের অর্ধেক পাবে এবং সংবিধানে আল্লাহর উপর আস্থা ও

---

[33] সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, ফাযায়েলে কুরআন, হা/১৭৩২।
[34] সুরাহ আল মুজ্জাম্মিল ৭৩/৪।
[35] সহীহ বুখারী, অধ্যায়, আল কুরআনের ফযীলত, হা/৫০৪৫।
[36] সহীহ বুখারী, অধ্যায়, আল কুরআনের ফযীলত, হা/৫০৪৭।
[37] সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, ফাযাইলুল কুরআন, হা/১৭৩০।

বিশ্বাস, আইন করে সরকার যখন বাতিল করে দেয়, সেটা কি কুফুরি নয়? কুরআনের আয়াত অমান্য করার শামিল নয় কি? যাকাত অস্বীকার করার কারণে আবু বকর সিদ্দিক রাঃ যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে আল-কুরআন এর আয়াত অমান্যকারী মুসলিম সরকার এর বিরুদ্ধে গঠন মুলক আন্দোলন করা যাবে না কেন? হাদিসে আছে,

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ

আবু বকর সিদ্দিক রাঃ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব, যে স্বলাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে।[৩৮] কিতাবুত তাওহীদ শায়খ ড. সালেহ বিন ফাওযান আল ফাওযান এর লিখাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুরাহ মায়িদার ৪৪ আয়াত দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ব্যতীত বিচার ফায়সালা কুফরী। যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ী ফায়সালা করা ও দেশ পরিচালনা করা ওয়াজীব নয়। এ বিষয়ে ইখতিয়ার রয়েছে অথবা আল্লাহর আইনকে তুচ্ছ মনে করে, এবং বিশ্বাস করে আল্লাহর বিধান ছাড়া মানব রচিত আইন উত্তম। বর্তমানে এই আইন অচল অথবা মানব রচিত আইন দ্বারা কাফেরদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়, তারা বড় কাফের। হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে,

فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

আরও (বায়আত করলাম) যে আমরা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাসীন দেরকে সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। কিন্ত যদি এমন প্রকাশ্য কুফরী কাজ করতে দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে তবে বিন্ন কথা।[৩৯] অর্থাৎ যুদ্ধ করে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। তাদের প্রকাশ্য কুফরী বাক্য- তথাকথিত আল্লাহর শাসন দিয়ে রাষ্ট্রের কোন উন্নতি হবে না।[৪০] (মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফ)। এরপরও কি আহলে হাদিসভাইয়েরা বলবেন তারা পাক্কা মুসলিম? মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রঃ ইসলাম বিনষ্টকারী যে দশটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'যে ব্যাক্তি মুশরিক দেরকে কাফির মনে করে না অথবা তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে সে কুফ্‌রী করল।[৪১]

মাওলানা সাঈদী সাহেব কোথায় ভুল করলেন? কুরআন বিরোধী আইন চালু করা এবং বিজাতীয় মতবাদগুলো যে কুফরী এ বিষয়গুলোর উপর আমার প্রিয়বন্ধু শায়খ মাদানী কোন ভি.ডি.ও ক্যাসেট বের করবেন কি? বন্ধু মাদানী বলেছেন এছলাহ্ করার জন্য, এছলাহ তখনই করা যায়, যখন কোন মুসলিম সরকার ইসলামী কায়দায় দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে তার পদস্খলন ঘটে অথবা না জেনে ভূল করে বসে। কিন্তু কোন মুসলিম নামধারী সরকার ইসলামকে বর্জন করে বিজাতীয় আইন দিয়ে দেশ পরিচালনা করে, তখন ইছলাহ করার কিছু থাকে কি?

তাছাড়া মাওলানা সাঈদী তো সংসদে যেয়ে সরকারকে ইছলাহ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ সংসদে স্পিকারকে মাথানত

---

38 সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, কিতাবুর ঈমান, হা/৩২।

39 সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফিতান, হা/৭০৫৬।

40 নয়া দিগন্ত, ১১ ডিসেম্বর ২০১২।

41 আল আকীদাতুল সহীহা, শায়খ বিন বায রহঃ পৃঃ ২৫।

(সিজদাহ) করা হত এটির ইছলাহ তিনি করেছেন। মাদানীদের ভাষায় যাকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা বলে। মৃত ব্যক্তির জন্য নীরবতা পালন করা হত, এটা তিনি ইছলাহ করেছেন। মদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল তা থেকে মাওলানা সাঈদী সরকারকে ইছলাহ করে মদের লাইসেন্স বাতিল করেছেন। এমন উদাহরণ দেওয়া যাবে আরও অনেক। কিন্তু আহলুল হাদিসভাইয়েরা কোথাও কোন সরকারকে ইছলাহ্‌র দাওয়াত দিয়েছে কি? তিনি বলেছেন অজ্ঞতার কারণে সরকার কিছু কুফরী করলে তার জন্য তাদের অজ্ঞতা দূর করতে হবে।

অজ্ঞতা দুর করার কোন কর্মসূচি আহলুল হাদিস ভাইদের আদৌ আছে কি? অথবা এযাবৎ কালে এরূপ কোন নজির আছে কি? উল্টো ধর্মনিরপেক্ষতা বাদী রাস্ট্রপতি জিল্লুর রহমানকে জমঈয়তে আহলে হাদিস এর জাতীয় সম্মেলন ২০১০ এ প্রধান অতিথি করার নজির রয়েছে। তাদের নিকট হতে সবক নেয়া হয়েছে। আহলুল হাদিস ভাইদের মুখে শোনা যায়- রাসূল সাঃ এর ঐ বাণীটি, রাসূল সাঃ বলেছেন-আমীরের আনুগত্য কর, নামাযে বাধা না দেওয়া পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করো না।[৪২] উক্ত হাদীসে ইসলামী আমীরের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে বিজাতীয় কায়দায় অধিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্র প্রধানের কথা বলা হয়নি। হাদীসটির দ্বিতীয় অংশে নামাযে বাধা না দেওয়া পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ আমরা দেখতে পাই আওয়ামিলীগের কর্মীরা মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।[৪৩] কই কোন আহলুল হাদিস ভাইয়েরাতো প্রতিবাদ করেনি? হয়ত কেউ বলবেন- হাদীসে রাষ্ট্রীয় ভাবে নামাযে বাধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ কি এতই বোকা? যে রাষ্ট্রে ৯০% মুসলমান বাস করে সে দেশে রাষ্টীয় ভাবে নামাযে বাধা দান করে তাদের ক্ষমতা হারাবে? রাসুল সাঃ বলেছেন,

"إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا"

যদি কোন নাক কান কৃষ্ণকায় গোলামও তোমাদের ওপর শাসন নিযুক্ত হয় এবং সে তোমাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে, তবে তোমরা তার নির্দেশ শোন এবং আনুগত্য কর।[৪৪] রাসুল সাঃ আরও বলেন,

"عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ"

যদি গুনাহের কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয় তাহলে তা শোনাও যাবে না, আনুগত্যও করা যাবে না।[৪৫] রাসুল সাঃ বলেছেন,

وَقَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلاً حَسَنًا وَقَالَ "لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

আল্লাহর নাফরমানী মূলক কাজে আনুগত্য করা জায়েয নেই। প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য কেবল ন্যায় এবং সৎ কাজের।[৪৬] বন্ধু শায়খ মাদানীর দৃষ্টিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা অজ্ঞ হলেও তারা নামায পড়েন কুরআন হাদিসপড়েন। গত ১৮ ও ১৯ এপ্রিল ২০১০ ইং সালে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদিসএর কনফারেন্সে এম, পি, জনাব এ কে এম রহমাতুল্লাহ বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন- প্রধানমন্ত্রী সকালে দুই ঘন্টা কুরআন পড়েন। অথচ সেই প্রধানমন্ত্রীর দল পবিত্র কুরআন পুড়ে ছাই করে দেয়, (সিলেট এম,

---

42 সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, কিতাবুল ইমারাহ, হা/৪৬৯৪।
43 দৈনিক নয়া দিগন্ত ৭ ই মার্চ ২০১০।
44 সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, কিতাবুল ইমারাহ, হা/৪৬৫৬।
45 সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, কিতাবুল ইমারাহ, হা/৪৬৫৭।
46 সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, কিতাবুল ইমারাহ, হা/৪৬৫৯।

সি, কলেজ হোস্টেলের মসজিদ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে ছাত্রলীগ)।

হেফাজতের আন্দোলন দমাতে যেয়ে কত কুরআনই যে পুড়িয়েছে এ সরকার তা আল্লাহই ভালো জানেন। এম, পি রহমাতুল্লাহ সাহেবের মত অনেক মন্ত্রীর মুখেই শুনা যায়, প্রধান মন্ত্রীর কুরআন ও নামায পড়ার কথা। পাশাপাশি আমরা এটাও দেখতে পাই যে, প্রধান মন্ত্রী ভোর বেলায় অধির আগ্রহে রবিন্দ্র সংগীতও শুনেন ।[৪৭] বঙ্গবন্ধু নিজেও রবিন্দ্রনাথ, সুবাস বসু নিয়ে পড়াশুনা করতেন, অনুস্বরণ করতেন।[৪৮] ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য তিনি নিজেই স্টেডিয়ামে হাজির হোন। আবার তিনি নাকি কুরআনও পড়েন।

কুরআনের কোন পাতায় লিখা আছে যে, রবিন্দ্র সংগীত শুনা যাবে? তিলক পড়া যাবে? দূর্গা দেবীর স্তুতি গাওয়া যাবে? মুর্তি গড়া যাবে? অগ্নি পুঁজা করা যাবে? মুসলিমরা জয় শব্দ দিয়ে শ্লোগান দিতে পারবে? নাজ গান শুনা যাবে? বিজাতিয় কায়দায় দেশ পরিচালনা করা যাবে? তিনি যখন ক্রিকেট খেলা ও গান বাজনায় মত্ত ঠিক তখনই রহিঙ্গার মুসলীম ভাই বোন ও শিশুদের আর্থনাৎ। বার্মার হিংস্র পশু বৌদ্ধদের অত্যাচারে জিবন বাচাঁনোর তাগিদে যখন তারা সাগর পারি দিয়ে আমাদের দেশে আশ্রয় নিতে আসছে, আর তখন আমাদের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রির আদেশেই রহিঙ্গার ভাই বোনদের জন্য বর্ডার বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। ফলে গুলির আঘাতে নিরিহ নারী শিশু শাহাদাৎ বরন করছে। শাহাদাৎ বরন করছে বঙ্গব সাগরের অতল গহীন পানিতে ডুবে। তাদের কান্নাঁয় আকাশ বাতাশ ভারি হয়ে আসলেও কুরআন পড়ুয়া প্রধান মন্ত্রীর মনে মায়ার আচর লেগেছে অনেক দেরীতে। অনেক দেরীতে হলেও মায়ার কারনেই হোক বা মানুষের সমালোচনার থেকে বাচাঁর জন্যই হোক তিনি মজলুম মুসলীমদের কাছে গিয়েছিলেন।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নাস্তিক রাজিব মারা যাওয়ার পর রাজিবের মমতায় সাথে সাথে তিনি যেভাবে ছুটে গিয়েছিলেন রাজিবের বাড়িতে। সেভাবে তিনি যেতে পারেননি অসহায় মুসলমি ভাইদের কাছে। অতান্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, মায়ানমার এর মুসলীম ভাই বোনেরা যখন খাদ্যের অভাবে ক্ষুদার যন্ত্রনায় ছটপট করছে, তখন বাংলাদেশের ক্রিকেটদল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জিতার কারণে আমাদের দেশের মুসলীমরা আনন্দ করছে। আবার এ দেশেরই সংস্থা বিসিবি কোটি কোটি টাকা খেলোয়াদের জন্য পুরুষ্কার ঘোষণা করছে। যে খেলার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

বলুন: আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।[৪৯] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا

তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীরা ও কৌতুক রূপে গ্রহন করেছে এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।[৫০] রাসুল সাঃ বলেছেন,

---

47 বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৪ জানুয়ারী ২০১৫।

48 চ্যানেল আই, তৃতীয় মাত্রা, ১৪ আগস্ট ২০১৭ ইং।

49 সুরাহ জুম'আ ৬২/১১।

50 সুরাহ আন'আম ৬/৭০।

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ

মানুষের আদর্শ ইসলামের চিন্ন হলো, অর্থহীন কাজকে পরিত্যাগ করা।[৫১] পাঠক, এবার বলুন, কুরআন পড়ুয়া কোন প্রধান মন্ত্রী কি এসব করতে পারে? তাহলে কুরআনের দোহাই কেন? ধর্মের দোহাই কেন? আহলুল হাদীসদের এম পি জবাব দিবেন কি? সে যাই হোক, এম, পি রহমাতুল্লাহ সাহেব নিজে জমঈয়তে আহলুল হাদিসএর উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি ঘোষণা দেন জমঈয়তে আহলুল হাদিস আওয়ামীলীগ সমর্থন করে।

এ বক্তবের পর দেশী-বিদেশী কোন আহলুল হাদিস আলেম প্রতিবাদ করেন নি বরং ধন্যবাদ দিয়েছেন। তাহলে কি আমরা বুঝে নেব, আহলুল হাদিসমানেই আওয়ামীলীগ? আওয়ামীলীগ করে কি আহলুল হাদিস থাকা যায়? অথচ এটা সকলেরই জানা সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ বাদ, পুঁজিবাদ ও জাতীয়তা বাদ বিশ্বাসীরা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। এ তন্ত্র ও মতবাদ গুলো আল্লাহর দ্বীনের ও তাঁর আইন বিধানের বিরোধী। আল্লাহ বিরোধী, তাঁর আইন বিরোধী, যে কোন ব্যাক্তি বস্তু, তন্ত্র, মতবাদ সবই তাগুত। তাগুত মানে আল্লাহর অবাধ্য ও তাঁর আইন লংঘনকারী। তাগুত বিশ্বাস করা মানে হল আল্লাহর সাথে কুফরী করা। কোন তাগুত বিশ্বাসীকে আল্লাহ পাক মুসলিম বলে স্বীকার করেন না। এসব তন্ত্র ও মতবাদগুলো মূর্তি। মূর্তির মতই লোকেরা এগুলোর ইবাদত করছে। এগুলো অবয়ব বিহীন মূর্তি। মূর্তির সর্বাধুনিক সংস্কারণ। আল কুরআনের ঘোষাণা-

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا

যে ব্যাক্তি তাগুতকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে সুদৃঢ় হাতল আঁকড়ে ধরল।[৫২] আলাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো তাগুতকে অস্বীকার করা। অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।[৫৩] অতএব সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ বাদ, পুঁজিবাদ, জাতীয়তা বাদ তাগুতি শক্তিকে বিশ্বাস করা সহযোগিতা করা কুফরি। এ বিজাতীয় মতবাদ গুলোর সাথে কোন মুসলমান বন্ধুত্ব করে তার সাথে আল্লাহ সম্পর্ক ছিন্ন করে। ততক্ষণ তারা তাদেরই একজন হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি তাদেরকে (কাফেরদেরকে) বন্ধুরুপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই একজন।[৫৪] অথচ সেই বিজাতীয় মতবাদ বিশ্বাসীর কর্মীরা মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দেয়, মসজিদে ১৪৪ ধারা জারি করে। বন্ধু মাদানীর দৃষ্টিতেও ভ্রান্ত আক্বীদার পীর আটরশি পন্থী সুফী আলেমকে জাতীয় মসজিদের খতীব পদে নিয়োগ দেয়। যারা কাদিয়ানী ও দেওয়ানবাগীর জন্য টি, ভি চ্যানেলগুলো উম্মুক্ত করে দেয়, যারা বাউল[৫৫] শিল্পীদেরকে টেলিভিশন, বেতার এমনকি

---

51 সুনানে তিরমিযি, অধ্যায়, জিহাদ, হা/২৪৮৭।

52 সূরাহ আল বাকারা-২/২৫৬।

53 সূরাহ আন নাহল ১৬/৩৬।

৫৪ সূরাহ আল মায়িদা ৫/৫১।

৫৫ বাউল মতবাদটি সুফী, বৌদ্ধ, হিন্দু ও বৈষ্ণব দ্বারা প্রভাবিত। বাউল দু দু শাহ বলে-

বৌদ্ধ তন্ত্র শিরোমনি,
সেই তন্ত্র আমরা জানি,
লালন শাহ দরবেশের দয়ায় ।

বাউলগণ মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল পরনে ডোর কপিন গায়ে খেলকা পিরান বা আলখেল্ল্যা পরে থাকে। বাদ্যযন্ত্র তাদের একমাত্র অবলম্বন। এরা হাড়ি, মুচি, ডোম, চামার, হিন্দু, মুসলিম র্নিবিশেষে সকলের সাথে মিশে। বাউল অর্থ পাগল বা উন্মাদ। তবে তারা বিশেষ ধরণের পাগল ধর্ম শাস্ত্র ত্যাগ করে উন্মাদ হয়ে বৈষ্ণবদের দেওয়া সাধনা (নর ও নারীর যৌন সাধনা, রস সাধনা, দেহ সাধনা) তাদের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মুসলমানদের অধঃপতনের ক্রান্তিলগ্নে আজ বাউলরা ভেদ পুরান ও বাইবেলকে কোরআনের সাথে একাকার করে জগাখিচুড়ি বানানোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সাথে সুফীদের পীর পুঁজা কবর পুঁজার প্রচারে প্রসার ঘটাচ্ছে। আর সাথে যোগান দিয়ে যাচ্ছে রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে আমাদের সরকার। ফলে মতবাদটি দ্রুত জন সাধারণের মধ্যে প্রবেশ করছে। বাউলরা তাদের সাধন ক্রিয়া গোপন রাখার জন্য কিছু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে থাকে। পাঠকদের বোধগম্যতার মানসে তা উপস্থাপনের প্রয়োজন বোধ করছি। যেমন, শুক্রকে রস, আবার রস কে অমৃত বা সুধা, মলকে অজর, মুত্রকে রাম রস, নাসিকার বামছিদ্রকে চন্দ্র ,আর ডান ছিদ্রকে সূর্য, ডান চক্ষুকে অর্দ্ধ, বাম চক্ষুকে উদ্ধঃ, মুখকে লংকা. দন্তকে দশানন, লিঙ্গ ও গুহ্যাদ্বারের মধ্যের স্থানকে গোইন্দ্রিয়, লিঙ্গের যে দ্বার দিয়ে শুক্র নির্গত হয় তাকে দশম দ্বার, রক্ত ও রসের সমন্বয়ে সৃষ্ট রজঃ, রক্তকে গরল বিষ, নারীকে নদী, নারীর যৌনাঙ্গকে কমল, নলিন, নলিনী, পদ্ম, পুং-লিঙ্গকে বর্জ বা কুলিশ, শ্বাস ত্যাগ করাকে রেচন গ্রহণ করাকে পরক ও ধারণ করাকে কম্ভুক ইত্যাদি। এ ভাষা কোন অভিধানের ভাষা নয়। এভাষা একমাত্র সাধকের নিজস্ব ভাষা। সাধক ভিন্ন আর কেউ এসব রচনার সহজ মর্মভেদ করতে সমর্থ নন। লালন তার গানে তাই বলেছেন।

ফকীর লালন বলে পাগলা ছেলে
বুঝা কঠিন সাধু ভাষা ।

বাউলগণ মানুষ ও সৃষ্টি কর্তাকে অভিন্ন চিন্তা করে। এরা গুরুকে পরম সত্বা বা আল্লাহ মনে করে। লালনের কণ্ঠে ধ্বণিত হয়।

গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান যার,
অধঃপতে গতি হয় তার ।

মোট কথা সর্বেশ্বরবাদ চিন্তাই বাউলদের মূল তত্ত্ব। বৈষ্ণব দেবতা শ্রী চৈতন্যদেব (জন্ম ১৪৮৬ খৃঃ) হচ্ছেন বৈষ্ণবদের পুঁজিত দেবতা হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী চৈতন্য শ্রী কৃষ্ণের একজন অবতার অথবা পরিপূর্ণ অর্থেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। বাউলরা চৈতন্যকে শ্রেষ্ঠ বাউল বলে বিশ্বাস করে। বাউল গুরু লালন শাহ তার, "তোরা যাসনে কেউ পাগলের কাছে" গানটিতে চৈতন্যে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যকে পাগল বলে সম্বোধন করেছেন। লালন শাহের মতে এ তিন জন বাউল ছিলেন । লালন শিষ্য দুদু শাহ তাই বলেন–

ন,দের গোরা চৈতন্য যারে কয়
শাক্ত ভারতীয় কাছে শক্তি মন্ত্র পায়
গিয়ে রামানন্দের কাছে বাউল ধর্মের তত্ত্ব পৌঁছে
তবে তো মানুষ ভজে পরম তত্ত্ব পায় ।

এখানে দুদু শাহ চৈতন্যকে স্পষ্টত "বাউল বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃত পক্ষে চৈতন্যের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কি ছিল। তার নিজের কথায় আমরা সুস্পষ্ট রূপে জানতে পারি । চৈতন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন-

পাষন্ডি সংহারিতে মোর এই অবতার
পাষন্ডি সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ।

এখন বুঝা গেল যে, পাষন্ড সংহার করাই তার জীবনের আসল লক্ষ্য। উল্লেখ্য যে, পাষান্ড বলতে যে একমাত্র মুসলমানদেরকে বুঝায় হয়েছে। চৈতন্য দেব এর প্রায় তিন'শ বছর পর বাউলদের মধ্যে লালন ফকীরের আর্বিভাব ঘটে। লালন ফকীর বাউল সমাজকে নতুন ছাচেঁ গড়ে তোলেন। লালন ফকীর (জন্ম ১৭৭৪ খৃঃ) বাউল চাটুকারদের ভাষ্য মতে লালন ফকীর অহিংস মানবতা, মানব মুক্তি, জাতহীন মানব র্দশন, অসাম্প্রদায়ীক সাম্যের সমাজ গড়তে চেয়েছিলো। ভারত উপমহাদেশে মুসলীম সুফীদের আগমনের পর তাঁদের

সংসদের মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্থান করে দেয়। তাদের বিরুদ্ধে বন্ধু মাদানীসহ আহলুল হাদিস আলেমরা কোন কথাই বলেন না। সরকারের এক মন্ত্রী বলেন- শেখ হাসিনার কথা মানা আওয়ামীলীগ কর্মীদের জন্য ইবাদত।[৫৬] এত দিন মুসলিমরা জানত আল্লাহর কথা মানাই হল ইবাদত। এখন যে সমস্ত আহলুল হাদিসভাই আওয়ামীলীগ করেন তারা কি প্রধান মন্ত্রীর কথা ইবাদত হিসাবে গণ্য করবেন? প্রধানমন্ত্রীকে স্রষ্টার আসনে বসালে আহলুল হাদিস ঠিক থাকবে তো? গত ১৪ আগস্ট ২০১৭ ইং

চরিত্র মাধুর্য্যে প্রতি মুগ্ধ হয়ে এদেশের শত শত হিন্দু বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করে। এ অবস্থা হতে হিন্দু বৌদ্ধদেরকে রক্ষা করা ও মুসলীমদের ঈমান ধ্বংস করার জন্য হিন্দু সাধকগণ অত্যান্ত সুকৌলে মুসলীম সুফীদের দর্শন থেকে হাওলাত করে হিন্দুতান্ত্রিক সাধনাকে সুফী সাধনার পোষাক পড়িয়ে নতুন একটি মতবাদের সৃষ্টি করেন। এতে তাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়। বাউলরা কুন ধর্মের ধার ধারে না। তারা ধর্মকে অতল গহবরে নিক্ষেপ করে রাগের আচার অনুসরণ করেন। বাউলরা ধর্ম নাশ করেই বাউল হন। বাউল গানে তাই বলা হয়েছে–

তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্যাস ।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম নাশ।

তাইতো আমরা লালন মুখে শুনতে পাই –

সব লোকে কয় লালন ফকীর হিন্দু না যবন,
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।

লালন তার গানে মুসলিমদেরকে মুসলিম বলে সম্বোধন করতো না, সম্বোধন করতো যবন বলে। সে হিন্দুদেরকে হিন্দু বলত, খ্রিস্টানদেরকে খ্রিস্টান বলত, কিন্ত মুসলমিদেরকে বলত যবন। এটা সকলেরই জানা মুসলমিদের যবন নামে কোন নাম কুরআন সুন্নাতে নাই। এটি মুসলীম বিদ্বেষী হিন্দুদের দেয়া বিকৃত গালি সূচক নাম। হিন্দুরা মুসলীমদেরকে এই নামে গালি দিত। তাদের মতে বিশ্বজাহানের সবই এস্থুল মনুষ্য দেহে বিরাজমান। গানে বলা হয়েছে –

যাহা আছে ভান্ডে , তাহা আছে ব্রহ্মান্ডে।

বৈষ্ণব মহাজন চন্ডিদাসের "সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে নাই" তারা এই বাণীর পূর্ন অনুসারী। তাই তারা আল্লাহ/রাসুল বলতে এ মানবদেহ, বেহেস্ত, দোজখ বলতে এমানব দেহ, আসমান, জমিন, আগুন, পানি ও ভগবান বলতে এ মানবদেহই। এক কথাই –এদেহের মধ্যেই মক্কা মদীনা কাশী বৃন্দাবন। তাই মানব দেহের পুঁজা অর্চনাই হল বাউলদের শ্রেষ্ঠ সাধনা। সকল সাধন-ভজনের মূলেই আছে এই হরণ-পূরণের খেলা, স্বয়ং স্রষ্টাই এর প্রধান খেলোয়াড়। আর এই, দেহ ভূবন'ই তার খেলার ময়দান। তারা দেহ মধ্যস্থিত আত্মাকে মনের মানুষ বলে অবহিত করেছেন। এ আত্মাকে তারা মনের মানুষ, অধর মানুষ, ভাবের মানুষ, সোনার মানুষ, মন মনুয়া, সাঁই প্রভৃতি নামে অবহিত করেছেন। এ মানব দেহেই যে সব মানুষ আছে সে সব সম্পর্কে বাউল গুরু লালন বলে–

মিলন হবে কত দিনে,
আমার মনের মানুষের সনে।

- লালন শাহ

মনের মানুষ এ দেহের মাধ্যমে এক অপূর্ব লীলা করছেন। তিনি কখনও পিতা, কখনও মাতা, কখনও ভ্রাতা কখনও ভগ্নি বা স্বামী–স্ত্রী রূপে বিচিত্র রস আস্বাদন করছেন। কখনও ভগবান রূপে, কখন ও বান্দা বা সৃষ্টি রূপে, কখনও চোর, কখনও পুলিশ বা বিচারক রূপে নিজেকে প্রকাশ করে অনন্তখেলায় মেতে উঠেছেন। বহুল প্রচারিত গানটি তার প্রমান বহন করে –

তুমি হাকিম হইয়া হুকুম কর, পুলিশ হইয়া ধর।
সর্প হইয়া দংশন কর, ওঝা হইয়া ঝাড়।

এক কথায় –তার লীলা বুঝা বড় দায়। এ মানুষই যে বাউল মতে স্বয়ং ঈশ্বর বা স্রষ্টা বা পরমাত্মা তাতে কোন সন্দেহ নেই। পড়ুন, আমার লেখা 'বাউল মতবাদ' বইটি।

[56] দৈনিক নয়াদিগন্ত ০৬ মে ২০১০।

চ্যানেল এন, টিভিতে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধু চিরঞ্জীব' 'মহা মহিয়ান' নামে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। সকল মুসলীমরা জানে আল্লাহই হলেন একমাত্র চিরঞ্জীব, মহা মহিয়ান। আল্লাহ বলেন, اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ আলাহ এক চিরঞ্জীব ও শাশ্বত সত্ত্বা, তিনি ছারা আর কোন ইলাহ নেই।[৫৭] আল্লাহর গুণের সাথে পাল্লা দেয়া শিরক নয় কি? আবার বঙ্কিম চন্দ্রের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পূরিপূর্ণ গ্রন্থ আনন্দমত যার মুল মন্ত্র ছিল 'বন্দে মাতরম' গান, তাতে আছে -

অবাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই মহিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে ॥ ইত্যাদি

আর রবি ঠাকুরের কালী বা দূর্গা দেবী অথবা দেশকে মাতৃ কল্পনা করে লেখা জাতীয় সংঙ্গীত, 'আমার সোনার বাংলা' গান, তাতে আছে,

ওমা তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধুলা,
সে যে আমার মাথার মানিক হবে।
ওমা গরিবের ধন যা আছে,
তাই দিব চরণ তলে,
মরি হায় হায়রে।
আমার সোনার বাংলা ----।

যদিও শেখ মুজিব উপরোক্ত গানটিকে জাতীয় সংগীত বানাতে চান নি। চেয়েছিলেন, ধন্য ধান্যে, পুষ্পে ভরা গানটিকে জাতীয় সংগীত বানাতে।[৫৮] শেখ মুজিব নিজে দেশের মাটিকে দেবী জ্ঞান করত। তাই তিনি বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর তোমার মাঝে আমার ঠাই হয় যেন মা'।[৫৯] বন্দে মাতরম ও সোনার বাংলার মাতৃ বন্দনা এবং শেখ মুজিবের 'তোমার মাঝে আমার ঠাই হয় যেন মা' দেশ মাতৃকার উদ্দেশ্য। যা একে অপরের পরিপূরক। দেশ মাতৃকাকে দেবী জ্ঞানে কল্পনা বা পুজাঁ করা শিরক নয় কি? তাহলে এ দলের সাথে আহলুল হাদিসদের এত গভীর সর্ম্পক কেন? ভারতের পশ্চিম বঙ্গের আহলুল হাদিস এর বিজ্ঞ আলেম আবুল কাশেম মুর্শিদাবাদী জামায়াতে ইসলামী এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে একটি বই লিখেছেন।

তার দৃষ্টিতে জামায়াতে ইসলামী মাওলানা ভাসানীর মত নাস্তিকবাদীর সাথে সম্পর্ক রেখেছিল। এতে জামায়াতে ইসলামীর দোষ হয়েছে। যদি তাই হয়, বন্ধু মুর্শিদাবাদীকে বলব- উপরোক্ত বক্তব্য তুলে ধরে আওয়ামীলীগ করা আহলুল হাদিস ভাইদের ব্যাপারে কোন ফতোয়া আপনি দিবেন কি? আরেক মন্ত্রী বলেন- কোটি বছর পর আল্লাহ আমাদের বিচার করতে পারলে আমরা যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করতে পারব না কেন?[৬০] অথচ এটা সকলেরই জানা মানুষের ক্ষমতার সাথে আল্লাহর ক্ষমতার তুলনা করা শিরক। যে শির্ক কোন মুসলিম করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমার অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

---

57 সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৫৫।
58 ইনকিলাব ১০, মার্চ ২০০৩ইং উবাইদুল হক সরকার।
59 চ্যানেল আই, ১৫ আগষ্ট, ২০১৭ ইঃ।
60 দৈনিক নয়াদিগন্ত ২১মার্চ ২০১০।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তাকে যে তাঁর সাথে শরীক করবে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন যে ব্যাক্তি আল্লাহর সাথে শারীক করে সে সুদূর পথভ্রষ্টে পতিত হয়।[৬১] অন্য জায়গায় আলাহ পাক শির্ককারীর জন্য জান্নাত হারামের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন–

مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

"নিশ্চয়ই যে ব্যাক্তি আল্লাহর সাথে শারীক করে তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।[৬২] কোন মুসলিম শির্ক করলে সে ইসলাম থেকে বেড়িয়ে যায়। মুসলিম হওয়া সত্বেও তার সমস্ত 'আমাল বাতিল হয়ে যাবে। আল্লাহপাক বলেন–

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"নিশ্চয় যদি তুমি শির্ক করো তবে তোমার সমস্ত 'আমাল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি হয়ে যাবে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত।[৬৩] আবার আল্লাহ পাক ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে শির্ককারীর জন্য দু'আ করা হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন–

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

"নাবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য দু'আ করবে। যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়, একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী।[৬৪] ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার কথিত অভিযোগে মুসলিম নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হল।

তারা কি আসলেই এই অভিযোগে অভিযুক্ত? যারা ইসলামের জন্য রাতের আরামের ঘুমকে হারাম করে সারা জীবন নিঃস্বার্থ ভাবে পরিশ্রম করল। তারাই নাকি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানল। কিন্তু উপরোক্ত ব্যাক্তিবর্গের বক্তব্য ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা হয় নাই কি? কোথায় তরীকত ফেডারেশনের সেক্রেটারী রেজাউল হক, ঈমানী সাহস থাকলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনুন। উপরোক্ত কুফরী বক্তব্য দেয়ার পরও তারা দাবী করে, আওয়ামীলীগ কর্মীরাই নাকি নবীজীর উম্মত।[৬৫] আওয়ামীলীগই দেশের একমাত্র ইসলামী দল।[৬৬] প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, দুর্গাদেবী গজে (হাতি) চরে আসায় ফসল ভাল হয়েছে।[৬৭]

(কখনও হিজাব! কখনও তিলক! কখনও গজে চড়ে দুর্গা এসেছে বলে ফসল ভাল হয়েছে)। সংসদ উপনেতার বক্তব্য আমি হিন্দুও নই মুসলিমও নই।[৬৮] সেকুলার বিশ্বাসী মন্ত্রী বিয়ে-শাদী থেকে ধর্ম বাদ এবং সন্তানেরা কোন ধর্মীয় পরিচয় দিতে পারবে না বলে আইন পাসের সিদ্ধান্ত।[৬৯] তাই দেখা যায়, সেকুলার মনা ফেরদৌসি মজুমদারের স্বামী হিন্দু রামেন্দ্র মজুমদার, জহির

---

61 সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১১৬।
62 সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৭২।
63 সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯: ৬৫।
64 সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১১৩।
65 দৈনিক নয়াদিগন্ত ২১ মার্চ ২০১০।
66 দৈনিক নয়াদিগন্ত ২০১০ মার্চ।
67 দৈনিক আমার দেশ, ঐ।
68 দৈনিক আমার দেশ ৮ অক্টোবর ২০১১।
69 দৈনিক সংগ্রাম ১ মে ২০১২।

রাহানের স্ত্রী সুমিতা দেবী, যাদু শিল্পী জুয়েল আইচের স্ত্রী বিপাশা, সুফিয়া কামালের কন্যা সুলতানা কামাল এর স্বামী সুপ্রিয় চক্রবর্তী। সাবিনা ইয়াসমিনকে বিয়ে করেছিল ভারতীয় গায়ক সুমন চট্টোপাধ্যায়, টিভি অভিনেত্রী শমী কায়সারের বিয়ে হয় ভারতীয় হিন্দু অর্নব ব্যানার্জি বিংগোর সঙ্গে। এ গুলো কি নবীজির উম্মতের কাজ?

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا

মুশরিক নারীদেরকে কখনো বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে নিজেদের নারীদের কখনো বিয়ে দিয়ো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে।[৭০] আবার সঙ্গীত শিল্পী সানজিদা খাতুনের প্রাক্তন স্বামী অহিদুল হকের মৃত্যুর পর তার লাশ সামনে রেখে তিন ঘন্টা রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। লাশের কাছে বসে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া তাও আবার রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের দেশে?

রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করণের প্রবর্তক হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, তিনি নিজেই ঘোষণা দেন, ক্ষমতার জন্য প্রয়োজনে ইবলিশের সাথে ঐক্য করব।[৭১] এগুলো কি ইসলামী দলের কাজ বা বক্তব্য? আবার তাদের কেউ কেউ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভক্ত সাজতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কখনো চিরঞ্জীব, কখনো বুজুর্গ, কখনো অলি বা কখনো খলিফা এমনকি নবী বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। পক্ষান্তরে আওয়ামী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিদ্বেষী লোকেরা গত ১৯৯৬ সনে শত শত লিফলেট ছাপিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হিন্দু বানানোর অপচেষ্টা করেছে। তাদের দৃষ্টিতে তার মা ছিল হিন্দু। উল্লেখিত বিষয়টি যদি সত্য বলে মেনেও নেয়া যায়, তাতেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মানের কোনই ঘাটতি হবে না। কেননা কোন হিন্দু কালেমা পড়লে সে হিন্দু থাকে না। সে হয়ে যায় একজন মুসলিম।

তাই তার অতীতের ঘটনায় কোন বিভ্রান্তি নেই। কেননা উপমহাদেশে আমাদের পূর্ব পুরুষরা ছিল হিন্দু তাতে কি আমাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে? অতএব স্বাধীনতার অগ্রনায়ককে আমরা জানব তার কর্মের মাধ্যমে। জন্মের মাধ্যমে নয়। স্বাধীনতার অগ্নিপুরুষ তার মর্যাদার মাপকাঠিতে ঠিক না রেখে তার মর্যাদা ক্ষুন্ন করব কেন? আবার তার ভক্ত সেজে তার স্বীয় মর্যাদা উপেক্ষা করে মহামানবের পর্যায় পৌঁছাবো কেন? এ চিন্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভক্ত ও অভক্তদের মাঝে আসবে কি? বঙ্গবন্ধুর ভক্তনাম্মী ব্যক্তিরা এই ব্যক্তিকে নিয়ে এতই বাড়াবাড়িতে লিপ্ত যে, তারা তাঁর ভক্ত হতে গিয়ে এক পর্যায় বলেই ফেলল যে, শেখ মুজিব ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক অর্থাৎ নবী।[৭২] উপরোক্ত বাক্যগুলো কি কুরআন বিরোধী নয়?

ইমাম সানআনী রঃ তাঁর তাত্হীরুল ইতিকাদ আল আদরানিশ শিরক ওয়াল ইলহাদ নামক পুস্তিকায় বলেন, সমস্ত ফিকাহ্র কিতাবে ফকিহ্গণ মুরতাদ হওয়ার সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ কথা বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কুফরী কথা বলবে, কথা তার উদ্দেশ্য না হলেও সে কাফের বলে গণ্য হবে।[৭৩] কিন্তু এখানেও আহলুল হাদীসগণ একেবারেই চুপ। মজার ব্যাপার হল আহলুল হাদীসগণ

---

[70] সুরাহ আল বাকারা ২/২২১।

[71] দৈনিক আমার দেশ, ঐ।

[72] দৈনিক নয়াদিগন্ত ৩ এপ্রিল।

[73] মিরাজুল আম্বিয়া নবীদের উত্তরাধিকার, সংকলন ও রচনা, আবু উমর পৃঃ ৮৯।

ধর্মনিরপেক্ষ বাদী দল আওয়ামীলীগ এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ভাষানীকে নাস্তিকবাদী মনে করে।[৭৪] মাওলানা ভাষানী নাস্তিকবাদী হলে, আওয়ামী মনা আহলুল হাদীসরা কি? আহলুল হাদিস ভাইয়েরা বলবেন কি? আহলুল হাদিস ভাইয়েরা রাসূল সাঃ আর একটি হাদিস পেশ করে থাকেন। সাহাবী হুযায়ফা রাঃ জিজ্ঞাসা করায় রাসুল সাঃ বলেন,

" تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ " فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ " فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

তোমরা মুসলিম জামাআত ও তার ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সে সময় যদি কোন জামাআত ও ইমাম না থাকে? উত্তরে তিনি বলেন, তবে সমস্ত ভ্রান্ত দল থেকে মুক্ত থাকবে যদিও তোমাকে গাছের শিকড় খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়।[৭৫] হাদীসে উল্লেখিত বিষয়ে কোনো জামাআত বা ইমাম না থাকলে তবেই গাছের মূলে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাহলে বর্তমানে কি আহলুল হাদীসদের কোনো জামা'আত বা ইমাম নেই? যদি নাই থাকে তাহলে জমঈয়তে আহলুল হাদিস বাংলাদেশের আমীর ড. ইলিয়াস কোন জামাআতের ইমাম? আহলে হাদিস আন্দোলনের আমীর ড. গালিব কোন জামা'আতের ইমাম? তাবলীগে আহলুল হাদিস বাংলাদেশে এর আমীর অধ্যক্ষ সাইফুল ইসলাম কোন জামা'আতের ইমাম? জামা'আতুল মুসলিমীনের আমীর মোঃ মুসলিম উদ্দিন কোন জামাআতের ইমাম? আহলে হাদিস তাবলিগে ইসলামের আমির মুফতি আব্দুর রউফ কোন জামা'আতের ইমাম? ইমাম নেই কোথায়? জামা'আত নেই কোথায়?

উল্লেখ্য যে আহলুল হাদীসের জামা'আত বা ইমাম একাধিক যদিও ইসলাম একাধিক জামা'আত ও ইমাম সমর্থন করে না। তবুও আহলুল হাদীসের মধ্যে বহু জামাআত, বহু ইমামের উপস্থিতি। যা ইসলামে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[৭৬] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় করুন।[৭৭] দলে দলে বিভক্ত হওয়া ফেরাউনের কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ

ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দূর্বল করে দিয়েছিল।[৭৮] দলে দলে বিভক্ত হওয়া মুশরেকদের কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

---

74 জামাআতে আহলুল হাদিসবনাম অন্য জামায়াত পৃঃ ৩৫ আবুল কাশেম মুর্শিদাবাদী, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

75 সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, ইমারাহ, হা/৪৬৭৮।

76 সুরাহ ইমরান ৩/১০৩।

77 সুরাহ মুমিনুন ২৩/ ৫২।

78 সুরাহ কাসাস ২৮/৪।

তোমরা মুশরিক হবেনা। যারা তাদের দ্বীনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিয়েছে এবং নিজেরাও দলে দলে বিভক্ত হয়েছে।[৭৯] আর তাই যারা দলে দলে বিভক্ত, আল কুরআন তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

যারা নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে নিসন্দেহে তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।[৮০] ফলে আহলুল হাদীসরা অন্যকে ইছলাহ করবে কি করে?

আগে নিজেদের ইছলাহ হওয়া দরকার। আলাহ্ তায়ালা বলেন- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য কর-যদি ঈমানদার হয়ে থাক।[৮১] কাজেই উপরোক্ত হাদীসের যুক্তি এখানে অচল। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আহলুল হাদীসদের ৮০% লোক বিজাতীয় মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত। সে জন্যই বিজাতীয় মতবাদী লোকেরা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ করলে তাদের ঈমানে কিঞ্চিত আঁচড় লাগে না। যারা কবরে ফুল দেয়, শহীদ মিনারে ভক্তি শ্রদ্ধা জানায়, মূর্তি ভাস্কর্য তৈরি করে। মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দেয়, শিখা চিরন্তন এর নামে অগ্নিপূজা করে। মাজার পূঁজা, পীর পূঁজা করে, মৃতব্যক্তির জন্য এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে। তামাক ও গাঁজার সাথে ধর্মকে তুলনা করে।

তাদেরকেই আহলুল হাদিস সম্প্রাদায় নীরবে সর্মথন করে যাচ্ছে। মাদানী সাহেব নিজেও তা সর্মথন করে। তা নাহলে ধর্মনিরপেক্ষ বাদী আওয়ামীলীগ দলের এম, পি, রুহুল হক মাদানীর কথা মতিউর রহমান মাদানী সাহেব কি করে বলতে পারে? দিক দিয়ে আহলুল হাদিস জামাআতের সাথে প্রচলিত তাবলীগে জামাআতের হুবহু মিল রয়েছে। আহলুল হাদীসগণ বাতিল মতবাদের সাথে আপস করে চলে। তার প্রমাণ বহন করে নাস্তিক হুমায়ুন আজাদ এর বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে জামায়াত নেতা সাঈদীকে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে একাধিক বার। পাঠক, এ হুমায়ুন আজাদ কে? হুমায়ুন আজাদ হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বুদ্ধিজীবি বামপন্থীদের দৃষ্টিতে প্রতিবাদী ও প্রগতিশীল লেখক।

হুমায়ুনের অন্যান্য গ্রন্থ বাদে শুধু পাক সার জমিন সাদ বাদ গ্রন্থের কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো– তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন- আমি (হুমায়ুন আজাদ) বলেছিলাম হাত দিয়ে দ্যাখো তোমাদের দুই রানের মাঝেখানে কী আছে? কী ঝুলছে ..... ওরা বলে হুজুর আমাদের ..... ওইটা চালাতে হবে মালাউন মেয়েগুলোর পেটে মুমিন মুসলমান ঢুকিয়ে দিতে হবে, জিহাদের এটাই নিয়ম..... ওরা আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল- আলাহু আকবার নারায়ে তাকবীর। আমি মালাউন পছন্দ করি মহান আল্লাহ তাআলাই আমাকে এই অপূর্ব রুচিটি দিয়েছেন, আলহামদু লিলাহ। জিহাদীদের একটি মহান গুণ হচ্ছে তারা মালাউন মেয়ে পছন্দ করে..... ওদের স্তন থেকে, বগলের পশম থেকে উরু থেকে। মেয়ে লোকগুলো শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত তুলে --------- আমি

---

79 সুরাহ আর রুম ৩০/৩১-৩২।

80 সুরাহ আনয়াম ৬/১৫৯।

81 সুরাহ আনফাল ৮/১।

অদ্ভুত একটা গন্ধ পেতাম। ওর ঠোঁট আর বুক দুটি আমার ভালভাবেই চেনা এগুলো আমি খেয়েছি, সিদ্ধ ডিমের ভর্তা বানিয়েছি, ভর্তা আমি ভালই বানাতে পারি, দাঁত দিয়ে কেটেছি.....। স্তনে দাঁতের ---- আমার চুনির থেকেও সুন্দর লাগে..... ইত্যাদি।[৮২] পাঠক, হুমায়ুন আজাদের এ কুরুচিপূর্ণ অশ্রাব্য ভাষা কোন পতিতালয়ের কর্মী শুনলেও লজ্জা পাবে। কিন্তু কোন তাওহীদবাদী মুসলিম এমন নোংরা ভাষা শুনার পর বসে থাকতে পারে? এই যৌন কামুক নাস্তিক এর বিরুদ্ধে কে-না প্রতিবাদ করবে?

যে প্রতিবাদ করবে না তার ইমানই বা কতটুকু? কিন্তু এখানে আহলুল হাদিসও তাবলীগে জামাআতের লোকেরা কোন প্রতিবাদ করেছে বলে মনে হয় না। মজার ব্যাপার হলো আহলুল হাদিস আলেমদেরকে কোন নাস্তিকের বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য রিমান্ডে নেওয়া হয় নাই। তবে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল জঙ্গিবাদের কারণে, নির্বিচারে বোমা মেরে মানুষ হত্যার কারণে। এ হলো আহলুল হাদিস আলেম ও জামাআত ইসলামীর আলেমদের মধ্যে পাথর্ক্য।

পাঠক নাস্তিক হুমায়ুন আজাদ হত্যা চেষ্টার নামে আল্লামা সাঈদীকে রিমান্ডে নেওয়া হচ্ছে, সংবিধান থেকে আল্লাহর উপর আস্থা তুলে দেওয়া হচ্ছে, কুরআনের উত্তরাধিকার আইন বোন ভাইয়ের অর্ধেক পাবে, নারী নীতির নামে তা বাতিল করা হচ্ছে। সংবিধান থেকে "বিস্‌ল্লাহ্" তুলে দিয়ে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানদের নারায়ে তাকবীরকে বর্জন করে শতকরা ১০ ভাগ অমুসলিমদের (হিন্দু) ১৯০৫ সালে দেওয়া "জয়বাংলা" ঠিকই বলা হচ্ছে।

এবার শুনা জাচ্ছে, জয় বাংলার পরিবর্তে ইনকিলাব জিন্দাবাদ ও আল্লাহ হাফেজের পরিবর্তে খোদা[৮৩] হাফেজ বলতে

---

82 পাক সার জমিন সাদ বাদ, পৃঃ ২০-৫১, হুমায়ুন আজাদ।

83 আল্লাহ শব্দের প্রতিশব্দ বা বিকল্প নাম পৃথিবীর কোন ভাষাতেই নেই। যেমন বাংলায় আল্লাহর ভাবার্থে ঈশ্বর ও ভগবান প্রভৃতি শব্দ বলা হয়। ভগ+বান=ভগবান। 'ভগ' অর্থ লিঙ্গ (ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভগবানের এই ছয় গুণ) আর 'বান' অর্থ বন্যা, পানি বা বীর্য। ভগবান মানে, ব্রহ্ম, দেবতা, নিরাকার, ঠাকুর ইত্যাদি। উক্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ভগবতী আবার ঈশ্বর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ঈশ্বরী। ইংরেজি ভাষায় G0d শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ G0des আছে। আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তাই এ শব্দগুলো ব্যাবহার চলবেনা। এ শব্দগুলো আল্লাহর সম নাম হতেই পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ তাঁর কোন সঙ্গিনীই নেই।[৮৩] এ জন্য বাংলা ভাষাতে আল্লাহর বিকল্প কোন শব্দ না লিখে আল্লাহ শব্দটিই লেখা উচিত। ভারত উপমহাদেশের মুসলীমরা আল্লাহর নামের পরিবর্তে বিকল্প ফার্সী শব্দ 'খোদা' নামে আল্লাহকে মম্বোধন করে থাকে। এমনকি রেডিও টেলিভিশনেও আল্লাহর পরিবর্তে খোদা শব্দ ব্যাবহার করা হচ্ছে। অথচ পারস্য থেকে আমদানীকৃত ফার্সী (পাহলভী) ভাষায় 'খোদা' শব্দটির ভিতরে রয়েছে শিরকের ছুয়া। খোদ+আ=খোদা। 'খোদ' অর্থঃ স্বয়ং 'আ' অর্থ এসেছে। এ শব্দটি সর্বেশ্বরবাদ বা সর্ব আল্লাহবাদের দিকে আহ্বান জানায়। খোদা শব্দের সাথে সর্বত্র আল্লাহ বিরাজমান আক্বীদাহ ও হিন্দু আক্বীদাহ সর্ব জায়গায় ইশ্বর বিরাজমান এর অভূতপূর্ণ মিল রয়েছে। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর সত্ত্বা নিয়ে সৃষ্টির মাঝে আসা যাওয়া করবে এ ধারণা সুস্পষ্ট শিরক। যা হুসাইন মুহাম্মদ মুনসুর হাল্লাজ ও তাঁর ভাবশিষ্য মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী, ফার্সী কবী মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির অহাদাতে উজুদ ও হামাউস্ত মতবাদ থেকে আমদানী করা হয়েছে। যা হুলুল ও ইত্তিহাদ মতবাদের পরবর্তি রুপ। খোদা নামটি কুরআন সুন্নাহ বহির্ভূত একটি শিরকি নাম। এ নামে আল্লাহকে আহ্বান করা বা ডাকা মানেই হল কুরআন সুন্নাহ বর্ণিত আল্লাহর নাম গুলিকে অস্বিকার করার সামীল। অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁকে ডাকার জন্য তাঁর

হবে। হঠাৎ এ পরিবর্তন কেন? এটাই কি ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদের সংজ্ঞা? সংবিধান থেকে আল্লাহর উপর আস্থা তুলে দিলে দেশের ৯০ ভাগ মুসলমানের ঈমান ঠিক থাকবে তো? গত তত্তাবধায়ক ফখরুদ্দিন-মঈন সরকার কি তুল কালামী না ঘটিয়ে ছিল? জে. এম. বি. দুনীতিবাজ, চাঁদাবাজ, মাস্তান, ঘুষখোর অবৈধ সম্পদ দখল ও ভূমি দস্যু ইত্যাদি থেকে জনগণকে রক্ষার নামে কি চমকইনা দেখালেন? আর অন্য দিকে যুব সমাজের চরিত্র নষ্ট হচ্ছে, অস্লীল সিনেমা, নগ্ন সিনেমার পোস্টার, সিডি. ভিসিডি, দেহ ব্যবসা যৌন বিষয়ক ম্যাগাজিন, যৌনকামুক নাস্তিক হুমায়ুন আজাদ ও যৌন কামিনি তাসলিমা নাসরিনদের ইসলাম বিদ্বেষী পুস্তিকাদী বন্ধে কোন চমক দেখালেন না। বরং সুপ্রিয় চক্রবর্তী হিন্দু স্বামীর স্ত্রী সুলতানা কামালকে উপদেষ্টা পদে নিয়োগ এবং কুরআন মাজিদে বর্ণিত ইসলামের শ্বাশত উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের দুঃসাহসও দেখিয়ে ছিল ঐ সরকার। দু'চার খানা ত্রাণের শাড়ী চুরি দু'চারটা ফাইল ত্রাণের টিন চুরির মামলা দিয়ে, এ বাহাদুর সরকার অনেককে শাস্তি পর্যন্ত দিয়েছে। কিন্তু ২৮ সে অক্টোবর লগি বৈঠার দল দিবালোকে নিষ্ঠুরভাবে মানুষ হত্যার কোন বিচার ঐ সরকার করে নি। এখন পর্যন্তও (২০১৭ সাল) তার বিচার হয়নি।

ঐ সরকারের আমলে মহানবী সাঃ কে কটাক্ষ করে কার্টুনও প্রকাশ হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার কি করছে তাতো দেখাই যাচ্ছে। ফারুক হত্যার বিচার শুরু হলেও লগি বৈঠা দিয়ে যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের বিচার কামনা করি।

কাজেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে সবিনয় অনুরোধ করছি, মানুষকে দরদ করতে শিখুন, ন্যায় বিচার করুন। পর্দা করে আল্লাহ ভীরু হউন। কুরআন শাসিত দেশ গড়ুন। আলেমদেরকে মহব্বত করতে শিখুন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলছি, আপনিতো হাদিসপড়েন, হাদীসের কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে রাসূল সাঃ বলেছেন, "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً যে জাতির নেতা নারী সে জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত।[৮৪] তাই বর্ণিত হাদীসের উপর আপনারা উভয় নেত্রী আমল করে জাতিকে ধ্বংস হতে রক্ষা করুন। কি অন্যায় করেছিল সাঈদী সাহেব? তিনি তো কোন রাজাকার ছিলেন না। আল বদর ছিলেন না। তার প্রমাণ ১৯৯৭ ইং সনে সংসদে ভাষণে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, মাননীয় স্পীকার ৭১ এর কাদা সাঈদীর শরীরে লাগে নাই।

তখন তার চ্যালেঞ্জ আওয়ামীলীগ এর কেউ গ্রহণ করতে পারে নি। এটাই তার জলন্ত প্রমাণ। তিনি স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন না। তবে এ কথা সত্য বাঙালী জাতির উপর বিহারীদের যে অত্যাচার

নাম নিদৃষ্ট করে দিয়েছেন। জাহেলী যুগের আরবরা তাদের কিছু উপাস্যের নাম আল্লাহর পরিবর্তে লাত, আযিযের বদলে উয্যা, মান্নানের বদলে মানাত রেখেছিল। কিন্তু আজ মুসলীমরা আল্লাহর উত্তম ও সুন্দর নাম বর্জন করে মুশরেকদের অনুকরনে আল্লাহর নামের বিকৃতি করে, আল্লাহকে বিভিন্ন নামে ডাকছে। তারই একটি নাম হল খোদা।

[84] সহীহ বুখারী, অধ্যায়, ফিৎনা, হা/৭০৯৯, ইসঃ ফাউঃ হা/৬৬১৮।

ছিল তা তাতারী বর্বরতাকে হার মানিয়েছিল। তাই বাঙালী জাতির ন্যায্য অধিকার ছিল স্বাধীনতা। রাজনৈতিক ভাবে জামা'আতে ইসলামীর এটা বুঝা দরকার ছিল। যতটুকু জানা যায় তাঁরা মূলত পাকিস্থানের শাসকদের জুলম নির্যাতনের কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষেই ছিল। কিন্তু সেটা ভারতীয় বিজাতীয়দের সহযোগিতার মাধ্যমে নয়। কেননা তারা বিধর্মী তারা কখনও মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

ইহুদী ও মুশরিকদেরকে (পৌত্তলিক হিন্দু) আপনি ও মুসলমানদের প্রধান দুশমন রূপে দেখতে পাবেন।[৮৫] আহলুল হাদিসএর আলেমকূল শিরমণি আব্দুল্লাহ হিল কাফী আল কোরাইশী তাঁর রচিত গ্রন্থ "আহলুল হাদিস পরিচিতিতে" লিখেছেন- আহলে হাদিসগণ ধর্মীয় প্রেরণায় স্বাধীনতার মন্ত্রসাধক কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্য ভাত কাপড়ের সংস্থান বা চাকুরীর সুবিধা অর্জন নয়, স্বদেশ প্রীতি ও জন্মভূমির উদ্ধার সাধনের উদ্দেশ্যে নয়, পৃথিবীতে বলবান ও শক্তিমান হইয়া অপরাপর দল, সমাজ ও জাতির উপর শাসনদন্ড পরিচালনা করার মৎলবে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহ ভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম।[৮৬]

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

কুফরের আদেশকে পরাস্ত করে একমাত্র আল্লাহর আদেশকে বলবৎ করা।[৮৭] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।[৮৮] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্তনা ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮৯] কিতাব ও সুন্নতের বিরুদ্ধে যত প্রকার বিধান, মতবাদ, আইন, থিওরী, ফর্মুলা, প্রোগ্রাম, ইজম আছে সমস্তই অনাচার ও ফিৎনা।[৯০] তাছাড়া সফিউর রহমান মোবারক পুরীর বিশ্বের সেরা সিরাত গ্রন্থ "আর রাহিকুল মাখতুম"।[৯১] সাইয়েদ কুতুব শহীদ এর "মা'য়ালেম ফীত্ তরীক" এ অনুরুপ লিখেছেন। আল্লাহর কালেমা তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ছাড়া দেশ ও ভাষার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা জায়েয নেই। রাসুল সাঃ বলেছেন,

"مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"

---

85 সূরা মায়িদা ৫/৮২।

86 সুরাহ আল কাসাস ২৮/৮৩।

87 সুরাহ আত তওবাহ ৯/৪০।

88 সুরাহ আল হাজ্জ ২২/৪১।

89 সুরাহ আল বাকারা ২/১৯৩।

90 আহলুল হাদিস পরিচিতি, পৃঃ ৩৫-৩৬, আব্দুলাহ হিল কাফী আল কোরাইশী।

91 আর রাহিকুল মাখতুম, পৃঃ ৩০৩, সফিউর রহমান মোবারকপুরী।

যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে সে ব্যাক্তিই আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে।[৯২] রাসুল সাঃ আরও বলেছেন,

"مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ"

যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো অথচ কোন দিন জিহাদ করলো না বা জিহাদের কথা তার মনে কোন দিন উদিতও হলো না সে যেন মুনাফিকের মৃত্যু বরণ করলো।[৯৩] যারা দ্বীন ছাড়া যুদ্ধ করে তাদের সকলের পরিণাম কোজমানের মতই হবে। যদিও তারা ইসলামের পতাকা তলে থাকে। উল্লেখ্য যে কোযমান হলো জাহান্নামী। রাসুল সাঃ বলেন,

وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي

যে ব্যক্তি বংশের গৌরব রক্ষার্থে, বংশের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যক্তি স্বার্থে পতাকাতলে যুদ্ধ করল সে আমার উম্মতভূক্ত নয়।[৯৪] তাছাড়া জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা পাকিস্থানের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। শুধু মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ উপরোক্ত দলিলের ভিত্তিতে। উলেখ্য যে কবি শামসুর রহমান, তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকা কর্তৃপক্ষের বিশ্বস্ত চাকুরে ছিলেন এবং তিনি নিয়মিত উক্ত পত্রিকায় মুক্তিবাহিনীকে দুস্কৃতকারী বলে উল্লেখ করে পাকিস্তানের পক্ষে অনেক কিছুই লিখতেন।

শহীদ জননী হিসেবে পরিচিত প্রয়াত জাহানারা ইমাম এবং অধ্যাপক কবির চৌধুরী সেই সময় নিয়মিত রেডিও পাকিস্তানে কথিকা পাঠসহ নানা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৯৬ সনের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামীলীগ সরকারে যাকে ধর্মপ্রতিমন্ত্রী করা হয়েছিলো, সেই নুরুল ইসলাম সাহেবও ছিলেন রাজাকারের কমান্ডার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেয়াই ছিলেন ফরিদপুরের শান্তি কমিটির নেতা। আওয়ামীলীগ নেতা সাবের হোসেন চৌধুরীর পিতা ছিলেন রাজধানী ঢাকার শান্তি কমিটির নেতা।[৯৫] ১৯৭১ সালে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা জামায়াতে ইসলামীর হাতে ছিল না এবং ২৫ শে মার্চের পরে ভারত সরকার কেবল মাত্র আওয়ামীলীগের লোকদের সাথেই ভালো ব্যবহার করেছে।

এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামীলীগ নেতা মাওলানা ভাসানীর সাথেও ভালো ব্যবহার করেনি। তিনি চীনকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আনার জন্য চীন যেতে চাইলে তাকে ভারতে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। সুতরাং ভারত সরকার জামায়াতের মতো একটি ইসলামপন্থী দলের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এটা কল্পনাও করা যায়না। পরিস্থিতি যখন এই তাহলে জামায়াতের লোকদের পক্ষে দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় পাবার কল্পনাও তারা করেনি। বাস্তব অবস্থার কারণে এ দলটি যদি সে সময় নিরপেক্ষ থাকতো তবুও পাক সরকার তাদেরকে রেহাই দিতো না। একান্ত বাধ্য হয়ে জামায়াতে ইসলামীর যেসব লোকজন অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন, এটাই ছিল জামায়াতে ইসলামির ভুল। এ ভুল ক্ষমার যোগ্য। বিজ্ঞ রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদেরকে ক্ষমা করে ভুল করেন নি। তাই আমরাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আহব্বান করব পিতার

---

[92] সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, ইমারাত, হা/৪৮১৩, ইসঃ ফাউঃ হা/৪৭৬৬।

[93] সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, ইমারাত, হা/৪৮২৫, ইসঃ ফাউঃ হা/৪৭৭৮।

[94] সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, ইমারাহ, হা/৪৬৮২।

[95] একটি গোয়েবলসীয় মিথ্যাচার ও আলামা সাঈদী প্রসঙ্গ প্রেক্ষিতঃ মুক্তিযুদ্ধ-১৯৭১ পৃঃ ১২।

ক্ষমাকে অপমান না করে তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিন। ক্ষমা হল মহত্বের লক্ষণ।

তাছাড়া মাওলানা সাঈদী এ ভুল থেকে মুক্ত। উল্লেখ্য যে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে বিশেষ বলয়ের রাজনীতিবিদ, লেখক কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যরা দেশের ইসলামপন্থী বৃহৎ দল জামায়াতে ইসলামী ও এর নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীসহ নানা ধরনের অভিযোগ সভা-সমাবেশ, গল্প, কবিতা-সাহিত্যে এবং মিডিয়াতে নাটক, সিনেমা প্রচার করায় আজ নতুন প্রজন্ম জামায়াতে ইসলামী ও এর নেতৃবৃন্দে সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে কুধারণা করে আসছে। যার বহিঃপ্রকাশ হল শাহবাগ আন্দোলন।

শাহবাগ আন্দোলন ঃ

এ আন্দোলন মুলত রাম, বাম ও নাস্তিকবাদী আন্দোলন। ইসলাম বিরোধী আন্দোলন। এ আন্দোলনের প্রেতাত্মারা রাসুল সাঃ সাহাবায়ে কেরাম, কুরআন, নামাজ, রোজা ও হজ্বসহ ইসলামী বিধি-বিধান ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় ও বিষোদগার করেছে। তার কিছু নমুনা নিম্মে তুলে ধরা হলঃ **ইব্রাহিম খলিল (সবাক): ধর্ম নিয়ে লিখেছে,** শুয়োরের বাচ্চারা বানাইছে একখান বালের ধর্ম। **রাতুল নামে এক আন্দোলনকারী লিখেছে,** সাহস থাকলে একবার শাহাবাগ আয় রাজাকারের চুদারা, তোদের মুহাম্মদ সাঃ আর নিজামী বাপকে একে অন্যের পোদের ভেতর ঢুকাবো (নাউজুবিল্লাহ্) **আসিফ মহিউদ্দিন কুরআনকে কটাক্ষ করে লিখেছে,** আউজু বিলা- হিমিনাশ শাইতানির নাস্তিকানির নাজিম।[৯৬]

শাহবাগের আন্দোলনকারী রাজিব রাসুল সাঃ কে কটাক্ষ করে লিখেছে, বিবি খাদিজার পায়ের জুতার বাড়ি মোহাম্মদের পিঠে ক্ষত তৈরী করে। এই ক্ষত চিহ্নই পরবর্তীতে মোহাম্মদ তার বোকা অনুসারীদের নবুওতের মোহর হিসেবে প্রচার করে,[৯৭] (নাউজুবিলাহ্)।

এ রাজীব রাসুল সাঃ সাহাবায়ে কেরাম, কুরআন, নামাজ, রোজা ও হজ্বসহ ইসলামী বিধি-বিধান ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে অশ্লীল ও বিষোদগার পূর্ণ কল্পকাহিনী লিখে দেশের সর্বস্তরের মুসলমানদের ঘৃণা কুড়ালেও আওয়ামীলীগ নেতৃত্বের কাছে রাজীব শহীদী মর্যাদা পেয়েছেন।

নাস্তিক রাজীব খুন হওয়ার পর রাজিবের বাসায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন- শাহবাগ আন্দোলনের প্রথম শহীদ রাজিব। এ নাস্তিকের জানাজায় ছুটে গেছেন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও আওয়ামীলীগের প্রথম শ্রেণীর নেতারা। তাই দেশের সরকার প্রশাসন, গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিরোধ না করে উল্টো নাস্তিকদের দাবির পক্ষে উৎসাহ যুগাচ্ছে। পুলিশ নাস্তিকদেরকে রক্ষা করার জন্য ইসলামি দলের আলেমদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। নাস্তিকদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বাস মালিক সমিতিও ব্যবসা বা দোকান সমিতির লোকেরা একাত্বতা ঘোষণা করেছে। এ নাস্তিকদের সাথে একাত্বতা প্রকাশ করছে আওয়ামীমনা কতিপয় নাট্য শিল্পী ও চিত্র জগতের নায়ক নায়িকা, গায়ক গায়িকাগণ। নাস্তিকদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছে ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়রা। আর এগুলো প্রচার করছে

---

[96] দৈনিক আমার দেশ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

[97] দৈনিক আমার দেশ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

এক দল ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও বিকৃত চিন্তার অধিকারী কতিপয় সাংবাদিক, মিডিয়া।

যার মাধ্যমে নাস্তিকবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা বিশ্বে। সব মিলে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ, বাংলাদেশ আজ নাস্তিক দেশে পরিনত হতে যাচ্ছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, নাস্তিকদের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত দেওবন্দী সুফীরা গর্জে উঠলেও আহলে হাদীসের আলেমদের হৃদয়ে স্পন্দনও সৃষ্টি হয়নি। গত কয়েক মাস আগে আহলে হাদীসের আলেম মুজাফ্ফর বিন মুহসিন সিলেট জেলায় এক সভায় শাহবাগ আন্দোলন ও হেফাজতে ইসলাম সম্পর্কে বলেন- এটি একটি ভুয়া বিষয়, নাউজুবিল্লাহ।

এরাই নাকি বিশুদ্ধ তাওহীদ প্রচারের দাবীদার। শাহবাগ আন্দোলনে বামপন্থী ও নাস্তিকরা হিন্দুয়ানী কায়দায় নাচ গান, অগ্নী প্রজ্জলন সহ বিজাতীয় ধ্যান ধারণায় উজ্জীবিত হয়ে সে আন্দোলন থেকে মাওলানা সাঈদীর ফাঁসি দাবী করছে। আর শাহবাগী নাস্তিকদের দাবী পূরণের লক্ষ্যে জালেম সরকার মজলুম জননেতা আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ফাঁসির রায় ঘোষণা করেছে। যা জাতির জন্য কলঙ্কজনক।

মাওলানা সাঈদী সম্পর্কে যে যাই বলুক তিনি যদি শহীদ হন অথবা দুনিয়া থেকে চলে যান, মুসলিমদের নিকটে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব এর মতই। এই মজলুম নেতা মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ বন্ধু শায়খ মাদানীর। কিন্তু এ অভিযোগ গুলোর পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ বাদ ভাবি আহলুল হাদীসদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও আনেন নি।

অভিযোগ-৫ মাওলানা সাঈদী রাজতন্ত্রকে শয়তানের আবিষ্কার বলার কারণে শায়খ মাদানী বলেন, নবী দাউদ ও সুলাইমান আঃ রাজতন্ত্র করেছেন।

জবাবঃ মাওলানা সাঈদী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে শায়খ মাদানী দাউদ ও সুলাইমান আঃ এর উদাহারণ টেনে বলেন যে, রাজতন্ত্র যদি শয়তানের আবিষ্কার হত তাহলে দাউদ ও সুলাইমান আঃ কে কেন মূলক দেয়া হয়েছিল, অর্থাৎ মাদানীর দৃষ্টিতে রাজতন্ত্র নবীদের সুন্নত ইত্যাদি। অথচ আল্লাহ পাক বলেন, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন: আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি।[৯৮] আর মানুষকে পৃথিবীতে খলিফা করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ তিনি বললেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর।[৯৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।[১০০] উক্ত আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, দাউদ

---

98 সূরা আল বাকারাহ ২/৩০।

99 সুরাহ আল আরাফ ৭/১২৯।

100 সুরাহ আস সোয়াদ ৩৮/২৬।

আঃ কে আল্লাহ পাক খেলাফতের দায়িত্ব দিয়েই দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক বলেন

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

বলুন: হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।[১০১] কারণ এটা আল্লাহ তা'আলার মহিমান্বিত সর্বোচ্চ পরিষদ থেকে এসেছে। তাফসীরে মাযহারীতে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে, আমাকে শক্তিশালী করো কোন সাম্রাজ্যের উপর, যার উপর দ্বীন ইসলাম হয় স্থায়ী শক্তিশালী। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কুরআনের বিধান বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।[১০২] তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে, 'সুলতানাত' বা রাজত্বের কারণে আল্লাহ তাআলা এমন বহু মন্দ কার্য বন্ধ করে দেন যা শুধুমাত্র কুরআনের মাধ্যমে বন্ধ করা যেতো না। কেননা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।[১০৩] তাফসীরে ফী যিলালীল কুরআনে বলা হয়েছে, তোমার পক্ষ থেকে আমাকে একটি সাহায্যকারী রাষ্ট্রশক্তি দাও।[১০৪] তাফসীরে তাফীমুল কুরআনে বলা হয়েছে, তুমি নিজে কোন রাষ্ট্র ক্ষমতাকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। হাদিসে উল্লেখ আছে,

إِنَّ اللهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَالَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ

আল্লাহ রাষ্ট্রয়ি ক্ষমতা বলে এমনসব জিনিসের উচ্ছেদ ঘটান কুরআনের মাধ্যমে যে গুলোর উচ্ছেদ ঘটান না।[১০৫] আর মাদানী ভাই বলছেন তার উল্টো। মাদানী ভাইকে বলছি, সৌদীর বাদশা নিজের বাদশাহী ঠিক রাখার জন্য বাদশা পরিবারের সকল লোকদেরকে সর্বোচ্চ ভাতা প্রদান করেন, যাতে কেউ বিদ্রোহ না করেন। দাউদ ও সুলাইমান আঃ এরূপ করেছিলেন কি? দাউদ ও সুলাইমান আঃ কি তাদের বাদশাহী ঠিক রাখার জন্য বাতিলের সাথে আপোস করেছিলেন? যেরূপ সৌদীর বাদশা আমেরিকার সাথে আপোস করে চলেছেন। আমেরিকার সৈন্যদেরকে ডেকে এনে তাদের জন্য মুসলিম মেয়েদেরকে ভোগের সামগ্রী বানানোর নজির দাউদ ও সুলাইমান আঃ করে ছিল কি? দাউদ ও সুলাইমান আঃ সত্যিই কি প্রচলিত রাজতন্ত্রের ধারক বাহক ছিলেন? যখন আফগান, ইরাক, ফিলিস্তিন, ভারত, বার্মাতে নীরিহ মুসলিমদেরকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারছে, তখন প্রচলিত রাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী সৌদীর বাদশা, আমেরিকা ও ভারতের সাথে দোস্তী পেতে তাদের সাথে নৃত্য করছে।

আমেরিকার বুশ ও সৌদীর বাদশার নৃত্য করার দৃশ্য।

মিসরে মুসলীম ব্রাদার হুড এর নেতা মুহাম্মদ মুরসী বৈধভাবে ক্ষমতা আসার পর তাকে হটিয়ে অবৈধভাবে আসা সেনাবাহিনী সরকার মিসরে ৫৫ হাজার মাসজিদে খুৎবা নিশিদ্ধ করে।[১০৬] আর

---

101 সুরাহ বনী ইসরাইল ১৭/৮০।

102 তাফসীরে মাযহারী, সূরাহ বনী ইসরাইল ১৭/৮০।

103 তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ বনী ইসরাইল ১৭/৮০।

104 তাফসীরে ফী যিলালীল কুরআন, সূরাহ বনী ইসরাইল ১৭/৮০।

105 তাফসীরে তাফীমুল কুরআন, সূরাহ বনী ইসরাইল ১৭/৮০।

106 দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ সেপ্টেবর ২০১৩।

সেই সরকারকে সৌদী আরব সমর্থন করে। আবার মুসলীম দেশ সিরিয়াতে হামলা চালানোর আহবান করে।[১০৭] আমরা জানি খারিজিদের নিকট মুসলিমেদের তুলনায় অমুসলীমরা অধিক নিরাপত্তা লাভ করতো। আর তাই সৌদী আরব ও আহলুল হাদিসদের কাছে মুসলীমরা নিরপত্তা পাচ্ছে না, নিরাপত্তা পাচ্ছে অমুসলীমরা। এ হল রাজতন্ত্রের দজাধারী সৌদী বাদশার অবস্থা। যদি ধরেই নেই যে, দাউদ আঃ রাজতন্ত্র করেছে, তাহলে কি এখন দাউদ ও সুলাইমান আঃ এর শরিয়ত উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য প্রযোজ্য? দাউদ ও সুলাইমান আঃ এর রাজতন্ত্র উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য যথেষ্ট ছিল কি? যথেষ্ট হলে রাসুল সাঃ রাজতন্ত্রের পরিবর্তে খিলাফত এর কথা বলে গেলেন কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর শায়খ মাদানী দিবেন কি? সৌদীর বাদশা ইবনে সৌদের স্ত্রী ছিল ২২ (বাইশ) জন।[১০৮] ইসলামে ৪ (চার) এর অধিক বিবাহ হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাথভাবে পুরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত।[১০৯] কিন্ত এসব ব্যাপারে মাদানীদের কোন মাথা ব্যথা নেই।

পাঠক, মাওলানা সাঈদী সাহেব অমুসলিম দেরকে ভাই বলেছেন, এতে তাঁর দোষ হয়েছে। মাদানী সাহেবকে বলব, ডাঃ জাকির নায়েক এর মত বিখ্যাত ব্যক্তি অমুসলিম দেরকে ভাই বলে সম্বোধন করেন, সাহস থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনুন। মাদানী সাহেব বলেছেন, সাঈদী সাহেব খোমেনিকে ইমাম বলেছেন, অথচ সে একজন শিয়া। মাদানীর দৃষ্টিতে খোমেনি হল মুশরিক। আমরাও তাই বিশ্বাস করি। কিন্ত মাদানী সাহেব আবু হানিফাকে 'রহমাতুল্লাহ আলাই' বলেছেন, অথচ আহলুল হাদিসআলেমরা আবু হানিফাকে শিয়া ও জহমিয়া বলেছেন, কাফেরও বলেছেন। জহমিয়াদের বিশ্বাস কুরআন মাখলুক (সৃষ্টি) কুরআন চিরন্তন নয়। ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল রহ: বলেন, যারা বলে কুরআন সৃষ্টি মুহাদ্দিসগণের নিকট তারা কাফের। মুহাদ্দিস সায়ীদ ইবনে সালেম বলেন

قُلْتُ لِاَبِيْ يُوْسُفَ كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ الْجَهْمَ فَقُلْ نَعَمْ

আমি আবু হানিফার ছাত্র আবু ইউসুফকে জিজ্ঞাসা করলাম আবু হানিফা কি জহমিদের কথা বিশ্বাস করতেন? আবু ইউসুফ জবাব দিলেন হ্যাঁ। আবু ইউসুফ আরো বলেন,

اَوَّلُ مَنْ قَالَ اَلْقُرْاٰنَ مَخْلُوْقٌ اَبُوْ حَنِيْفَةَ

কুরআন নশ্বর ও অস্থায়ী সৃষ্টি এ কথাটি আমাদের নিকট আবু হানিফাই সর্ব প্রথম বলেন।[১১০] ইমাম আবু হানিফার ছাত্র আবু ইউসুফ আরো বলেন, فَقَالَ وَمَا تَضُرُّهُ جَهْمِيًا আবু হানিফা জহমিয়া হয়ে অর্থাৎ সে বেইমান হয়ে মারা গেছে। উল্লেখ্য যে উপরোক্ত বর্ননা গুলের মধ্যে কোন মিথ্যাবাদী অথবা স্মৃতি দুর্বল এমন কোন

---

[107] দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ সেপ্টেবর ২০১৩।

[108] দৈনিক ইনকিলাব, ৪ জানুয়ারী, ২০১৫, পৃঃ ৬।

[109] সুরাহ আন নিসা ৪/৩।

[110] ইমাম আবু হানিফা রঃ বনাম আবু হানিফা পৃ: ৪-৫ মুফতি আব্দুর রউফ, আমির আহলে হাদিস তাবলিগে ইসলাম, বরাতে কিতাবুস সুন্নাহ, ১ম খন্ড, পৃ:১০২-১৮৩।

ব্যাক্তি নাই। প্রত্যেক বর্ননার সনদ সহীহ।[১১১] তাহলে মাদানী সাহেব আবু হানিফাকে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাই বলছেন কেন? জবাব দিবেন কি? এখন আমরা আহলে হাদিস আলেমদের বক্তব্যর নমুনা একটু যাচাই করি। ইসলামী বিশ্বাস হলো: আল্লাহর আকার আছে। وَجْهَهُ শব্দের অর্থ মুখমন্ডল, চেহেরা, আকৃতি, দিক, সম্মুখভাগ, উপরিভাগ, বর্হিভাগ, সূচনা ইত্যাদি।[১১২] আল্লাহর মুখ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্ত্বা ছাড়া।[১১৩] রাসুল সাঃ বলেন,

فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ.

হঠাৎ দেখি আমার 'রব' আমার সামনে সর্বোত্তম আকৃতিতে।

فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ

আমি দেখলাম তিনি (আল্লাহ) নিজ হাতের তালু আমার ঘাড়ের ওপর রাখলেন, এমনকি আমি তাঁর আঙ্গুলের শীতলতা আমার বুকের মধ্যে অনুভব করেছি।[114] ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সাঃ আল্লাহকে رَآهُ بِقَلْبِهِ অন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন।[115] রাসুল সাঃ বলেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাদের কাছে এসে বলবেন, আমি তোমাদের 'রব'। তখন তারা বলবে, যতক্ষণ আমাদের 'রব' আমাদের কাছে না আসবেন, ততক্ষণ আমরা এ স্থানেই অবস্থান করব। আমাদের 'রব' যখন আসবেন, তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারব।

فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا

তারপর আল্লাহ এমন এক আকৃতিতে তাদের কাছে আসবেন। যে সুরতে তারা তাঁকে চিনবে। তখন তিনি বলবেন, তোমাদের রব আমিই। তারাও বলে উঠবে হাঁ, আপনিই আমাদের 'রব'।[116] আল্লাহ্‌র হাত সম্পর্কে আল কুরআনের বাণী-

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ

আল্লহ্ বললেন, হে ইবলীস, আমি নিজ দুই হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচচ মর্যাদা সম্পন্ন?[১১৭] আল্লাহ তাঁর চোখ সম্পর্কে বলেন,

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন।[১১৮] রাসুল সাঃ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে গোপন থাকবেন না।

إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

---

111 সুত্র ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খন্ড, বরাতে ইমাম আবু হানিফা বনাম আবু হানিফা, মুফতি আব্দুর রউফ।

112 আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, আল মু'জামুল ওয়াফী, পৃঃ ১১২০, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, যা না জানলে মুসলিম থাকা যায় না, পৃঃ ৯৭, জাহাঙ্গির হোসাইন।

113 সূরাহ্ আর রাহমান ৫৫/২৭

114 হাদিসে কুদসি, অনুচ্ছেদ, উর্ধ্বজগতে ফেরেশতাদের তর্ক, হা/১৩৬।

115 সহীহ মুসলীম, অধ্যায় কিতাবুল ঈমান, হা/৩২৫, ইসঃ ফাউঃ, হা/৩৩৩।

116 সহীহুল বুখারী, হা/৭৪৩৭, অধ্যায় তাওহীদ, সহীহ মুসলীম, হা/১৮৩, মুসনাদে আহমদ, হা/১১১২৭, আ, প্র, হা/ ৬৯২০, ইসঃ ফাউঃ, হা/৬৯৩১।

117 সুরাহ ছোয়াদ ৩৮/৭৫।

118 সুরাহ আত্ তুর ৫২/৪৮।

অবশ্যই আল্লাহ অন্ধ নন। এর সাথে সাতে নবী সাঃ তাঁর হাত দিয়ে স্বীয় চোখের দিকে ইশারা করলেন।[১১৯] আল্লাহর আকারের ব্যাপারে যেভাবে কুরআন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার বেশী নয়। আল্লাহর আকার জনিত আয়াত ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করা যাবে না এবং ঐ আকার নিয়ে কোন রকম মনগড়া কল্পনা করা যাবে না। যেমন আল্লাহর বাণী- وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "আল্লাহ শুনেন এবং সব কিছু জানেন।[১২০] এখানে আল্লাহর শ্রবণের কথা বলা হয়েছে, কানের কথা বলা হয় নাই। তাই কল্পনা করে আল্লাহর কান আছে একথা বলা যাবে না এবং এ আয়াতের কোনরূপ বিকৃতিও করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান আছে, আল্লাহ বলেন, وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।[১২১] তাই কল্পনা করে বলা যাবে না যে, আল্লাহর মাথা আছে। কারণ জ্ঞান থাকতে হলে মাথা থাকতে হয়। আল্লাহর হাসি আছে।[১২২] তাই কল্পনা করে একথা বলা যাবে না যে, আল্লাহর ঠোঁট আছে। কেননা হাসতে হলে ঠুটের প্রয়োজন। এরূপ কল্পনা বা অর্থ করা কুফরি। এ আকার কোন সৃষ্টির মত নয়। কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যাবে না। তাঁর আকার আছে, তিনি অজানা আকার। তার আকার তার মতই। তিনি কারো মত নন, তার মত কিছুই নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ কোন কিছুই তাঁর অনুরুপ নয়।[123] আল্লাহর সত্ত্বার মত কোন সত্ত্বা নেই এবং আল্লাহর গুণাবলীর মত কোন গুণাবলীও নেই। তাই আল্লাহর সত্ত্বা ও গুণাবলীর সাথে কোন সৃষ্টির সাদৃশ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ অতএব, আল্লাহ্‌র কোন সাদৃশ সাব্যস্ত করো না।[124] তাঁর সত্ত্বা ও গুণাবলীকে আমরা জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব করতে পারব না, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا তারা তাঁকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব করতে পারে না।[125] সুতরাং তাঁর কান আছে, নেই, কোনটাই বলা যাবে না। সুধু তাই বলা যাবে যা আল্লাহ বলেছেন। আল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সব কিছু শুনেন, আমরাও বলবো আল্লাহ শুনেন। তার ধরন আমরা বর্ণনা করব না। কিন্তু আহলুল হাদীসদের সুযোগ্য আলেম আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ বলেছেন, আল্লাহর কান আছে।[১২৬] মুফতি আব্দুর রউফ রঃ বলেছেন, আল্লাহর কান আছে।[১২৭] মুফতি আব্দুর রহিম বাগেরহাটি, আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল মাদানী সহ অনেক আলেম প্রচার করে বেড়ান যে, আল্লাহর কান আছে। পক্ষান্তরে আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস্‌সালাম মাদানী ও মতিউর রহমান মাদানী 'আল্লাহর কান আছে' বলাটা কুফরী মনে করেন। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ ও মুফতি আব্দুর রউফ এর মত বিখ্যাত আলেমদের যদি এত বড় ভুল হতে পারে, তাহলে মাওলানা সাঈদীর ভুল হওয়াতে আর্শ্চয হওয়ার কি আছে? বন্ধু শায়খ মাদানী সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

---

119 সহীহুল বুখারী, হা/৭৪০৭, অধ্যায় তাওহীদ, আ, প্র, হা/৬৮৯১, ইসঃ ফাউঃ, হা/৬৯০৩, মারফু ও মুতাওয়াতির হাদিস।

120 সূরাহ্ আল ইমরান ৩/১২১।

121 সূরাহ্ আল বাকারা ২/১৩৭।

122 মিশকাত, আরবী, হা/৩৩০।

123 সূরাহ্ আশ্ শূরা- ৪২/১১।

124 সূরাহ্ আন্ নহল ১৬/৭৪।

125 সূরাহ্ ত্বো-হা ২০/১১০।

126 কে বড় লাভবান, পৃঃ ১৩, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ।

127 আল্লাহ কি নিরাকার? ও সর্বত্র বিরাজমা? মুফতি আব্দুর রউফ।

এনেছেন, সাঈদী সাহেব কতক্ষণ 'লা ইলাহা' অর্থঃ ইলাহ নাই বা আলাহ নাই, কতক্ষণ 'ইলাল্লাহু' অর্থঃ আলাহ ছাড়া বা আলাহ নাই, যিকির করে। যা সম্পুর্ণ হারাম। বন্ধু শায়খ মাদানী ভাইকে বলবো- মাওলানা সাঈদীর এ ভুলটি তাঁর অজান্তে হচ্ছে- তার প্রমাণ সাঈদী তার বক্তব্যে বলেন- ***আমার মনে দারুন প্রশ্ন, খুঁজে পাই নাই, আমার কালেমাকে খন্ডিত করে যিকির করার পারমিশন কোন হাদীসে দিয়েছে? কে দিয়েছে এই পারমিশন? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এটা পূর্ণ কালেমা কতক্ষণ লা ইলাহা আর কতক্ষণ ইলাল্লাহু এর অর্থ কি? আলাহ ছাড়া, আলাহ ছাড়া, আল্লাহ ছাড়া কি? কোনো মুসলমানের এমন যিকির করা উচিৎ না।***[১২৮] উপরোক্ত বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হল সাঈদী সাহেবের ভূলটি ছিল তাঁর অজানা। কিন্তু পূর্ণ কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" একটি বাক্যকে বৃদ্ধি করে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এই দুইটি পৃথক বাক্যকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর সাথে অপর বাক্যকে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' একত্র করে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসলুল্লাহ" বলে যারা যিকির করছে, তাদের ব্যাপারে বন্ধু শায়খ মাদানী একেবারেই চুপ। আল্লামা সাঈদী বলেছেন, সৌদী আরবে কুরআনের আইন কিছুটা চালু আছে, এতে মাদানী সাহেব সাঈদী সাহেবের উপর ক্ষিপ্ত, কিন্ত মাদানী সাহেবের জাতি ভাই মুজাফ্ফর বিন মুহসিন যখন বলেন যে, সৌদী আরবে তুর্কী আইন চালু আছে, তখন মাদানী সাহেব একেবারেই চুপ।

অভিযোগ-৬ আল্লামা সাঈদী কোন এক বক্তব্যে বলেছেন, বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা জামাআতের ইতিহাসে নাই। মতিউর রহমান মাদানী তার জবাবে বলেন, কিন্তু বোমা মারা লোকদেরকে তৈরী করলো কারা? অর্থাৎ মাদানীর দৃষ্টিতে বোমা মারার কারখানা হল জামাআতে ইসলামী।

জবাবঃ মতিউর রহমান মাদানীর উপরোক্ত বক্তব্যে দেয়ার কারণে আমাদের দেশের বাম এবং 'রাম'রা খুশি হবেন। কারণ এ মিথ্যা অপবাদটি বাম এবং 'রাম'রাই জামাআতে ইসলামীর উপর চাপিয়েছে। অথচ আহলুল হাদিসের সুনাম ধন্য আলেম আব্দুল্লাহ বিন ফজল রঃ এর বড় ছেলে শায়খ আব্দুর রহমানই হল জঙ্গিবাদের মূল হুতা। যারা বোমা বাজের সাথে জরিত তাদের প্রায় সকলেই আহলুল হাদিসের লোক। তাহলে জামাআতে ইসলামী বোমা মারা লোক তৈরী করলো কি ভাবে?

অভিযোগ-৭ শায়খ মাদানী মাওলানা সাঈদীর বক্তৃতা উল্লেখ করে বলেন যে, সাঈদী সাহেব জাল হাদিস বলেছেন, যেমনঃ

১. বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র, হাদীসটি জাল।[১২৯]

২. জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও, হাদীসটি জাল।[১৩০]

জবাবঃ আমরা তার জবাবে বলব- এ জাল হাদিস শুধু মাওলানা সাঈদী সাহেব একা বলেন নাই। বিশ্বের সেরা সেরা মোহাদ্দিসগণ জাল হাদিস সর্ম্পকে সতর্ক থাকার পরও অজান্তে তাদের স্বরচিত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাইতো আমরা ঐসব বিদ্বানগণের কিতাবে জাল হাদিসের উপস্থিতি দেখতে পাই। যেমনঃ

১. হাফেজ ইবনে কাসির রঃ এর "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে নিম্নের জাল বর্ণনাটি পেশ করা হয়েছে। রাসুল সাঃ এর জন্ম

---

128 আল্লামা সাঈদীর বক্তৃতার ক্যাসেট থেকে।

129 আল- কারামী, আল কাওয়ীদুল মাওজুয়া পৃঃ ৮২।

130 প্রাগুক্ত পৃঃ- ২৪৬।

হওয়ার সাথে সাথে রাতে অসংখ্য মূর্তি উপুর হয়ে পড়ে। নূরের রৌশনীতে সিরিয়ার রাজ প্রাসাদ দেখা যায়।[১৩১] বর্ণনাটি যঈফ ও জাল।[১৩২]

২. হাফেজ ইবনে ইবনে কাসির রঃ তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ "সিরাতে ইবনে কাসিরে" ও আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে আয়মন রাঃ রাসুল সাঃ এর পেসাব পান করেছিলেন।[১৩৩] অথচ বর্ণনাটি জাল।[১৩৪] অথচ মল মুত্র যে নাপাক তা পান করা হারাম এতে কারো কোন মতবিরোধ নেই।

৩৯। রাসূল সাঃ একদা এক কাঠের বাটিতে পেশাব করে খাটের নিচে রেখে ছিলেন। উম্মে হাবীবা রাঃ ঐ পেশাব পান করেন। রাসূল সাঃ তাকে বলেন, উম্মে হাবীবা এ পেশার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়।[১৩৫] ৩. উম্মুল কুরআন বিশ্ববিদ্যালয় (মক্কা) শায়েখ বাশির বিন মোহাম্মদ এর রচিত গ্রন্থ "নামকরণে ইসলামী পদ্ধতি" ৩১ পৃষ্ঠায় জাল হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তোমরা তিনটি কারণে আরবী ভাষাকে ভালবাসো। যথা- ১. আমার ভাষা আরবী ২. কুরআনের ভাষা আরবী ৩. বেহেস্তের ভাষাও আরবী, হাদিসটি জাল।[১৩৬]

৪. মোহাদ্দিসদের মত হলোঃ বিশ রাকায়াত তারাবী নামাযের দলীল যঈফ ও জাল।[১৩৭] অথচ মক্কা মদীনায় বিশ রাকায়াত তারাবী নামায পড়া হয়। এ ব্যাপারে শায়খ মাদানীর কোন বক্তব্য নেই।

৫. কালেমা তাইয়্যেবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও কালেমায়ে রিসালাহ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" পৃথক দুটি বাক্যকে সংযোগ করে বিরতি ছাড়া "লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এক বাক্য বানিয়ে সারা বিশ্বে এমনকি সৌদী আরবে চালু রয়েছে তা জাল হাদিসের ভিত্তিতে। যেমনঃ বর্ণিত হয়েছে, আদম আঃ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন, সেখানে লেখা আছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুলাহ" ..., হাদীসটি মিথ্যা।[১৩৮] কিন্ত এ ব্যাপারে মতিউর রহমান মাদানীর কোন মাথা ব্যথা নেই।

৬. আহলুল হাদিসদের সুনামধন্য আলেম কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আইনুল বারী তার স্বরচিত গ্রন্থ "আয়নে তোহফা সালাতে, মোস্তফার ৪২ পৃষ্ঠায়" আমরা জাল হাদিস দেখতে পাই। বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাঃ তাঁর উসখো খুসকো দাড়িগুলো ছেঁটে রাখতেন, হাদিসটি জাল।[১৩৯] মতিউর রহমান মাদানী উপরোক্ত জাল হাদিস গুলোর কোন সমালোচনা করেন

---

131 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, অধ্যায়, রাসুল সাঃ এর জন্মের রাতে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৯১, ইসঃ ফাউঃ, হাফেজ ইবনে কাসির।

132 আররাহিকুল মাখতুম, পৃঃ ৮১, শফিউর রহমান মোবারকপুরী, অনুঃ আব্দুল খালেক রাহমানী। সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৮৫, মিশকাত হা/৫৭৫৯।

133 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫০৩, ইসঃ ফাউঃ, হাফেজ ইবনে কাসির।

134 সিরাতে ইবনে কাসির, টিকা, হাফেজ ইবনে কাসির।

135 সিলসিলা যাঈফা, ৩/২২৮, হা/১১৮২।

136 যঈফ ও জাল হাদিস সিরিজ, ১ম খঃ, পৃ ১৮৭, নাসির উদ্দিন আলবানী, অনুঃ আবু শিফা মুহাম্মদ আকমাল হোসাইন, সিলসিলাতুল আহাদীসিল যঈফা, ১ম খঃ, পৃঃ ২৯৩, হা/১৬০।

137 মিযানুল ইতিদাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৪৮, নাসবুর রা'য়াহ ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৪, উমদাতুল কারী, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৩০৭।

138 যঈফ ও মওযু হাদীসের সংকলন, পৃঃ ২২৪, অনু, আব্দুল আযিয ও আবু শিফা মুহাম্মদ আকমাল হোসাইন, যঈফ ও জাল হাদিস সিরিজ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৮১, নাসির উদ্দিন আলবানী।

139 সিলসিলা ১/৪৫৬ পৃঃ হা/২৮৮।

নাই। অথচ উপরোক্ত ব্যক্তিগণ বিশ্ববিখ্যাত এবং তারা জাল হাদিস গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম যওযী রঃ এর কাছাকাছির লোক ছিল। যেমনঃ ইবনে কাসির রঃ। এ সমস্ত বিদ্যানদের লিখাতে অজান্তে যদি জাল হাদিস আসতে পারে তাহলে আল্লামা সাঈদীর আলোচনায় তাঁর অজান্তে কিছু জাল হাদিস আসা অমূলক নয়।

অভিযোগ-৮ মাদানীর উক্তি আলামা সাঈদীকে আরব জাতির কেউ চিনে না ঃ

জবাবঃ চেনা-অচেনার বিষয়টি ইসলামে তেমন গুরুত্ব নেই। কেননা আল্লাহর অনেক বান্দা আছেন, যাদেরকে মানুষ চেনেন না, অথচ সে বান্দা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় বা চেনা। অনেক নবী আঃ দের নাম আমরা জানিনা, চিনি না। অথচ তাঁরা ছিল আল্লাহর নিকট অতিপ্রিয় ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

এছাড়া এমন রাসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন রাসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে জানাইনি।[১৪০] উয়াইস কারনী রঃ কে মানুষ চিনতেন না কিন্তু রাসুল সাঃ এর নিকট তিনি ছিলেন প্রিয় বা চেনা। রাসুল সাঃ বলেন, إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ অবশ্যই তাবিঈনগণের মধ্যে সেই ব্যাক্তি শ্রেষ্ট যে উয়াইস নামে পরিচিত।[141] শায়খ মাদানী বলেন যে, সাঈদীকে আরব জাতির কেউ চেনে না ইত্যাদি। অথচ বিগত অক্টোবর ২০০৮ সালে দুবাইয়ের ন্যাশনাল ঈদ গ্রাউন্ডে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল হলি কোরআন এ্যাওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক আয়োজিত আল্লামা সাঈদীর বিশাল মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মাহফিলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আরব আমিরাতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও দুবাইয়ের শাসক শায়খ মোহাম্মদ বিন রাশেদ আল মাকতুম। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে এটি ছিলো উল্লেখযোগ্য গণজমায়েত।

উপস্থিত অর্ধলক্ষাধিক দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিলো 'পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞানময় মুজিজা' দুবাই সরকার তাঁর দুই ঘন্টার উক্ত বক্তব্য সিডি, ভিসিডি করে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছে। ৮০ এবং ৯০ এর দশকে সৌদী বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজ আল্লামা সাঈদীকে রাজকীয় মেহমান হিসেবে দুইবার হজ্জ করিয়েছেন। ১৯৯১ সনে ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মক্কা শরীফে একটি মীমাংসা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের চারশত স্কলারদের সেই বৈঠকে দাওয়াত দেয়া হয়। সৌদী বাদশাহ উক্ত বৈঠকেও আল্লামা সাঈদীকে রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে উপস্থিত রেখেছিলেন। সে বছরই রাষ্ট্রীয় মেহমানদের জন্য পবিত্র কাবা ঘরের দরজা খুলে দেয়া হয়। সে সুবাধে আল্লামা সাঈদী পবিত্র কাবা ঘরে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল্লামা সাঈদীর সাথে ততকালিন জমিয়তে আহলে হাদিসের আমির ড. বারি রঃ নিজেও পবিত্র কাবা ঘরে প্রবেশ করেন। শায়খ মাদানী নিজেও স্বীকার করেছেন যে আব্দুল্লাহ বিন বায রঃ আল্লামা সাঈদীকে সম্মান করতেন। তাহলে আল্লামা সাঈদীকে চিনল না কিভাবে?

যে ভুলের সংশোধন চাই ঃ

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, মানুষ ভুলের উর্ধে নয়। মানুষ মাত্রই তার গবেষনণায় ভুল করতে পারে। পৃথিবীর কোন মানুষই এই

---

[140] সুরাহ আন নিসা ৪/১৬৪।

[141] সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, সাহাবীদের মর্যাদা, হা/৬৩৮৫, ইসঃ ফাউঃ হা/৬২৬০।

ভুল থেকে মুক্ত নয়, নবী-রাসুল ব্যতিত। গবেষণায় আল্লামা সাঈদীর যেমন ভুল হয়েছে তেমনি শায়খ মাদানীসহ আহলুল হাদিস আলেমদেরও ভুল হয়েছে। আমরা মনে করি এ ভুলগুলো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে করেন নাই বরং অনিচ্ছাকৃত ভাবেই করেছেন। তাই আমরা উপরের বর্ণনাকৃত আহলুল হাদিসআলেমদের ভুলগুলোর সংশোধন চাই। সংশোধন চাই আলামার সাঈদীর ভুল গুলোরও। আমরা উভয় পক্ষের কিছু ভুলের নমুনা তুলে ধরছি।

শায়খ মতিউর রহমান মাদানী ও আহলে হাদিস আলেমগণের যে ভুল নজরে পড়ে ঃ

১. শায়খ মতিউর রহমান মাদানী বলেছেন, ইহুদী ও খ্রীষ্টান স্থাপনায় (আফগানিস্থান, ফিলিস্থিনে) যারা আত্নঘাতি হামলা করছে, তারা আত্নহত্যাকারী, জাহান্নামী। যার উত্তর উপরে দেয়া হয়েছে। শায়খ মাদানীসহ আহলে হাদিস আলেমগণ বলেন, নবীরা গদি দখল করেন নাই, ফিরআউনের পতন হওয়ার পর গদি খালি ছিল কিন্তু মুসা আঃ সে গদি দখল করেন নাই। অথচ রাসুল সাঃ বলেছেন,

"كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন। যখনই একজন নবী মারা যেতেন তখন অন্য আরেকজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন।[১৪২] শায়খ মাদানীর মন্তব্য, ইসলামী ব্যাংক হয়েছে, কিছু দিন পর ইসলামী মদ, ইসলামী পতিতালয় হবে ইত্যাদি।

এমন কুরুচিপূর্ণ, বিকৃত-ধিকৃত বক্তব্য কোন ভদ্র আলেম করতে পারেন না। ইসলামী ব্যাংক নিয়ে আলেমদের মতভেদ থাকতে পারে। সে জন্য ইসলামী ব্যাংক শরীয়া বোর্ডে যোগাযোগ করে বক্তব্য বা লিখনীর মাধ্যমে তা সংশোধন করা যেতে পারে। আর তা না করে শায়খ মাদানী ইসলামী ব্যাংককে পতিতালয়ের সাথে তুলনা করলেন। এই যদি হয় শায়খ মাদানীর ইসলাম প্রচারের নমুনা তাহলে সত্যি তা বেদনার বিষয়। আলাহ্ তা'আলা বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়।[১৪৩] আল্লাহ বলেন, فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।[১৪৪]

২. আল্লাহর আকার জনিত আয়াত ও হাদীসের অর্থ ভুল করে বাড়াবাড়ি করা যে, আল্লাহর কান আছে।

৩. আহলে হাদীসদের মুহাদ্দীস আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ লিখেছেনঃ "একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোন অবস্থাতেই হত্যা করা জায়েয নয়।[১৪৫] অথচ রাসুল সাঃ এর নির্দেশে আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাঃ আবু রাফে'কে রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় হত্যা করে ছিলেন।[১৪৬] অন্য বর্ণনায়- রাসুল সাঃ এর

---

142 সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, কিতাবুল ইমারাত, হা/৪৬৬৭, ইসঃ ফাউঃ হা/৪৬২১। সহীহ বুখারী, অধ্যায়, নবী ও রাসুলগণ, হা/৩৪৫৫।

143 সুরাহ আন নহল ১৬/১২৫।

144 সুরাহ তোহা ২০/৪৪।

145 কে বড় লাভবান, পৃঃ ১৮৮, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ।

146 সহীহ বুখারি, অধ্যায়, জিহাদ, হা/৩০২২, ইসঃ ফাউঃ হা/২৮১০।

নির্দেশে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাঃ কা'ব ইবনে আশরাফকে তার নিজ বাড়িতে হত্যা করে ছিলেন।[১৪৭] আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ আরও লিখেছেনঃ মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম।[১৪৮] তার স্বপক্ষে তিনি হাদিস এনেছেন,

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْيُرَوِّعَ مُسْلِمٌ

তখন রাসুল সাঃ বললেন, কোন মুসলিম এর জন্য এটা জায়েয নয়। যে সে অন্য কোন মুসলিমকে ভীতি প্রদর্শন করবে।[১৪৯] উপরোক্ত হাদিসে রাসুল সাঃ মুসলিমদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। আল্লাহ পাক বলেন- إِنَّمَا لْمُؤْمِنُونَ اِخْوَة মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই।[১৫০] কিন্ত আব্দুর রাজ্জাক সাহেব হাদিসের ব্যাখ্যাকে বিকৃত করে বলেন যে, মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম। এটা সকলের বোধগম্য যে, মানুষ বলতে শুধু মুসলীম নয়, পৃথিবীর সকল কাফেরও মানুষ। তাহলে কি কোন কাফেরকে ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না? অথচ রাসূল সাঃ এর সময়ে কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হত। যেমন- আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে আব্বাস রাঃ বললেন, আর শিরচ্ছেদ হওয়ার মতো অবস্থা হওয়ার আগেই ইসলাম কবুল করো। একথা সাক্ষী দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর রাসূল। হযরত আব্বাস রাঃ এর এ কথা বলার পর আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করেন এবং সত্যের সাক্ষী হলেন।[১৫১] আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ সাহেব, বিজাতীয় সরকারের সাফাই গেয়েছেন। তিনি একটি হাদিস এনেছেন, আওফ ইবনে মালিক রাঃ হতে বর্ণিত, রাসুল সাঃ বলেছেন,

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ "لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ

বলা হল, হে আল্লাহর রাসুল সাঃ! আমরা কি তরবারির সাহায্যে তাদরে ক্ষমতাচ্যুত করব না? তিনি বললেন, 'না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে (সরকারী উদ্যোগে) স্বলাত কায়েম করে।[১৫২] উক্ত লেখক হাদিসে উল্লেখিত বিশেষ অংশ, مَا قَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ অর্থ করেছেনঃ 'না যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে ছালাত আদায় করবে' এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন বিজাতীয় শাসক যতদিন ছালাত আদায় করবে ততদিন তাকে অপসারণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না এখানেও স্পষ্টত আহলে হাদিসআন্দোলনের সুযোগ্য আলেম আব্দুর রায্যক বিন ইউসুফ হাদীসের অর্থ বিকৃতি বা গোপন করেছেন। مَا قَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ এর অর্থ হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম করে।

৩. ডঃ গালিব বলেছেন, ইসলামের এই অগ্রযাত্রা তার রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে হবে না, বরং এটা হবে তার তাওহীদী দাওয়াতের কারণে।[১৫৩]

৪. রাসলু সাঃ বাতিলদের জন্য রাজপথ ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকেন নাই। কিন্তু আহলে হাদিস আলেমগণ বাতিলদের জন্য

---

147 সহীহ বুখারি, অধ্যায়, জিহাদ, হা/৩০৩২, ইসঃ ফাউঃ হা/২৮১৭।

148 কে বড় লাভবান, পৃঃ ১৮৩, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ।

149 আবু দাউদ, অধ্যায়, কিতাবুল আদব, হা/৫০০৬।

150 সুরাহ আল হুজরাত ৪৯/১০।

151 আর রাহীকুল মাখতুম, ৪১৬-৪১৭ পৃঃ।

152 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, ইমারাহ, হা/৪৬৯৮, ইসঃ ফাউঃ হা/৪৬৫১।

153 ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, পৃঃ ৩২, ড. গালিব।

রাজপথ উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমরা এ সব ভুলের সংশোধন চাই।

৫. মুজাফ্ফর বিন মুহসিন. হেফাজতে ইসলামের নাস্তিক বিরোধী আন্দোলনকে ভুয়া বিষয় বলেছেন। যে নাস্তিকরা রাসুল সাঃ কে গালি দেয়, সেটি নাকি ভুয়া বিষয়। অথচ রাসুল সাঃ কে গালি দেয়ার কারণে নাস্তিক আবু রাফে'কে রাসুল সাঃ এর নির্দেশে আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাঃ রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় হত্যা করেছিলেন।[১৫৪] আর মুজাফ্ফর বিন মুহসিন বলেন ভুয়া বিষয়। কি চমৎকার আক্বীদা।

৬. মাওলানা সাঈদীর সম্মিলিত দরুদ পড়ার কারণে মাদানী বিদআত বলেছেন, কিন্তু আমানুল্লাহ মাদানী যখন সম্মিলিত দরুদ পড়েন তখন মতিউর রহমান মাদানী একেবারেই চুপ।

৭. রুহুল আমিন মাদানী ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামীলীগ দল থেকে ইলেকশন করলে তখন মাদানীর দৃষ্টিতে জায়েয। তখন ভোট দেয়াও হালাল, গণতন্ত্রও হালাল। সুধু জামায়াতে ইসলামীর জন্য হারাম। আহলে হাদিস দলের মধ্যে সেকুলার, কমিউনিষ্ট, নাস্তিক, আস্তিক সবই জায়েয। যেমন জায়েয প্রচলিত তাবলীগদের মধ্যে। তাইতো দেখা যায়, আহলে হাদিসদের মধ্যে ওদের বেশি আনাগোনা। কুরআন বিরোধী হলেও তো তারা লোক দেখানো নামায পড়ে। তাই আর যায় কোথায়, মাদানী এবার ভোট দিয়েই ছাড়বেন।

৮. শায়খ মাদানী বলেছেন, মওদূদী বি. এ পাশ লোক, আরবী লেখা পড়া জানত না। মাদানী এখানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

মাওলানা সাঈদীর যে ভুল নজরে পড়ে ঃ

১. বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র, হাদীসটি জাল।[১৫৫]

২. জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও, হাদীসটি জাল।[১৫৬]

৩. আমি এলমের নগরী এবং আলী রাঃ তার দরজা, হাদীসটি জাল।[১৫৭]

৪. আলী রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন ঃ তোমরা বিবাহ করো কিন্তু তালাক্ব দিয়ো না। কেননা তালাক্বে আল্লাহ আরশ কেঁপে ওঠে (হাদীসটি মিথ্যা)।[১৫৮] আল্লামা সাঈদী সূফী শেখ সাদীর দরুদ পড়েন-

"বালাগাল উলাবি কামালেহি"

অর্থাৎ তিনি স্বীয় পূর্ণতার দ্বারা সর্বোচ্চ শিখরে পৌছে গেছেন। ইসলামী আক্বীদায় কোন মানুষ তার কামালিয়াত দ্বারা উচ্চ শিখরে পৌছতে পারে না। আল্লাহর রহমত ছাড়া। এখানে আল্লাহর রহমতের জায়গায় মানুষের কামালিয়াত তথা পূর্ণতায় উচ্চ শিখরে আরোহণের একমাত্র মাধ্যম বলা হয়েছে। অথচ নবী সাঃ এর উচ্চ মর্যদায় উচ্চ শিখরে আরোহণের একমাত্র কারণই ছিল আল্লাহর অশেষ রহমত। আল্লাহ পাক বলেন-

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

---

154 সহীহ বুখারি, অধ্যায়, জিহাদ, হা/৩০২২, ইসঃ ফাউঃ হা/২৮১০।

155 আল- কারামী, আল কাওয়ীদুল মাওজুয়া পৃঃ ৮২।

156 প্রগুক্ত পৃঃ- ২৪৬।

157 সিল সিলাতুল আহাদীসিল যঈফা, পৃঃ ১১৭৪।

158

তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার কাছে ইচ্ছা নিজের হুকুমে 'রুহ' নাযিল করেন যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সাবধান করে দেয়।[১৫৯] সুতরাং রহমত একমাত্র আল্লাহরই গুণ। আল্লাহর গুণের জায়গায় মানুষের কামালিয়াত বা পূর্ণতা দ্বারা উচ্চ শিখরে আরোহণের চিন্তা করা নিঃসন্দেহে শিরক। শিরক কারীকে আল্লাহ ক্ষমাহীন বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তাকে যে তাঁর সাথে শরীক করবে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন।[১৬০] আবার ইচ্ছাকৃত ভাবে রাসুল সাঃ এর নামে মিথ্যা হাদিস বললে তার পরিনাম জাহন্নাম। রাসুল সাঃ বলেছেন,

مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

আমার সম্পর্কে ইচ্ছা পূর্বক যদি কেউ কোন মিথ্যা কথা বলে সে যেন জাহান্নামে তার স্থান খুঁজে নেয়।[১৬১] কিন্তু উপরোক্ত বিদ্বানগণ ইচ্ছা করে এসব হাদিস বর্ণনা করেন নাই। তবুও আমরা আমাদের প্রিয় নেতা আল্লামা সাঈদীর এ ভুলগুলোর সংশোধন চাই।

অভিযোগ-৮ শায়খ মাদানী বলেছেন, মওদূদী বি. এ পাশ লোক, মাদ্রাসা পড়ার লোক না।

জবাবঃ বন্ধু শায়খ মাদানী বলেছেন, মওদূদী বি. এ পাশ লোক, মাদ্রাসা পড়ার লোক না (আরবী লেখা পড়া জানত না)। মাদানীর মতই অপবাদ কারীরা অনেক সময় অপবাদ দিয়ে বলে যে, মাওলানা মওদূদী রঃ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করেননি এবং তার কোন সার্টিফিকেটও নেই। তার কথার কি-ইবা মূল্য আছে! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একমাত্র সার্টিফিকেটই যোগ্যতার কোন মাপকাঠি নয়। বরং অনেক সার্টিফিকেটহীন ব্যক্তি সার্টিফিকেট ধারীদের চেয়ে অধিক যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, ইতিহাসে তার প্রভূত প্রমাণ রয়েছে। মাওলানার সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও এত অপবাদের পরও সার্টিফিকেট প্রদর্শনীর মাধ্যমে তিনি তার যোগ্যতা প্রমাণ করেননি বরং সর্বদা কাজের মাধ্যমে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁরই অধ্যয়ন রুমে যে সার্টিফিকেট গুলো পাওয়া যায়, নিচে সেগুলোর প্রতিচ্ছবি দেয়া হ'ল।

---

159 সুরাহ আল মুমিন ৪০/১৫

160 সুরাহ আন নিসা ৩/১১৬।

161 সহীহ বুখারী, অধ্যায়, কিতাবুল ইলম, হা/১০৯, ইসঃ ফাউঃ হা/১১০।

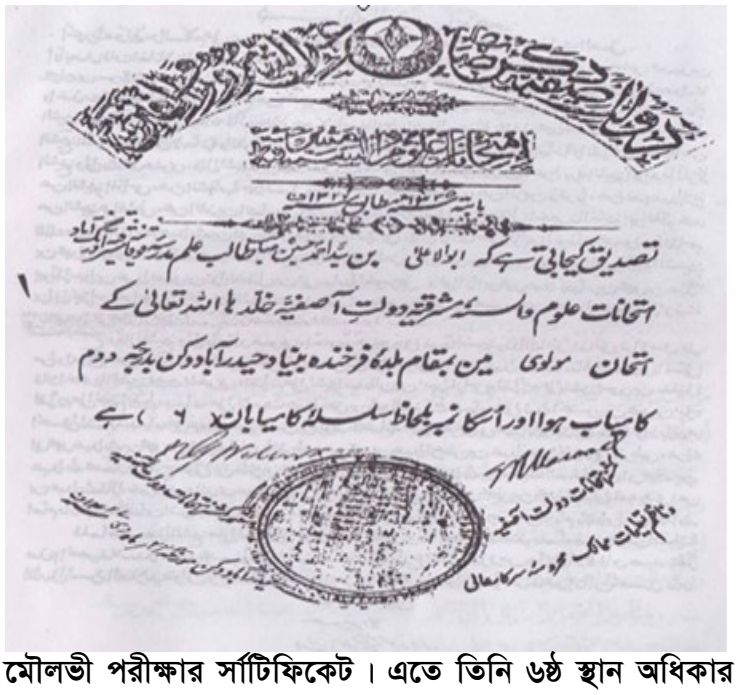

মৌলভী পরীক্ষার সার্টিফিকেট। এতে তিনি ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

তিরমিজি শরীফ ও মুয়াত্তা ইমাম মালেক সমাপ্তির সার্টিফিকেট

হাদীস, ফিকাহ ও আরবী সাহিত্যর সার্টিফিকেট

ফিলসফি, বালাগাত, আরবী সাহিত্য, এবং সমস্ত শাখা প্রশাখা জাতীয় এলেমের সার্টিফিকেট ।[১৬২]

যিনি সৌদি সরকার কর্তৃক ফায়সাল পুরষ্কার লাভ করেছিলেন। যার মৃত্যুর সংবাদ শুনে জানাজা পড়ার জন্য পবিত্র কাবা শরীফের ইমাম পাকিস্থানে চলে এসেছিলেন। জানাজা পড়ার জন্য আরব রাস্ট্র সমূহের বাদশাহগণ প্রতিনিধি পাঠিয়ে ছিলেন। পবিত্র কাবা শরীফে যে ব্যক্তিটির গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনিই হলেন মাওলানা মাওদূদী রঃ। শায়খ মাদানী অনেক সময় মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যাল এর প্রশংসা করেন, শায়খ মাদানী ভাইকে বলছি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যাল এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকারী কে ছিলেন বলবেন কি?

মাওলানা মাওদূদী রঃ এর চিন্তার ফসল হল এই মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। যার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকারী ছিলেন মাওলানা মাওদূদী রঃ নিজে। আর মাদানী ভাই বলছেন, তিনি আরবী লেখা পড়াই জানতেন না। বাতুলতা আর কাকে বলে। মাওলানা মওদূদী রঃ কি পাশ ছিলেন। তা জানার জন্য আমি বন্ধু শায়খ মাদানীকে অনুরোধ করব- মাওলানা বশিরুজ্জামান এর লেখা "সত্যের আলো" "সত্যের মশাল" সু-সাহিত্যিক আব্বাস আলী খানের লেখা "মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস" ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত "ইসলামী বিশ্বকোষ" গ্রন্থাবলী পড়ার জন্য। কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে পুরোপুরি না জেনে এমন মন্তব্য করা কি ঠিক? শায়খ মাদানী মাওদূদী রঃ এর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, আমি মাওলানা মওদূদীর বই পড়ে অনেকটা প্রভাবিত হয়ে পরি। একদিন এক লেখা দেখে আমি চমকে ওঠি, তিনি নামাজ রোজাকে একটি ট্রেনিং হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমার প্রিয় বন্ধু মাদানী ভাইকে বলব, আমরা আরো বহুগুণে চমকে যাই, যখন আপনি ধর্মনিরপেক্ষ বাদী আওয়ামীলীগ পন্থী হয়ে বলেন যে. আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় এলে পদ্মায় পানি ভরে দেয় ভারত। মাদানী সাহেবের উক্ত বক্তব্য শুনে তার ভক্তগণ খুশি হলেও বাংলাদেশী কোন খাটি আওয়ামীলীগ এ

---

162 সত্যের আলো, পৃঃ ১৭৭, মাওলানা বশিরুজ্জামান।

বক্তব্য শুনে খুশি হবে না এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতাজ ব্যনার্জীও অখুশি হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতাজ ব্যনার্জীর কারণেই আজ পর্যন্ত কোন পানি বাংলাদেশে আসে নাই। মাদানী সাহেব জেনে শুনে এরুপ বক্তব্য দিলেন কি করে? আবার আহলুল হাদিস ও মাদানী আলেমরা ধর্মনিরপেক্ষ বাদী বিশ্বাসী হয়ে তাদের পক্ষে নির্বাচন করে। আহলুল হাদীসদের আলেম আবুল কাশেম মুর্শিদাবাদী বলেছেন- মাওলানা মওদূদী ক্ষমতা লোভের জন্য নির্বাচন করে, মাওলানা মওদূদী রঃ এর লোভ যদি এতই থাকতো, তাহলে মাওলানা মওদূদী রঃ কে সৌদী আরবের বাদশা ফয়সাল বিন আব্দুল আজিজ সৌদী আরবের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তাঁর উপদেষ্টা হবার অনুরোধ করেছিলেন। মাওলানা সৌদী আরবের বাদশার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

একবার জর্দানের বাদশা হোসেন বিন তালাল ফোনে মাওলানার সাথে কথা বলেছিলেন। বাদশা কি বলেছিলেন, তা জানতে চাইলে, তিনি অত্যন্ত অনাগ্রহের সাথে বললেন, এ ধরনের শাসকরা এমন কিছু নয় যে তাদের খুব বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।[১৬৩] প্রিয় পাঠক, জানা দরকার-জামায়াতে ইসলামীর আক্বীদাহ আহলুল হাদীসদের আক্বীদার অনুরূপ। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। যদিও সাধারণ জনগণের ভিতর কিছু ত্রুটি রয়েছে। হানাফী ও সুফীদের প্রভাব পড়ার কারণে। যেমন ত্রুটি রয়েছে আহলুল হাদীসদের সাধারণ জণগণের মাঝে। সুবক্তা শায়খ মাদানী বলেছেন, মওদূদী গণতন্ত্র হারাম বললেও জামায়াতে ইসলামী তা মানেন না।

আবার অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন- ভারত উপমহাদেশে হানাফীরা ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত, দেওবন্দী, ব্রেলভী, কাদীয়ানী, তাবলীগে জামাআত ও জামায়াতে ইসলামী। যারা মওদূদীর অনুসারী। তার এক জবানে স্ববিরোধী বক্তব্য আমরা আশা করি নাই। একবার বলা হল, মওদূদীর অনুসারী, আবার বলা হল তারা মওদূদীর হারাম ফতোয়া মানে না। তাহলে জামায়াতে ইসলামী মওদূদীর অনুসারী হল কিভাবে? শায়খ মাদানীর কথায় হানাফীদের এক শ্রেণী হল কাদীয়ানী, এটা সকলেরই জানা যে, সমস্ত মুসলিমদের ঐক্য মতে কাদীয়ানীরা কাফের। তাহলে কি হানাফীরাও কাফের? শায়খ মাদানীকে বলছি, হানাফী ও কাদীয়ানী কি এক? কাদীয়ানীরা তো রফউল ইয়াদাইন করে, তাই বলে কি বলা উচিৎ হবে যে, কাদীয়ানীরা আহলে হাদীস? আহলে হাদীসদের আলেম আবুল কাশেম মুর্শিদাবাদী মাওলানা মওদূদী এর লেখা "খেলাফত ও মুলুকীয়াত" এর বরাত দিয়ে বলেন যে, মাওলানা মওদূদী সাহেব সাহাবাদের ভুল ধরেছেন। শ্রদ্ধেয় লেখকের উদ্দেশ্যে আহলুল হাদীসদের আলেম, তর্কবাগীস মূফতী আঃ রউফ এর ফতুয়া তুলে ধরছি। মুফতী সাহেব বলেছেন- সাহাবারা ভূল করেছেন। রাসূল সাঃ বলেন- সকল মানুষের ভূল আছে।[১৬৪]
নবীগণ ভুল করেছেন।[১৬৫] রাসুল সাঃ আরও বলেন, আমি ভুল করি যেমন তোমরা ভুল কর।[১৬৬] সাহাবীরা খেজুরের, স্ত্রী রেণুর সাথে পুরুষ রেণুর মিলন ঘটিয়ে অধিক খেজুর ফলাত, এব্যাপারে রাসুল সাঃ এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন,

---

163 আমার আব্বা আম্মা, পৃঃ ৯২, সাইয়েদা হুমায়রা মওদূদী।
164 সুনানে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজা, মিশকাত ২/২৩৪১।
165 বুখারী, মুসলিম, মেশকাত হা/৫৫৭১।
166 বুখারী, মিশকাত হা/১০১৬।

لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا " فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

তোমরা এটা না করলেই বোধ হয় ভাল হয়, সাহাবীরা তাই করলেন। ফলে ফল কম হল। তা রাসুল সাঃ কে জানালে, তিনি বলেন; আমি একজন মানুষ মাত্র, অতএব তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আমি যখন কোন জিনিসের আদেশ করি তখন তা তোমরা গ্রহণ করিও পালনও করিও। আর যদি আমার নিজের মতে কোন কাজের আদেশ করি তবে মনে রাখিও, আমি একজন মানুষ মাত্র।[১৬৭] আল্লাহ প্রতি যুগেই মানুষের মধ্যে থেকেই নবী পাঠিয়ে বাস্তব আনুগত্যের আদর্শ নমুনা তুলে ধরেছেন, যারা ছিলেন সত্যিকার মানুষ। মানুষের সকল বৈশিষ্ট তাদের ছিল, তিনি মানব বংকুদ্ভুত ছিলেন, তাঁর জন্ম-মৃত্যু, খাদ্য, পানীয় গ্রহণ বাজারে চলাফেরা, ক্রয়-বিক্রয়, স্বামীত্ব, পিতৃত্ব যুদ্ধ-সন্ধি ক্রোধ, অনুরাগ, আন্দ-বিবাদ ব্যাধি ও সুস্থতা এ সবই তো মানুষের মতো অক্ষরে অক্ষরে তাঁর জীবনে পাওয়া যায়। নবীদের মানবীয় দুর্বলতা ছিল। নবুওয়াতী দিক দিয়ে নয়। এ মানবীয় দুর্বলতার কারণেই সাহু সিজদাহর প্রচলন হয়েছে। তাইতো রাসুল সাঃ বলেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমাদের যেমন ভুল হয়, আমারও তেমনি ভুল হয়। সুতরাং আমি যদি কোন কিছু ভুলে যাই তাহলে তোমরা আমাকে স্বরণ করিয়ে দিও।[168] আলাহ তায়ালা হলেন কুদ্দুছ, সকল প্রকার ভুলভ্রান্তি ও দোষ হতে আল্লাহ পবিত্র। আল্লাহর কোন ভুল নেই। অতএব সাহাবাগণকে নির্ভুল জানার অর্থই হল আল্লাহর জায়গায় স্থান দেয়া, আর এটাই শিরক।[১৬৯] দেখলেন তো? আহলে হাদীসদের মুফতি কি ফতুয়া দিলেন? তাহলে মাওলানা মওদুদী রঃ বললে এত ব্যথা কেন? আমাদের জানা আছে যে, জামায়াতে ইসলামী মাওলানা মওদূদী রঃ কে ভুলের উর্ধ্বে মনে করেন না। প্রত্যেক বিষয়ে তাকে অনুসরণও করেন না।

মাওলানা মওদূদী রঃ এর ভুল কথা গুলো নিয়ে চর্চাও করেন না। সাহাবাদের সম্পর্কে তাদের আক্বীদাহ আহলে হাদীসদের অনুরূপ। অন্য আর একজন সমালোচক মাওলানা ওলীপুরী বলেন, রাসূল সাঃ একমাত্র মাপকাঠি সাহাবাদের মাপকাঠি (জামায়াতে ইসলামীর) মানার দরকার নেই।[১৭০] উল্লেখ্য যে, মাওলানা ওলীপুরী ও দেওবন্দীদের আক্বীদা রাসূল সাঃ ও সাহাবায়ে কেরামগণ উভয়েই সত্যের মাপকাঠি। অথচ এটা সকলেরই জানা নবী আঃ এবং সাহাবায়ে কেরামগণের মর্যাদা কখনো সমান নয়। কারণ, নবী আঃ গণ আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সাহাবাগণ আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নন। নবীদের উপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। তাই নবুওয়াতির দিক দিয়ে নবীগণ নির্ভুল বা ভুলের উর্ধ্বে। নবীগণ ওহীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে তাঁদের কোন ভুল নেই। তাই তাঁরা সত্যের মাপকাঠি। সাহাবাগণের উপরে ওহী নাযিল হয়

---

167. মুসলিম, অধ্যায়, ফযীলত, হা/৬০২১, ইসঃ ফাউঃ হা/৫৯১৫, মিশকাত হাদীস/১৪৭ কিতাব ও সুন্নাহকে আকরে ধরা অনুচ্ছেদ।

168 মুসলিম, অধ্যায়, মাসজিদ ও স্বলাতের স্থান, হা/১১৬১, ইসঃ ফাউঃ হা/১১৫৪,

169 আহলে হাদীসের বিরুদ্ধে বিষোদগারের তত্ত্ব রহস্য পৃঃ ৬১, মূফতী আব্দুর রউফ।

170 মাওয়ায়েযে ওলীপুরী- পৃঃ ১২৭, মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী।

নাই। তাঁরা ওহীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও নন। তাঁরা ভুলের উর্ধ্বে নন। তাই তাঁদের ভুল হয়েছে, হওয়াটাও স্বাভাবিক। এজন্য তাঁরা সত্যের মাপকাঠি নন। তবে তাঁরা রাসূল সাঃ এর সুন্নাতের মাপকাঠি। নবীদেরও ভুল হয়েছে তবে তা নবুওয়াতের দিক দিয়ে নয়। মানবিক দিক দিয়ে। আর এ মানবিক ভুলের কারণে নামাজে সাহু সিজদার প্রচলন হয়েছে। সাহাবাদের ভুল হয়েছে তার নমুনা দেখুনঃ **জনৈক ব্যক্তি বিয়ের পরে তার শ্বাশুড়ীকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করার জন্য (মিলনের পূর্বেই) স্ত্রীকে তালাক দেয়। এই বিয়ে সিদ্ধ হবে কিনা জিজ্ঞেস করা হলে ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন' এতে আর দোষ কি? একথা শোনার পর লোকটি উক্ত মহিলাকে (পূর্বের শ্বাশুড়ীকে) বিয়ে করে এবং কয়েকটি সন্তান লাভ করে। অতঃপর ইবনে মাসউদ রাঃ মদীনায় এলে তিনি উক্ত বিষয় সম্পর্কে ছাহাবায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বিয়ে সিদ্ধ না হওয়ার কথা বললেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং কুফায় ফিরে এসে ঐ ব্যক্তিকে খোঁজ করলেন। কিন্তু না পেয়ে অবশেষে তার গোত্রের নিকট গেলেন ও তাদেরকে ডেকে বললেন 'আমি যে ব্যক্তিকে তার পূর্বের শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করার ফতোয়া দিয়েছিলাম ঐ বিয়ে সিদ্ধ হয়নি।**[১৭১]

ফকীহ আবু বকর বিন ইসহাক বলেন, ইবনে মাসউদ কুরআন ভুলে গেছেন। যে সম্পর্কে মুসলিমগণ মতভেদ করেন নি। তা হলো সুরা নাস ও সুরা ফালাক। রুকুর সময় দুই হাঁটুর মাঝখানে হাত রাখা, যা রহিত হয়ে যাওয়ার পরও তা তিনি করতেন ভুলে যাওয়ার কারণে।[১৭২] যারা সাহাবাদেরকে সত্যের মাপকাঠি মনে করেন তারা ইবনে মাসউদ রাঃ এর ভুলে যাওয়া বিষয়গুলো বিশেষ করে সুরা নাস, সুরা ফালাক কে কুরআনের অংশ হিসাবে মেনে না নেওয়ার বিষয়কে মেনে নিবেন কি? উলেখ্য যে, ইবনে মাসউদ রাঃ সুরা নাস, সুরা ফালাক কে কুরআনের অংশ হিসেবে মানেন নাই।[১৭৩] আরেকজন সমালোচক তাকী উসমানী, তিনি মাওলানা মওদূদীর উদ্বৃতি দিয়ে বলেন যে, মাওলানা মওদূদী বলেছেন- "মুআবিয়া রাঃ পুত্র ইয়াযিদকে মনোনয়ন দানের প্রাথমিক চিন্তা ভাবনার পিছনে কোন সৎ অনুভূতি বা উদ্দেশ্য ছিল না"। মাওলানা মওদুদী রঃ এর উদ্বৃতির জবাব দিতে গিয়ে তাকী উসমানী বলেন- পরিস্কার ভাষায় তাকে আমরা বলে দিতে চাই যে, যুক্তি ও পরিণতির বিচারে মুআবিয়ার রাঃ এ পদক্ষেপকে ভুল ও ক্ষতিকর বলার সুযোগ থাকলেও তাঁর নিয়তের উপর হামলা করার অধিকার কোন হালাল সন্তানের নেই।[১৭৪] বিজ্ঞ পাঠক দেখলেন তো?

মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে এক পর্যায়ে তিনি মাওলানা মওদূদী রঃ কে জারজ সন্তান বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। কোন ভদ্র লেখক এরূপ ভাষা প্রয়োগ করতে পারেন কি? আমরা মাওলানা মওদূদী রঃ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী রঃ এর সমালোচক ড. গালিবের মন্তব্যর সাথে একমত পোষণ করে

---

171 কিতাবুল মুসান্নাফ তাহক্কীক আব্দুল খালেক আফগানী বোম্বাই ভারত, তিরমিযি, নিকাহ অধ্যায়।

172 মাওয়াহেবে লাতিফা ১ম খঃ, পৃঃ ২৬০।

173 কুরআন তত্ত্বের খনি, শায়খ আইনুল বারী আলিয়াভী, অধ্যক্ষ্য কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা, ভারত।

174 ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআবিয়া রাঃ, পৃঃ ১০৬, তাকী উসমানী।

বলতে চাই। মাওলানা মওদুদীর বিভিন্ন বিষয়ে বেশুমার লেখনীর অধিকারী ছিলেন। ফলে অনেক কিছু ভুল হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। মাওলানা মওদুদী নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন এবং তাফসীর তাফহীমুল কুরআন এর প্রথম সংস্করণের অনেক বিষয় তিনি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করেছে।[১৭৫] কিন্তু তাকী উসমানী ভারসাম্য আলোচনা করতে গিয়ে একে বারে মাওলানা মওদুদী রঃ এর গর্ভধারিনী স্বতী 'মা' এর উপর অপবাদ দিয়ে ফেললেন। এর জবাবে আমরা রাসুল সাঃ এর ঐ হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। রাসুল সাঃ বলেন, "يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ" যে অন্যের মাতা পিতাকে গালি দেয়, তাখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তাহলে সে তার মাকে গালি দেয়।[১৭৬] প্রিয় পাঠক এবার দেখুন রাসূল সাঃ এর ভাষায় উক্ত অপবাদ কার উপর বর্তায়? হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ "وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ

শেষ পর্যায়ে তিনি মাসজিদে নববী নির্মাণ আলোচনায় আসলেন। তিনি বললেন, আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর আম্মার রাঃ দুটো দুটো করে কাঁচা ইট বহন করছিলেন। রাসুল সাঃ তা দেখে তাঁর দেহ থেকে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেনঃ আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সে তাদেরকে আহবান করবে জান্নাতের দিকে আর তারা আহবান করবে জাহান্নামের দিকে। হাদিসটি সহীহ বুখারীতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটির মান মুতাওয়াতির।[১৭৭] হাফেজ ইবনে কাসির লিখেন, আলী রাঃ ও তাঁর সঙ্গীগণ মুআবিয়া রাঃ ও তাঁর তাঁর সঙ্গীগণের চাইতে ন্যায়ের অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন।

মুআবিয়া রাঃ এর দল ছিল বিদ্রোহী।[১৭৮] উল্লেখ্য যে, আমরা এ পর্যন্ত যত সমালোচক এর লেখা পড়েছি। কেউ এ সত্য টুকু প্রকাশ করে নাই যে, খোলাফায়ে রাশেদা তো কোন ছেলেকে মনোনয়ন দেন নাই। হাসান রাঃ ফেৎনার ভয়ে খিলাফাতের দায়িত্ব থেকে বিরত থাকেন এ চুক্তিতে যে, সাহাবী আমীরে মুআবিয়া রাঃ এর পর হাসান রাঃ খলিফা হবেন। অথচ চুক্তি মোতাবেক হাসান রাঃ এর মৃত্যুতে হুসাইন রাঃ এর নাম মুআবিয়া রাঃ প্রস্তাব করেননি।

তিনি প্রস্তাব করে দেখতে পারতেন ইসলামি জগতের অবস্থা কি? কিন্তু তিনি তা না করে পুত্র ইয়াজিদকে মনোয়ন দিয়ে গেলেন। ফলে নবীর পরিবার শহীদ হলো, শহীদ হলো হুসাইন রাঃ সহ কোলের শিশু আলী আজগর। ইয়াজিদ রাসূল সাঃ এর দৌহিত্র ও ফাতিমা রাঃ এর কলিজার টুকরা ইমাম হুসাইন রাঃ এর নিরাপত্তা ও প্রাণ রক্ষার কোনো উদ্যোগ নেননি। এমনকি উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণও করেননি। তেমনিভাবে আমিরে মুআবিয়া রাঃ উসমান রাঃ এর

---

175 মাসিক আততাহরীক, সেপ্টম্বর ২০০৩।

176 সহীহ বুখারী, অধ্যায়, আচার ব্যবহার, হা/ ৫৯৭৩, ইসঃ ফাউঃ হা/৫৪৩৫।

177 সহীহ বুখারী, অধ্যায়, স্বলাত, অনুচ্ছেদ, মাসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা, হা/৪৪৭, ইসঃ ফাউঃ হা/৪৩৪।

178 হাফেজ ইবনে কাসীরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃঃ ৩২২, ৬ষ্ঠ খঃ, ইসঃ ফাউঃ

হত্যার প্রতিশোধ এর অজুহাত খাড়া না করে নাজুক পরিস্থিতিতে আলী রাঃ এর সাথে একাত্মতা করে উসমান রাঃ এর হত্যার বিচার করার সহজ বিষয়কে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করে আরো জটিল করে তুলেন। কি অন্যায় করেছিল আলী রাঃ? যার জন্য তাঁর খেলাফত এর স্বীকৃতি দিলনা মুআবিয়া রাঃ।

فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ "فَدَنَوْتُ مِنْهُ --- - فَقُلْتُ لَهُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ يَقُولُ --- قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

আব্দুর রহমান ইবনে আবদে রব্বিল কা'ব রঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাঃ হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যাক্তি নিজেকে শাসক বলে দাবী করে প্রথম ইমামের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন তোমরা এই শেষোক্ত দাবীদারকে হত্যা কর। --- আমি বললাম, আপনার চাচাতো ভাই মুআবিয়া রাঃ! তিনি যে আমাদেরকে অন্যায়ভাবে একে অপরের ধন সম্পদ আত্মসাৎ করার এবং পরস্পরকে হত্যা করার নির্দেশ দিচ্ছেন? অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবল মাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নি:সন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।[১৭৯] রাবী বলেন, আমার কথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, অতঃপর বললেন, আল্লাহর আনুগত্য শূলক কাজে তার (মুআবিয়ার) আনুগত্য কর এবং আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে তাঁর অবাধ্যচারণ কর।[১৮০] উল্লেখ্য যে, আমীরে মুআবিয়া রাঃ এর তুলনায় আলী রাঃ ছিলেন প্রথম খলিফা।

তাঁর বর্তমান আমীরে মুআবিয়া রাঃ কোন ক্রমেই খিলাফতের দাবী তুলতে পারেন না। এটি ছিল আলী রাঃ এর বিরুদ্ধে আমীরে মুআবিয়া রাঃ এর অন্যায় পদক্ষেপ। মাওলানা মওদূদী তার লেখা 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' বইয়ে লিখেন যে, মুআবিয়া রাঃ এর শাসনামলে আর একটি নিকৃষ্টতম বিদআদ চালু হয়।

তিনি নিজে এবং তাঁর নির্দেশে তাঁর গবর্ণররা মিম্বারে দাঁড়িয়ে খোতবায় আলী রাঃ এর উপর প্রকাশ্যে গাল মন্দ শুরু করেন।[১৮১] তার জবাব দিতে গিয়ে মাওলানা তাকী উসমানী বলেন, মাওলানা মওদূদী সাহেব অসত্য বলেছেন, এমনটি কল্পনা করাও কষ্টকর, তাই আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই অন্যান্য উৎস গ্রন্থও চষে ফেললাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মাওলানাকে অসত্য ভাষণের লজ্জা থেকে বাচাঁনোর কোন উপায় আমাদের নাগালে আসেনি। মাওলানা তাকী উসমানী নাকি এসব ঘটনার কোন উৎস খুঁজে পায় নাই, এতে নাকি তিনি লজ্জায় অনুশোচনায় বার বার থমকে

---

179 সুরাহ আন নিসা ৪/২৯।

180 সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, ইমারাহ, হা/ ৪৬৭০, ইসঃ ফাউঃ ৪৬২৪।

181 খেলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃঃ ১৪৯, মূল মাওলানা মওদূদী, অনু, গোলাম সুবহান সিদ্দিকী।

যাচ্ছিল।[১৮২] পাঠক, আসুন আমরা দেখে নেই আলী রাঃ কে গালী দেয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনা আছে কি না। মুআবিয়া রাঃ ক্ষমতা লাভের পর, আলী রাঃ সম্পর্কে মুআবিয়া রাঃ এর ধারণা কিরুপ ছিল, তা নিম্নের সহীহ হাদিসটি পড়লেই যতেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি।

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلاَثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَنْ أَسُبَّهُ

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ থেকে বর্ণিত যে, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাঃ সাদ রাঃকে আমির বানালেন এবং বললেন, আপনি আলী রাঃকে কেন মন্দ বলেন না? সাদ রাঃ বললেন, রাসুল সাঃ তাঁর (আলী রাঃ) সম্পর্কে যে তিনটি কথা বলেছেন, তা মনে করে আমি কখনো তাঁকে মন্দ বলবো না।[১৮৩] এ হল তাকী উসমানীর গ্রন্থ চষে ফেলার দৌড়। তাই বলতেই হয়, ইয়াজিদের কি ক্ষতি করেছিল ইমাম হোসাইন? যার জন্য তাঁকে শহীদ হতে হলো? মদীনার সাধারণ মানুষ কি ক্ষতি করেছিল যার কারণে ৬৩ হিজরীতে ইয়াজিদ বাহীনির দ্বারা শহীদ হতে হলো মদীনা বাসিদের। যে হাসান ও হুসাইন রাঃ সম্পর্কে রাসুল সাঃ বলেন,

غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

রাসুল সাঃ এ গায়ে ছিলো কাল চুন দ্বারা খচিত একটি চাদর। হাসান ইবনে আলী রাঃ এলেন, তিনি তাঁকে চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলেন। হুসাইন ইবনে আলী রাঃ এলেন, তাঁকে চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলেন। এরপর ফাতিমা রাঃ এলেন, তাঁকেও চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলেন। অতঃপর আলী রাঃ এলেন, তাঁকেও চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলেন। পরে বললেন, হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।[১৮৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى বলুন, আমি আমার দাওয়াতের জন্যে তোমাদের কাছে কেবল আত্নীয়তা জনিত সৌহার্দ চাই।[১৮৫] হুসাইন রাঃ যখন কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন তখন রাসুল সাঃ এর বড় বড় সাহাবী রাঃ গণ তাকে কুফা যেতে নিষেধ করেন। এমতাবস্থায় হুসাইন রাঃ বলেছিলেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি যার মধ্যে রাসুল সাঃ ছিলেন, এবং আমাকে একটা কাজের আদেশ দেয়া হয়েছে তা পূর্ণ করতে আমি যাচ্ছি। তার ফলাফল আমার পক্ষের হোক বা বিপক্ষে। তখন তারা তাকে বলল, সেই স্বপ্ন কি ছিলো? তিনি বললেনঃ আমি তা কাউকে বলিনি, এবং আমার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে (মৃত্যুর) আমি তা কাউকে বলব না।[১৮৬] উপরোক্ত দলিল থাকার পরও সমালোচক ব্যাক্তিবর্গরা কি বলবেন? ইমাম হুসাইন রাঃ কি রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলেন?

---

182 ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআবিয়া রাঃ পৃঃ ৪৫, মূল তাকী উসমানী, অনু, মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ।

183 সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, সাহাবীদের মর্যাদা, হা/৬১১৪, ইসঃ ফাঃ, হা/৬০০২।

184 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, সাহাবীদের মর্যাদা, হা/৬১৫৫, ইসঃ ফাউঃ হা/৬০৪৩, সুরাহ আহযাব ৩৩/৩৩।

185 সুরাহ শুরা ৪২/২৩।

186 ত্বাবারী ৪র্থ খঃ, পৃঃ ৩৮৮ বরাতে হুসাইন রাঃ এর মূল হত্যাকারী কে, পৃঃ ৩৭।

এ বিষয়গুলো এড়িয়ে গিয়ে মাওলানা মাওদূদী রঃ এর দুর্বল পয়েন্ট গুলোর স্পর্শ করা হলো কেন? আমাদের সমালোচক বন্ধু মাওলানা ওলীপুরী সাহেব মাওলানা মাওদুদী রঃ ও জামায়াতে ইসলামীর নিন্দা করে বলেন, আরেক প্রকার দালাল জামায়াতে ইসলামী সারাক্ষণ সাহাবাদের সমালোচনায় লিপ্ত।[১৮৭] ওলীপুরীর উপরোক্ত অভিযোগটি একেবারেই ভিত্তিহীন। জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা কোথাও সাহাবাদের সমালোচনা করেছেন তার প্রমাণ নেই। মাওলানা মওদূদী রঃ এর লেখা "খেলাফত ও রাজতন্ত্র" গ্রন্থে মুসলিম ঐতিহাসিক হাওলা দিয়ে সাহাবাদের পর্যালোচনা করেছেন। এ পর্যলোচনায় মাওলানা মওদূদীর ভুল হতে পারে কেননা তিনিও একজন মানুষ। সে জন্যেই জামায়াতে ইসলামী মাওলানা মওদূদী রঃ কে ভুলের উর্ধ্বে মনে করেন না। তার ভুল বিষয় গুলি নিয়ে চর্চাও করেন না।

জামায়াতে ইসলামী কি প্রচলিত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী?

অনেক আলেম জামায়াতে ইসলামীর প্রচলিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইলেকশন করাকে অপরাধ মনে করে। কেননা তাদের দৃষ্টিতে তা হারাম। কিন্ত প্রশ্ন জাগে ঐ সমস্ত আলেম যখন কোন অপরাধজনিত কারণে মামলায় জড়িয়ে যায় অথবা মামলা করে বিজাতীয় আইনের কাছে বিচার প্রার্থী হয় এবং প্রচলিত আইনের মাধ্যমে মামলা হতে মুক্তি ও সাজা মেনে নেয়, তখন কি এটা হারাম হয় না? ইবনে তাইমিয়া রঃ বলেন- আলাহর কিতাব ছাড়া বিচার ফায়সালা চাওয়া মুলত কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করারই নামান্তর এবং আহলে কিতাবদের অর্থাৎ ইহুদী খৃস্টানদের কিছু কুফরী মতাদর্শের প্রতি ঈমান আনা আর আল্লাহকে অস্বীকার করার অর্ন্তভুক্ত। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুতঁ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।[১৮৮] আলাহ তা'য়ালা আরও বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট।[১৮৯] সত্য ধর্ম বা দ্বীন ইসলামকে অন্য ধর্মের উপর জয়যুক্ত করতে হলে রাষ্ট্র শক্তির দরকার। রাষ্ট্র শক্তি অর্জন করতে হলে রাজনীতি করতে হবে। রাসুল সাঃ রাষ্ট্র চালিয়েছেন, রাজনীতি করেই। তাই রাজনৈতিক জীবনে মোহাম্মদ সাঃ এর অনুসরণ করাও অপরিহার্য, আল্লাহ পাক বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাকে একচ্ছত্র বিচারপতি রুপে না মানবে এবং তুমি যা ফয়সালা করবে সে সম্পর্কে তারা মনে প্রাণে গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রভুর শপথ করে বলছি, কোন মানুষের ঈমানদার হবার দাবী গ্রাহ্য হবে না।[১৯০] সে জন্যই কোন

---

187 মাওয়ায়েজে ওলীপুরী পৃঃ ১২৬।
188 সূরাহ মায়েদা ৫/৫১
189 সূরাহ আল ফাতহ ৪৮/২৮
190 সুরাহ আন নিসা ৪/৬৫

আনছারী খালের পানী সংক্রান্ত বিষয়ে যুবাইর রাঃ এর বিরুদ্ধে রাসূল সাঃ নিকট নালিশ করে অথবা মুনাফিক বাশার এবং জনৈক ইহুদীর বিরুদ্ধে রাসূল সাঃ নিকট নালিশ করে। রাসূল সাঃ ইহুদীর পক্ষে ফায়সালা দেন, তাতে ঐ ব্যক্তি সন্তুষ্ট না হতে পেরে আবূ বকর রাঃ ও 'উমার রাঃ এর কাছে বিচার চান। 'উমার রাঃ রাসূল সাঃ এর ফায়সালা না মানার কারণে লোকটিকে হত্যা করে।[১৯১] এমনকি 'উমার এর পক্ষে আয়াত নাযিল হয়। ইমাম তাইমীয়া রঃ বলেন ঐ ব্যক্তি রাসূল সাঃ এর ফায়সালা না মানার কারণে সে কাফের হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসুলের সিদ্ধান্তের পর কোন মুমিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীর কোন প্রকারের স্বাধীনত নেই যে, তাকে প্রত্যাখ্যান করে।[১৯২] অন্যত্র আল্লাহ পাকের ঘোষণা-

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

হে নাবী আপনী বলুন রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ্! তুমি যাকে চাও তাকেই রাজত্ব দান কর। আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা কর রাজত্ব কেড়ে নাও এবং যাকে চাও সম্মান দান কর আর যাকে চাও অপমানিত কর।[১৯৩] এখানে আল্লাহ্ তা'আলা দাবি করেছেন যে, সকল রাষ্ট্র ক্ষমতার লাগাম তাঁরই হাতে রয়েছে। তিনি সকল রাষ্ট্র ক্ষমতার আসল মালিক। অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন :

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, مَلِكِ النَّاسِ, إِلَهِ النَّاسِ

বল, আমি পানা চাই মানুষের রব, মানুষের বাদসা ও মানুষের প্রকৃত মা'বুদের নিকট।[১৯৪] এখানে আল্লাহ্ হলেন মানুষের স্রষ্টাও মানুষেরই বাদশা। সে জন্যই আল্লাহ পাক বলেন,

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

সৃষ্টি যাঁর হুকুমও তাঁর।[১৯৫] তাই শাসন করার অধিকার একমাত্র আলাহর। আল্লাহ পাক বলেন,

الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন।[১৯৬] যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছে তিনি মানুষের জন্য আইন ও বাতলিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا চোর এবং চোরনীর হাত কেটে দাও।[১৯৭] আল্লাহ পাক বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর।[১৯৮] ইত্যাদি বিষয় গুলো বলবৎ করতে একটি রাজনৈতিক দলের দরকার এগুলো এমনে এমনে করা সম্ভব নয়। তাই রাসূল সাঃ মদীনার জীবনে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে এই দন্ডবিধি জারি করেন। রাসূল সাঃ নিজেও এই দন্ডবিধি

---

191 তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে মাযহারী, সুরাহ নিসা ৪/৬৫।
192 সুরাহ আহযাব ৩৩/৩৬।
193 সুরাহ আল ইমরান ৩/২৬।
194 সুরাহ আন নাস ১১৪/১-৩।
195 সুরাহ আল আরাফ ৭/৫৪
196 সুরাহ মায়িদা ৫/৪৮।
197 সুরাহ মায়িদা ৫/৩৮।
198 সুরাহ আন নুর ২৪/২।

কার্যকর করেন। রাজনৈতিক থেকে বিরত থেকে তা কার্যকর করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ইসলাম কোন গতানুগতিক ধর্মের নাম নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। ব্যক্তি পরিবার থেকে আরম্ভ করে একেবাড়ে রাষ্ট্র পর্যন্ত ইসলাম বিস্তৃত। আল্লাহ্ পাক বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ নিশ্চিই ইসলাম হল তোমাদের মননিত দ্বীন।[১৯৯] এখানে দ্বীন বলতে পূর্ণঙ্গ জীবন ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন,

وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

এবং এ দুজনের জন্য (ব্যাভিচারী ও ব্যাভিচারিণী) আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের যেন কোন দয়া অনুকম্পা না হয়।[২০০] এতে জানা গেল যে, কুরআনের কাছে বেত্রাঘাত করার এ আদেশ আল্লাহ্র দ্বীনের একটি অংশ। আল্লাহ্ পাক আরো বলেন,

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ

এ ব্যাপারে এমন কোন অবকাশ ছিল না যে তিনি (ইউসুফ আঃ) তাঁর ভাইকে মিশর রাজ্যের দ্বীনের অধীনে ধরে রাখবেন।[২০১] উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে দ্বীন হলো রাষ্ট্রীয় ও ফৌজদারি আইন। আর এ আইন মুতাবেক যারা ফয়সালা বা বিচার করে না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক বলেন-

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

যারা আমার নাযিল কৃত কুরআন এর আইন অনুযায়ী ফায়সালা করেন না তারা কাফের।[২০২] উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমানীত হল যে সত্যিকার আইন বিধান রচনাকারী এক মাত্র আল্লাহ্। তাঁর দেয়া আইনই হবে মানব জীবনের আইন। সুতরাং উক্ত আইন মোতাবেক দেশ প্ররিচালিত করতে রাজনীতির বিকল্প নেই। কাজেই যারা বলেন, ইসলামে রাজনীতি নেই, তারা শরীয়তের ভিতরে এক নতুন কথার আবিষ্কারক, সুতরাং এটা বলা বিদ'আত। কিন্তু আহলুল হাদিসগণ রাজনীতি করেন না। ফলে তারা কোন না কোন বিজাতীয় রাজনীতি বিদদের দাসে পরিনত হচ্ছে। আর তাদের তৈরীকৃত আইন নির্দ্বিধায় মেনে নিচ্ছে। ইবনে তাইমিয়া বলেন: আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার ফায়সালা চাওয়া মুলত কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করারই নামান্তর। অথবা আহলে কিতাবের কিছু কুফুরির মতাদর্শের প্রতি ঈমান আনা আর আল্লাহর কিতাব বাদ দিয়ে তাদের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়া আল্লাহকে অস্বীকার অন্তর্ভূক্ত। আলাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।[২০৩] ইবনে কাইয়্যেম রঃ বলেন -

সে তো নয় মমিন কভূ
চায় যে বিচার অন্যের কাছে
মহান নাবীকে বাদ দিয়ে ভাবে
আছে সুবচার তাগুতের[২০৪]কাছে।

---

199 সুরাহ আল ইমরান ৩/১৯।
200 সুরাহ আন নুর ২৪/৬
201 সুরাহ ইউসুফ ১২/৭৬।
202 সূরাহ আল মায়িদা ৫/৪৪
203 সূরাহ আন নাহল ১৬/৩৬।

ইবনে কাইয়ূম রঃ এর মতে "প্রত্যেক কওমের সেই হচ্ছে তাগুত আল্লাহ তার রাসূল সাঃ কে বাদ দিয়ে লোকেরা যার কাছে বিচার ফায়সালা চায়"। এবার ভেবে দেখেছেন কি? বৃটিশদের আইনের কাছে বিচার প্রার্থী হওয়া অথবা মেনে নেয়া কত বড় অপরাধ? হয়ত কেউ বলতে পারেন সরকার এ আইন আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য আমরা দায়ী নয়। যদি তাই হয় তাহলে গণতন্ত্রটা কি তাই নয়? যা বিজাতীয়রা মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তাহলে হিকমত হিসেবে তা করা যাবে না কেন? আর এটা করার জন্য জামায়াতে ইসলামী একা দায়ী হবে কেন? তাছাড়া কুরআন ও হাদিসবর্হিভূত আইন যারা তৈরি করে তারা তাগুত এবং মানব রচিত আইন দিয়ে যারা বিচার ফায়সালা করে আল্লাহর ভাষায় তারা কাফের। আর যে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতায় বসায় তারা কি আল্লাহর ভাষায় কাফের নন? এক দিকে বলবেন গণতন্ত্র হারাম। অন্য দিকে ভোটের সময় হলে কুরআন বিরোধী আইনের ধজাধারী রাজনৈতিক নেতাদেরকে ভোট দিয়ে দিবেন। এতে কি মুসলমানিত্ব থাকে? কিছু দেওবন্দী ও আহলুল হাদিস লোকেরা রাজনৈতিক দল করেন না। যার কারণে তাদের কোনো রাজনৈতিক দল নেই। বলতে পারেন তাদের ভোটগুলো কোথায় যায়? দেওবন্দী ও আহলুল হাদীসগণ নিশ্চয়ই ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকেন না। প্রিয় বন্ধু শায়খ মাদানী অভিযোগ করেছেন- মাওলানা মওদূদী রঃ গণতন্ত্র হারাম বলেছেন, কিন্তু জামায়াতে ইসলামী তা মানে না। আমাদের প্রশ্নও তাই, আপনি ও বিজ্ঞ লেখক মুর্শিদাবাদী গণতন্ত্রকে হারাম বলেছেন। আপনাদের কথা আহলুল হাদীসগণ মানেন কি? কথা ও কাজের সাথে যাদের মিল নেই তারা কি? আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল?[২০৫] তাছাড়া পৃথিবীতে এমনও দেশ আছে, যেখানে একাধিকবার ভোটে অংশ গ্রহণ না করলে তার নাগরিকত্ব টিকানো যায়না। সে ক্ষেত্রে আপনারা কি ফতোয়া দিবেন? তারা কি নাগরিকত্ব হারিয়ে হিজরত করবে? মজার ব্যাপার হল মাদানী সাহেব গণতন্ত্র হারাম বলার সাথে সাথে নামাজি ব্যক্তিকে ভোট দেয়াকে জায়েজ বলেছেন। যদিও সে আওয়ামী পন্থী হয়। কেননা তিনি আওয়ামী নেতা রুহুল আমিন মাদানীর উদাহারণ টেনেছেন। এটা কি তার স্ববিরোধিতা নয়? এ হল মাদানীর অবস্থা। মূলত জামায়াতে ইসলামী কুরআনের আইন বাস্তবায়ন করার জন্য হিকমতের নামে গণতন্ত্র চর্চা করে যাচ্ছে। তারা আব্রাহাম লিংকনের গনতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। সব ক্ষমতার উৎস জনগণ নয় বরং সব ক্ষমতার উৎসের মালিক হলেন আল্লাহ এ আক্বীদায় বিশ্বাসী। অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন- তারা গণতন্ত্র বলতে জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সরকার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণকেই বুঝিয়ে থাকেন। এ কথা অবশ্যই সত্য যে জনগণের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যে গণতন্ত্র বিশ্বে চালু আছে তা নিঃসন্দেহে কুফরী। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ।[২০৬] সে জন্যই

---

[204] মাওলানা মওদূদী রঃ এর মতেঃ যে আল্লাহ্‌র হুকুম স্বীকার করে বটে কিন্তু পালন করে না সে ফাসিক, আর যে হুমুমকে স্বীকারই করে না, সে কাফির। যে নাফরমানীর এ দুটো সীমা লংগন করে সেই তাগুত।

[205] সুরাহ ছোফ ৬১/২।

[206] ইসলাম ও গণতন্ত্র, ১০ পৃঃ, অধ্যাপক গোলাম আযম।

জামায়াতে ইসলামী নেতা নির্বাচনের সময় প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচন করেন না। নেতা নির্বাচন করেন ইসলামী পদ্ধতিতে। ডঃ আসাদুল্লাহিল গালিব, মুফতী জসীমুদ্দীন, ডাঃ আমিনুর রহমান ও শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনকে ইসলাম বিরোধী মনে করেন, তাদের নিকট গণতন্ত্রের বিকল্প কী পন্থা রয়েছে? যে দেশে মুসলিম জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সে দেশে অনৈসলামিক নেতৃত্বের বদলে ইসলামী নেতৃত্ব কায়েম করার পন্থা কী? তারা উত্তরে যা বলবে তা হলো "বিপ্লব"। আমরা বলব সে বিপ্লবের রূপরেখা কী তা বলবেন কী? ডঃ গালিব এর লেখা "ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি" মুফতী জসীমুদ্দীন এর লেখা "দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ" ও ডাঃ আমিনুর রহমান এর লেখা "বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ" গ্রন্থাবলীতে, মুসলিম জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে অনৈসলামিক নেতৃত্বের বদলে ইসলামী নেতৃত্ব কায়েম করার পন্থা কী হবে? তার কোন রূপরেখা বর্ণনা করা হয় নাই।

জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনায় শায়খ মাদানী ঃ

শায়খ মাদানী ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, ইসলামী ব্যাংক সুদী ব্যাংক। এ ব্যাংকের পূর্বে ইসলাম লাগানো হয়েছে, এরপর পতিতালয়কে এরা ইসলামী পতিতালয় বলবে ইত্যাদি। পাঠক, এমন কুরুচিপূর্ণ ও বিকৃত বক্তব্য কোন ভদ্র আলেম করতে পারে কি? ইসলামী ব্যাংক নিয়ে আলেমদের মতভেদ থাকতে পারে। সে জন্য ইসলামী ব্যাংক শরীয়া বোর্ডে যোগাযোগ করে বক্তব্য বা লিখনির মাধ্যমে তা সংশোধন করা যেতে পারে। আর তা না করে শায়খ মাদানী ইসলামী ব্যাংককে পতিতালয়ের সাথে তুলনা করলেন। এ হল শায়খ মাদানীর ইসলাম প্রচারের নমুনা। তাছাড়া বাংলাদেশের বৃহত্তম ইসলামী ব্যাংক যদি সুদী ব্যাংক হয় তবে প্রকৃত ইসলামী ব্যাংক কোনটি এবং সেটির ভিত্তি কি তা তিনি বলেন নি। অথচ আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন। সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসুল সাঃ উম্মতদেরকে সতর্ক করেছেন। এই সুদের ভয়াবহতা হতে আমাদের রক্ষা পাওয়ার উপায় তিনি বলে দিতে পারেন নি। বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন, শায়খ মাদানীর মতই ভারতের আহলুল হাদিস এর স্বনামধন্য আলেম আবুল কাসেম মুর্শিদাবাদী তার স্বীয় রচিত "আহলুল হাদিসবনাম অন্য জামাআত" নামক পুস্তকে জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদী রঃ এর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এনেছেন। কোন কোন অভিযোগ ভিত্তিহীন। এ যাবত জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে বিপক্ষে অনেক গ্রন্থই আমরা অধ্যায়ন করেছি। সে অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের এই ধারণা ছিল যে, জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করার ব্যাপারে ভ্রান্ত সুফীরাই অগ্রগামী। কিন্তু এখন দেখছি সহীহ্ আক্বীদার দল আহলুল হাদীসগণ জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনায় বেশী পটু। গঠনমূলক সমালোচনার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু সমালোচনা করতে গিয়ে যেন অসংলগ্ন কথা, মিথ্যা অপবাদ দেয়ার মত মারাত্মক দোষ পরিলক্ষিত না হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের সমালোচক ব্যক্তিবর্গ সমালোচনা করতে গিয়ে লিখার ভারসাম্য পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। তাদের মধ্যে সুনাম ধন্য আলেম আবুল কাশেম মুর্শিদাবাদী, আক্বীদা বিশুদ্ধ কারী দাঈ শায়খ মতিউর রহমান মাদানী, হানাফী জগতের স্বনাম ধন্য আলেম তাকী উসমানীসহ সুফী সম্প্রদায়ের অনেকে। বিজ্ঞ লেখক আবুল কাশেম মুর্শিদাবাদী বলেন- ভারত উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামীর একটিও দ্বীনি মাদ্রাসা নাই, যার দ্বারা মুসলমান ছেলে

মেয়েরা দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।[২০৭] আমাদের বিজ্ঞ ভাই মুর্শিদাবাদীকে বলবো, ভারত উপমহাদেশ বলতে কি শুধু পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ? আপনাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জামায়াতে ইসলামীর গড়া ভারতের কেরালা শান্তাপুরামে "আল জামিয়া আল ইসলামিয়া" ভারতের উত্তর প্রদেশে "জামিয়াতুল ফালাহ" এবং "জামিয়া মিসবাহুল উলুম" নামে মাদ্যাসা রয়েছে। ভারত উপমহাদেশের ক্ষুদ্রতম একটি দেশ, বাংলাদেশ এর দিকে তাকালে দেখতে পারবেন, যেখানে জামায়াতে ইসলামীর ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তামিরুল মিল্লাতের মত একাধিক কামিল (এম. এ) মাদ্রাসা আছে। কওমীসহ ছোট ছোট মাদ্রাসার সংখ্যা অর্ধশত ছাড়িয়ে যাবে। মহিলা মাদ্রাসা আছে একাধিক। জামায়াতে ইসলামীর ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একাধিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। মাসিক সাপ্তাহিক থেকে শুরু করে দৈনিক পত্রিকাও আছে। দারিদ্র ভাতার জন্য ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনও আছে। এই সংগঠনের ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হাসপাতাল আছে, মেডিকেল কলেজ আছে, আন্তর্জাতিক টি.ভি চ্যানেল আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য কোচিং সেন্টার আছে, নেই কি ? প্রশ্ন করি আহলুল হাদীসদের কি আছে দু চারটা কওমী, আলিয়া মাদ্রাসা ছাড়া। ঢাকা শহরের মত শহরে আহলুল হাদীসদের ১টি মহিলা মাদ্রাসাও নেই। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক, হাসপাতাল, দারিদ্র ফান্ড, এগুলোর প্রশ্ন এখানে অবান্তর। নিজেদের দোষ অন্যের উপর চাপানো ইনসাফের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। তিনি উক্ত বই এর ১১৭ পৃঃ বলেন- খোমেনী ও শিয়াদের ভ্রান্ত আক্বীদাহ দেখেও জামায়াতে ইসলামী ওয়ালারা যখন তাদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলে এবং তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন জানতে হবে যে জামায়াতে ইসলামীর আক্বীদাহ্ সহীহ নয়। সুনাম ধন্য আলেম মুশির্দাবাদী সাহেবের সূত্র অনুপাতে বলতে হয়, ভ্রান্ত সূফী দেওয়ানবাগীর লেখা সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার গ্রন্থে গন্ধব ফলকে আদম আঃ এর স্ত্রী হাওয়া আঃ এর যৌনাঙ্গ এর সাথে তুলনা করেছে। আর সেই গ্রন্থের প্রসংশা করে মতামত দিয়েছেন ডজন খানেক আওয়ামীলীগ এম, পি, মন্ত্রী। ভ্রান্ত সূফী পীর মানিকগঞ্জী তার "মারেফতের ভেদ তত্ত্ব" গ্রন্থে বলেন, আহাদ আহম্মদ মাঝে মিম ব্যবধান, সাধনা করিয়া দেখ কে কার প্রমাণ। ভ্রান্ত সূফী হিন্দু, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব মিশ্রিত বাউল সম্প্রদায়রা বলে, মীমের ঐ পর্দাটিকে উঠিয়ে দেখরে মন, দেখবি সেথায় বিরাজ করে আহাদ নিরাঞ্জন। অর্থাৎ যিনি রাসূল তিনিই আল্লাহ এবং ভ্রান্ত সূফী আটরশি, মাইজভান্ডারী, কাদিয়ানী ও নাস্তিকদের যারা লালন করে, প্রশংসা করে, টিভির চ্যানেলগুলোকে উম্মুক্ত করে দেয়। সেই ধর্ম নিরপেক্ষাতাবাদী আওয়ামীলীগ এর সাথে আহলুল হাদীসগণ সম্পর্ক রেখে চলে। তখন আহলুল হাদীসদের আক্বীদাহ সহীহ্ থাকে কীভাবে? আবার বিজ্ঞ লেখক মুশির্দাবাদী সাহেবের লিখায় ভারতের সূফী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দল কংগ্রেস সমর্থক জমঈয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতা হুসাইন আহম্মদ মাদানী ও মাওলানা আবূল কালাম আজাদ এর প্রশংসার স্থান পেয়েছে সেই প্রেক্ষিতে সহজেই বুঝা যায় যে, লেখক হয়ত নিজেই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী। এখানে একটি কথা না বললেই নয়। না বললে সত্যকে চাপা দেয়া হবে। মাওলানা মওদূদী রঃ ও জামায়াতে ইসলামীর যথেষ্ট ভুল ভ্রান্তি রয়েছে। যার কতক ভুল প্রবীণ আলেম মুর্শিদাবাদী ও বন্ধু শায়খ মাদানী একের পর এক তুলে ধরেছেন।

---

[207] আহলে হাদিসবনাম অন্য জামাআত, পৃঃ ৩৪।

তুলে ধরেছেন ড. গালিব সাহেব তার প্রবন্ধে তাকী উসমানী নিজেও। এদিক দিয়ে সমালোচকদের প্রশংসা করতে হয়। সাথে সাথে জামায়াতে ইসলামীর প্রশংসা করতে হয় এ জন্য যে, তাদেরকে কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে অকপটে স্বীকার করে নেয়। প্রফুল চিত্তে তা মেনেও নেয়। সে জন্যই সমালোচকদের উচিৎ ছিল জামায়াতে ইসলামীর লিখিত বইপত্র এবং বর্তমান অনুবাদকৃত বই পুস্তকগুলোর কি কি ভুল হয়েছে তা মার্জিত ভাষায় তুলে ধরা। ভুল সংশোধনে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা। অতএব আহলুল হাদীসদের উচিৎ হবেনা জামায়াতে ইসলামীর সাথে কাদা ছোড়াছোড়ি করা। কারণ আহলুল হাদিসভাইয়েরা যেমন সহীহ্ আক্বীদার দাওয়াত দেয়, তেমনি জামায়াতে ইসলামী সহীহ্ আক্বীদাসহ বিজাতীয় ও নাস্তিক মুক্ত ইসলামী কায়দায় দেশ পরিচালনার দাওয়াত দেয়। আর এই সব নাস্তিকদের বিরুদ্ধাচারণ করার কারণে কোনো আহলুল হাদিসআলেমকে রিমান্ডে নেয়া হয় নাই, জেলে যেতে হয় নাই, কারণ বাতিল এর সাথে আহলুল হাদীসগণ প্রকাশ্যে ও গোপনে আপোস করে চলে। আহলুল হাদিসআলেমগণ ওয়াজ মাহফিলে বিজাতীয় মতবাদ সম্পর্কে কিছু না বলার কারণে আজ হাজার হাজার আহলুল হাদিসধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ। যার ফলে আহলুল হাদিসজামাআত বিজাতীয় মতবাদে জড়িত হয়ে শিরক আত্তাকলীদ এর মত বড় শিরকের সাথে জড়িত। আর জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদির প্রতি আহলুল হাদীসদের অন্ধ ভালবাসা থাকার দরুণ তাঁরা আজ শিরক আল মুহাব্বাতে নিমজ্জিত। আল্লাহ পাক বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُباًّ لِّلَّهِ

মানুষের মধ্যে এমন কতক সম্প্রাদায় রয়েছে যারা আল্লাহএমন সমকক্ষ সাব্যস্ত করে যাদেরকে তারা আল্লাহমতো ভালোবাসে।[২০৮]

এখানে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার রচিত একামতে দ্বীন সিরাতে মুস্তাকীম এর উর্দূ অনুবাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক মালিহা বাদীর ভূমিকাটি উপস্থাপন করছি।

তিনি লিখেছেন সমগ্র মুসলিম জাতি বিভিন্ন প্রকার গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। শুধু মাত্র আহলে হাদিসসম্প্রদায় এর ব্যতিক্রম। এবং তারাই সঠিক ইসলামের উপর স্থির আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের মধ্যেও বিভ্রান্তির শিকড় গেড়ে বসেছে। তাদের আমল ও আক্বীদা সঠিক তাকলেও বর্তমানে তারা সীমা লংঘনে জড়িয়ে পড়েছে। তাদের সীমা লংঘন যেমন প্রামাণ্য আমলসমুহে তারা প্রচারনায় লিপ্ত যা দ্বীনের গভীরতার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু চিন্তা ও গবেষণার থেকে অনেক বেপরোয়া। এ কারণে তাদের ব্যবহার আন্তরিকতা বিমুখ। যার সাথে লাঞ্ছনা গঞ্জনায় জরাজীর্ণ। বর্তমানে ..... মুমেন পরস্পর বন্ধু এর পরিচয়ে নয় বরং ..... মুয়াজ তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? হাদীসের সীমায় এসে যাচ্ছে। গুরুত্বপুর্ণ ফরিজায়ে দ্বীন জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে পড়েছে। জিহাদি প্রেরণা ও দৃঢ় সংকল্পহীন মুমেন প্রকৃত পক্ষে ঈমানের পরিপক্কতার দাবীদার হতে পারেনা। হাদীসে এসেছে-

وَلَنْ يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ

বার হাজার সত্যিকার মুসলমানদের মোকাবেলায় কোন শক্তিই বিজয় লাভ করতে পারে না।[২০৯] কিন্তু উপমহাদেশে কোটি কোটি মুসলমান থাকা সত্ত্বেও কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে না।

---

208 সুরাহ আল বাকারা ১৬৫।

209 সুনানে তিরমিযি, হা/১৬৪৩, ইসঃ ফাউঃ হা/১৫৬১।

কারণ একটাই তারা একামতে দ্বীনের অনুভূতি থেকে তারা গাফেল। আমি আরও বলছি একমাত্র আহলে হাদীসরাই সত্যিকার ইসলামকে আঁকড়ে আছে। তারা যদি এ দুইটা বিভ্রান্তি মুক্ত হতে পারে তাহলে ইসলামকে পূর্নাঙ্গরূপ দেওয়া সম্ভব। নজদবাসীরা জিহাদের ফরজিয়াত আদায় করে যাচ্ছে। কিন্তু ইশরাক ও তারবিয়াতের গন্ডিতে আবদ্ধ হওয়ার ফলে আশানুরূপ ফল লাভ হচ্ছে না। এটা একটা খোড়া যুক্তি যে, হিন্দুস্থানে জিহাদের প্রয়োজন নাই।

বিশ্বের অন্য এলাকার চেয়ে উপমহাদেশে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা অধিক। তার অর্থ এই নয় যে, অস্ত্রের জিহাদই জিহাদ বরং জিহাদ বলতে জানমাল সন্তান-সন্ততির কোরবানী, এ কোরবানীর দরজা চির উম্মুক্ত জুলুম নির্যাতনে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনে বহু কৌশল রয়েছে। যে পথে সকল কিছুর কোরবানী করা যায়। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে পশ্চিমা শাসনের আমলে কবি সাহিত্যিকদের রচনাও জনমনে প্রেরণা যুগিয়েছিল যেটাকে কলমের জিহাদ বলা হয়।

সবশেষে অল ইন্ডিয়া আহলে হাদিসকনফারেন্স স্মরণিকা ১৩৬৪ হিজরীর মিয়া হাফিজুর রহমানের উদ্বৃতি দেয়া আবশ্যক মনে করছি,

যেখানে বলা হয়েছে- বর্তমানে আবুল আ'লা মওদূদীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী এটা আমাদের অতি নিকটে। কেননা তারা তাদের ভাষণে ও দাবীর প্রেক্ষিতে কুরআন ও সুন্নাহ পেশ করে থাকে। আমি দৃঢ় আশাবাদী অদূর ভবিষ্যতে আমাদের তাদের মধ্যে যোগসূত্র তৈরী হবে। তাই তারা প্রকাশ্য ঘোষণা দেবে যে, শিরক ও তাওহীদ পরস্পর বিরোধী অনুরূপ তাক্বলীদ ও রিসালাও পরস্পর বিরোধী। তাক্বলীদ ও ইত্তেবায়ে রাসূল সাঃ যেমন এক খাপে দুই তলোয়ার যদি মৌখিক ঘোষণার সাথে দৃঢ়ভাবে সুন্নাহ্‌র অনুসারী হয় যেমন আহলুল হাদিসহজরাত ও আহলে হাদিসজাম'য়াত পূর্বে উল্লেখিত চার মঞ্জিলের প্রথম মঞ্জিল পেরিয়ে দ্বিতীয় মঞ্জিলে পদার্পন করবে। অর্থাৎ তানজীম ও তরবিয়াতের পর দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সকল মতভেদ ভূলে সত্যিকার মুসলিম গঠন করে খেলাফত প্রতিষ্ঠার পথে পা রাখবে।[২১০] উল্লেখ্য যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও দেওবন্দী সুফীরা জামায়াতে ইসলামীর বিরোধী তবুও জামায়াতে ইসলামীর কিছু কিছু লোক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও দেওবন্দী সুফীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ।

দেওবন্দী সুফী

জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী দল নয়, আমরা রাজাকারের ফাঁসি চাই। তাছাড়া জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী পোষাকদারী কিছু ধর্মনিরপেক্ষ বাদীদের কলাম প্রকাশ এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে একেবারেই ব্যকুল।

কাদের সিদ্দিকি

---

210 দারুল কুরাআন আল হাদীস, নসিম বিল্ডিং শির্দি পুরা, নয়াদিলী।

কাদের সিদ্দিকি বলেন, জামায়াত ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা রঃ এর ফাঁসির ৩ দিন পর ময়মনসিংহ এলাকাধীন দেওখোলা বাজারে কাদের সিদ্দিকির মিটিংয়ে গিয়েছিলাম। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতেই জামায়াতে ইসলামীকে অভিসপ্ত দল হিসেবে আখ্যায়িত করেন। নামাজের বিরতি চাইলে তিনি ধমক দিয়ে বলেন, নামাজের চেয়ে আন্দালন বড়, আপনার নামাজ আপনি পরেন গিয়ে। ওহ! আমি দিগন্ত টিভিতে কথা বলি, আর নয়া দিগন্তে কলাম লেখি, এ দেখে ভাববেন না যে আমি ওদের কথা বলি বরং আমি রাজাকার বিরোধী কথা বলে থাকি ইত্যাদি। তারই সাথে জামায়াতে ইসলামী সহীহ্ আক্বীদাহ্ ও সংস্কারবাদী দল হওয়া সত্ত্বেও, নবী সাঃ এর সুন্নাহকে ঠেলে দিয়ে মাযহাবী প্রভাবে জাল ও জঈফ দলীল গুলো আঁকড়ে ধরার পাশাপাশি সূফী প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে এমন কিছু কথা তাঁরা বলেন, যা তাওহীদের গায়ে আঁচড় লাগে। ফলে তারা হানাফী মাযহাবের অন্ধ অনুসারী হয়ে, শিরক আত্তাক্বলীদ এর মত বড় একটি শিরকের সাথে জড়িত ? আর হানাফী মাযহাবের প্রতি অন্ধ ভালবাসা থাকার ফলে তারা আজ শিরক আল মুহাব্বাতে নিমজ্জিত। আল্লাহ পাক বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

মানুষের মধ্যে এমন কতক সম্প্রাদায় রয়েছে যারা আল্লাহএমন সমকক্ষ সাব্যস্ত করে যাদেরকে তারা আল্লাহ মতো ভালোবাসে।[২১১] তাই জামায়াতে ইসলামী ভাইদের ইক্বামতে দ্বীনের দ্বায়িত্ব পালনের পাশাপাশি, সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে রাসূল সাঃ এর পরিপূর্ণ সুন্নাহ এর উপর আমল করা অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে বিদআত বর্জন ও তাওহীদের পরে নামাযের মত শ্রেষ্ঠ ইবাদতকে মাযহাবী ভাবধারায় না পড়ে রাসূল সাঃ এর পদ্ধতিতে নামায পড়া বা আমল করা জরুরী। একামতে দ্বীনকে কায়েম করার লক্ষ্যে, হরতালের নামে গাড়ি ভাংচুর করা ইসলাম সমর্থিত হতে পারে না। কেননা একজনের অপরাধে অন্যজন শাস্তি পেতে পারে না। এটি এক ভারি অন্যায়, যা ক্ষমার অযোগ্য। তাই জামায়াতে ইসলামীর উচিৎ শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীর মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। তবে একথা অস্বীকার করার উপাই নাই যে, জামায়াতে ইসলামী একামতে দ্বীনের ঝুকিপূর্ণ যে বিরাট অবদান অব্যাহত রেখেছেন, যা প্রসংশার দাবি রাখে। তারা আল কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজ সংস্কার ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষানীতি চিকিৎসানীতি নাস্তিক, মুরতাদ ও বিজাতীয় মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ের জন্য কর্মৎতপরতা চালিয়ে যাচ্ছে আপোষহীন ভাবে। তাদেরই অংগ সংগঠন জিহাদী কাফেলা এক ঝাঁক তরুণ নিয়ে গঠিত ইসলামী ছাত্র শিবির। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের আত্মদানের জুড়ি নেই। আল্লাহ পাকের বাণী-

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তামাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের আর নিষেধ করবে অন্যায় কাজ থেকে আর তারাই হল সফলকাম।[২১২] অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন-

---

[211] সুরাহ আল বাকারা ২/১৬৫।

[212] সূরাহ আল ইমরান ৩/১০৪।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তোম উম্মত মানব জাতির কল্যণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কর্মের বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।[২১৩] উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের দাবী অনুযাযী যে দলটি কাজ করে যাচ্ছে তারই নাম জামায়াতে ইসলামী ও তার অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির। তাই আহলুল হাদিসভাইদের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন, তাওহীদের দাবী অনুযায়ী, বিজাতীয় মতবাদ তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, জাতীয়তাবাদ এর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নার উপর আমল করা অত্যন্ত জরুরী। সাথে সাথে সমালোচকদেকে সবিনয় অনুরোধ করছি- আপনারা নিতান্তই ইসলামের অতন্ত্র প্রহরী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে ভুল বুঝেছেন। তাই আপনারা জামায়াত সম্পর্কে ভাল করে জানুন ও বুঝুন, অনুধাবন করুন। তাহলে হয়তোবা আপনাদের ভূল ধারণা ভেঙ্গে যাবে। মনে রাখবেন একটি মিষ্টি নিয়ে না খেয়ে মুখের চার পাশে মাখামাখি করলে মিষ্টির স্বাদ যেমন পাওয়া যায় না। তেমনি জামায়াতে ইসলামীতে প্রবেশ না করে আপনারা তা বুঝতে পারবেন না। এবার ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদী ভাই ও বন্ধুদেরকে বিনয়ের সাথে বলবো– আপনারা রাজা অষ্টম হিন্দ্র ১৫৩৭ খ্রীঃ ইংল্যান্ডের থেকে তৈরী ধর্মহীন তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ এবং ১৯০৫ খ্রীঃ হিন্দুদের দেওয়া জয় বাংলাকে বর্জন করে, কুরআন ও সুন্নার পথে চলার চেষ্ঠায় রত থাকুন, কেননা আমরা সবাই মুসলমানের সন্তান, আমরা ইসলামী কায়দায় জীবন যাপন করতে ভালবাসি। আমাদের প্রত্যেকের তাওহীদ প্রতিষ্ঠার কামনা থাকা উচিৎ। মনে রাখবেন জাতীয় জীবনে ইসলামী হুকুমত কায়েমের চেষ্ঠা না করে, ব্যক্তি জীবনে যে যত ইবাদতই করুক না কেন তা ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ নয়। মুসলমান লম্বা দাড়ি রেখে, গায়ে লম্বা জামা পরে, হাতে তসবী নিয়ে, মসজিদে যাবে, মিলাদ পড়বে, শিন্নী খাবে, খৃষ্টান গলায় ক্রুস ঝুলিয়ে পাদ্রীদের পোশাক পরে গির্জাতে যাবে, বৌদ্ধ গেওয়া বসন পরে মাথা ন্যঁড়া করে প্যাগোডায় যাবে, ইহুদি লম্বা জুব্বা পরে ঢেবিডা স্টার ঝুলিয়ে উপাসনালয়ে যাবে, বাউলগণ পঞ্চরস ভক্ষণ করে মাজারে যেয়ে গিটা বাজাবে এবং পীর ও সূফীগণ খানকাতে বসে উরশের নামে জিকরের ধ্বনি তুলবে, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদী ভাইয়েরা শহীদের নামে শহীদ মিনারে যেয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবে, শিখা চিরন্তনের নামে অগ্নি উপাসনা করবে, এগুলি ইসলামের পূর্ণরূপতো নয়-ই বরং ইসলাম বর্হিভূত চিন্তা। যা বিজাতীয়দের থেকে আমদানী করা ভ্রান্ত মতবাদ। কাজেই সব মতভেদ ভুলে গিয়ে আমাদের এক তাওহীদের পতাকাতলে আবদ্ধ হওয়া জরুরী। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন, আমীন।

সমাপ্ত

213 সূরাহ আল ইমরান ৩/১১০।